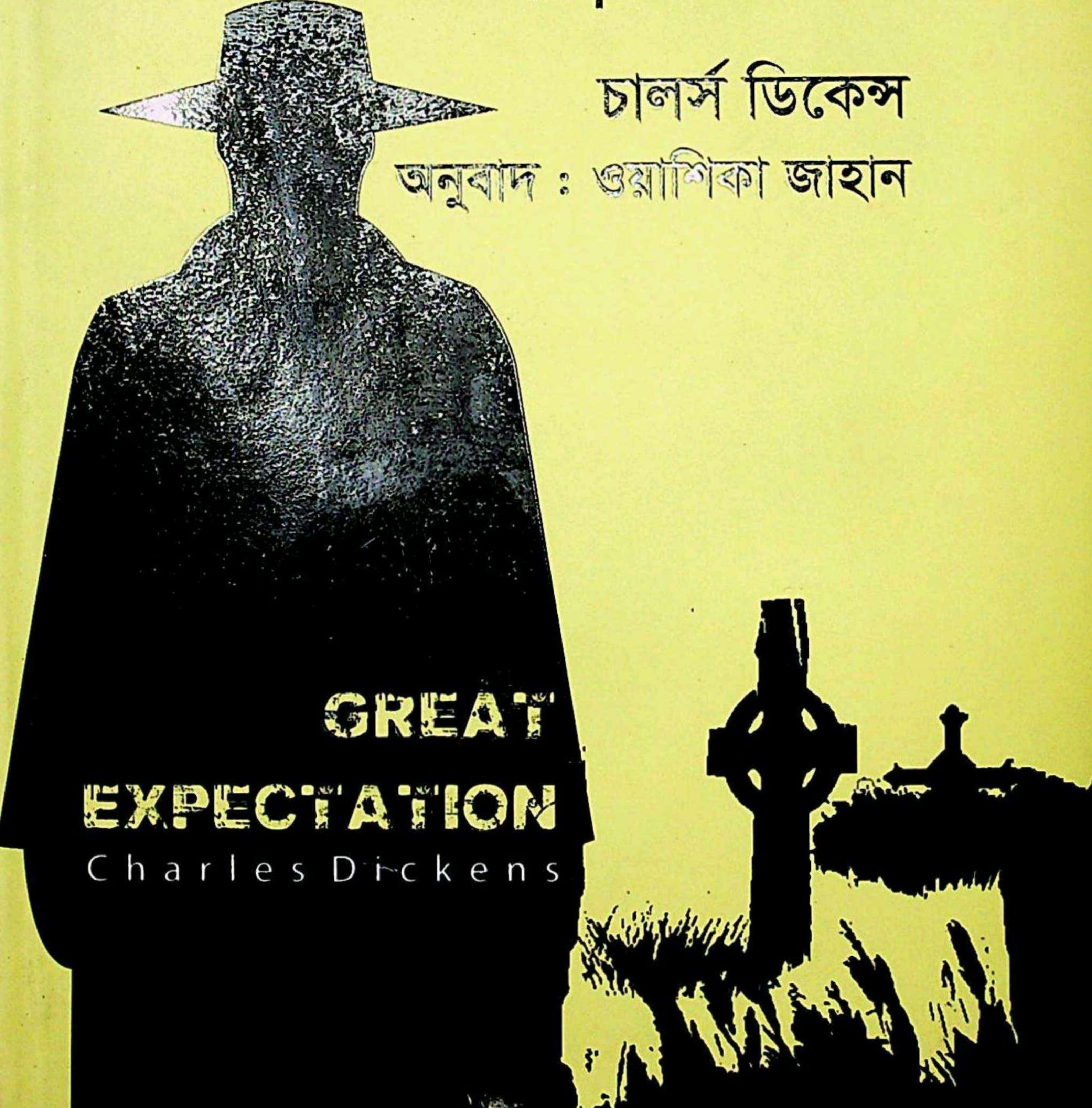
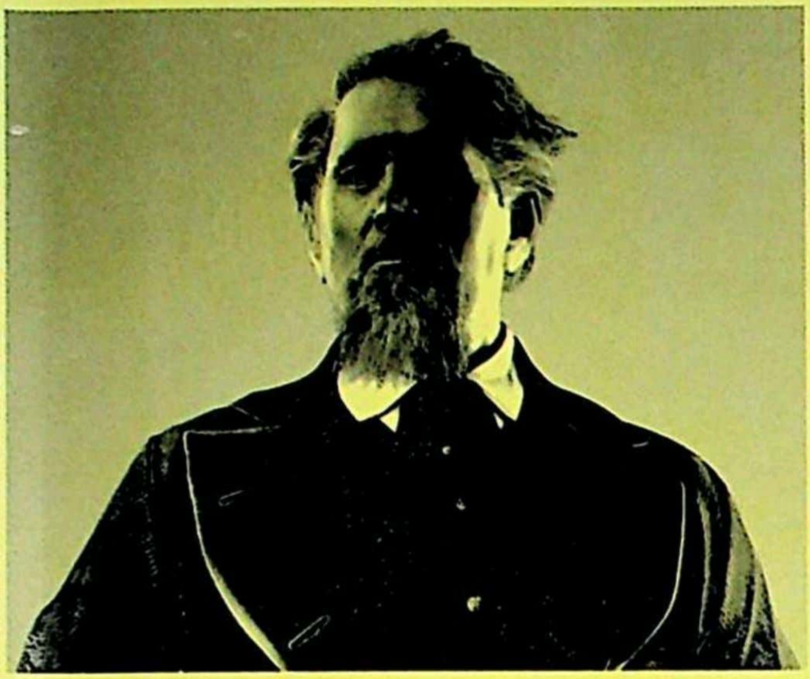
গ্রেট এক্সপেকটেশন

চালর্স ডিকেন্স

অনুবাদ : ওয়াশিকা জাহান





চার্লস ডিকেন্স

চার্লস জন হাফ্যাম ডিকেন্স (ইংরেজিঃ Charles John Huffam Dickens; জন্মঃ ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১২। মৃত্যু : ৯ জুন ১৮৭০। তিনি ছিলেন উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ঔপন্যাসিক। তাকে ভিক্টোরিয়ান যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসেবে মনে করা হয়। ডিকেন্স জীবদ্দশাতেই তার পূর্বসূরি লেখকদের তুলনায় অনেক বেশি জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মৃত্যুর পরও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন থাকে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, ডিকেন্স ইংরেজি সাহিত্যে প্রবাদপ্রতিম বেশ কয়েকটি উপন্যাস ও চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন।

তার অধিকাংশ রচনাই পত্র-পত্রিকায় মাসিক কিস্তিতে প্রকাশিত হত। এই পদ্ধতিতে রচনাপ্রকাশকে জনপ্রিয় করে তোলার পিছনেও ডিকেন্সের কিছু অবদান আছে। অন্যান্য লেখকগণ ধারাবাহিক কিস্তি প্রকাশের আগেই উপন্যাস শেষ করতেন, কিন্তু ডিকেন্স কিস্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়গুলো রচনা করে যেতেন। এই পদ্ধতিতে উপন্যাস রচনার ফলে তার উপন্যাসগুলোর প্লটে একটি বিশেষ ছন্দ দেখা যেত। অধ্যায়গুলোর শেষটুকু হত রহস্যময়, যার জন্য পাঠকেরা পরবর্তী কিস্তিটি পড়ার জন্য মুখিয়ে থাকত। তার গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাসগুলোই এতই জনপ্রিয় যে এগুলো কখনই আউট-অফ-প্রিন্ট হয়ে যায়নি।

প্রচ্ছদ : মাঝি বাঁধন

গ্রেট এক্সপেকটেশন



গ্রেট এক্সপেকটেশন

চার্লস ডিকেন্স

অনুবাদ : ওয়াশিকা জাহান

চমনপ্রকাশ

গ্রেট এক্সপেকটেশনস
চার্লস ডিকেন্স
অনুবাদ : ওয়াশিকা জাহান

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮
ISBN : 978-984-93194-1-2

প্রকাশক : এনামুল হক
চমনপ্রকাশ
সুইট : ৮০৬/এ, লেভেল : ৭, মৌচাক টাওয়ার
৮৩/সি, সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯২০৫০০৮৯৬
e-mail : anamreza07@yahoo.com

পরিবেশক : অন্যরকম প্রকাশনী

প্রচ্ছদ : মাঝি বাঁধন
মূল্য : ৩০০ টাকা

উৎসর্গ

তাকে,
যার দেখানো স্বপ্ন আমাকে অনুপ্রেরণা যোগায়

চার্লস ডিকেন্স ছিলেন উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ঔপন্যাসিক। তাঁকে ভিক্টোরিয়ান যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসেবে মনে করা হয়। ডিকেন্স জীবদ্দশাতেই তাঁর পূর্বসূরি লেখকদের তুলনায় অনেক বেশি জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মৃত্যুর পরও তাঁর জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন থাকে। তাঁর প্রধান কারণ হচ্ছে, ডিকেন্স ইংরেজি সাহিত্যে প্রবাদপ্রতিম বেশ কয়েকটি উপন্যাস ও চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন।

তাঁর অধিকাংশ রচনাই পত্র-পত্রিকায় মাসিক কিস্তিতে প্রকাশিত হত। এই পদ্ধতিতে রচনাপ্রকাশকে জনপ্রিয় করে তোলার পিছনেও ডিকেন্সের কিছু অবদান আছে। অন্যান্য লেখকগণ ধারাবাহিক কিস্তি প্রকাশের আগেই উপন্যাস শেষ করতেন, কিন্তু ডিকেন্স কিস্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়গুলো রচনা করে যেতেন। এই পদ্ধতিতে উপন্যাস রচনার ফলে তাঁর উপন্যাসগুলোর গল্পে একটি বিশেষ ছন্দ দেখা যেত। অধ্যায়গুলোর শেষটুকু হত রহস্যময়, যার জন্য পাঠকেরা পরবর্তী কিস্তিটি পড়ার জন্য মুখিয়ে থাকত।

লিও টলস্টয়, জর্জ অরওয়েল, জি. কে. চেস্টারটন প্রমুখ লেখকবৃন্দ ডিকেন্সের রচনার বাস্তবতাবোধ, রসবোধ, গদ্যসৌকর্য, চরিত্রচিত্রণের দক্ষতা ও সমাজ-সংস্কার চেতনার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। অন্যদিকে হেনরি জেমস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ প্রমুখ লেখকবৃন্দ ডিকেন্সের রচনার বিরুদ্ধে ভাবপ্রবণতা ও অবাস্তব কল্পনার অভিযোগ এনেছেন। সাহিত্যিক জীবনে তিনি অনেকগুলো বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করে গিয়েছেন।



এক

সাত বছর বয়সী পিতৃমাতৃহীন এতিম বালক, ফিলিপ পিরিপ। ছেলেটির পারিবারিক পদবি ‘পিরিপ’ আর তার সঙ্গে নিজের ফিলিপ নাম যোগ করে হয়েছে ফিলিপ পিরিপ। নামটি উচ্চারণ করতে ওর খুবই অসুবিধা হয় বলে সে নিজেকে পিপ নামে পরিচয় দেয়। সবাই তাকে পিপ বলেই জানে। জগৎ সংসারে ওর আপন বলতে আছে একটিমাত্র বোন, পিপের চাইতে কম করে হলেও ২০ বছরের বড়। বোনের স্বামী মি. গার্গেরি একজন কামার। ওদের বাস অজপাড়াগাঁয়ে নদীকূলবর্তী নিচু এলাকায়, সমুদ্রকূল থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে। পিপ ওর বোনের পরিবারেই বাস করছে ছোটবেলা থেকে।

খুব ছোটবেলায় পিপ ওর মা-বাবাকে হারায়, মা-বাবার কথা ওর মনে না থাকলেও গির্জা প্রাঙ্গণে যে তাদের কবর আছে এটা সে জানে। ওর মা-বাবার কবরের পাশেই পিপের আরো ভাই-বোনদের কবর, যারা খুবই অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিল। পিপ প্রায়ই গির্জা প্রাঙ্গণে ওর মা-বাবার কবরে পাশে বিকেলবেলায় খেলত।

একদিন বিকেলবেলা, শীতকাল তখন, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, গির্জা প্রাঙ্গণে আপন মনে খেলছিল পিপ। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, চারপাশ কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে, একটু ভয় পেল পিপ, কান্নাও পেল তার। এমন সময় হঠাৎ করেই তার সামনে হাজির হয় বিকট দর্শন একটি লোক, ডাকাতের মতো চেহারা। লোকটি পিপের কাছে এসে চাপা স্বরে ধমকে উঠে, ‘চুপ, একদম চুপ, কোনো কথা বললে ঠোঁট দুটো কেটে ফেলব।’ বিকট দর্শন এই লোকটিকে দেখে এবং তার কথা শুনে পিপ ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল। লোকটার পরনে জীর্ণশীর্ণ বস্ত্র, মাথায় পাগড়ির মতো পেঁচানো কাপড়, এক পায়ে একটি লোহার বেড়ি, যার সঙ্গে ভাঙা একটি শিকল ঝুলছে। লোকটি এসে পিপের থুতনি চেপে ধরতেই পিপ বলল, ‘দয়া করে আমাকে মেরো না, দোহাই তোমার।’ লোকটি চাপা গর্জন করে বলল, ‘কী নাম তোর?’ পিপ ওর নাম বলতেই লোকটি জিজ্ঞেস করল, ‘বাড়ি

কোথায় তোর?'

পিপ মাইলখানেক দূরের গ্রামটি দেখিয়ে দেয়। লোকটি এবার পিপের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটি রুটি পেল। রুটিটা তুলে নিয়ে সে গোগ্রাসে তা গিলতে লাগল। রুটি খেতে খেতে ডাকাতটা পিপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর চেহারাটা বেশ নাদুসনুদুস, খেতে ইচ্ছে করে, দেখি একসময় সুযোগমতো তোকে খেয়ে ফেলতেও পারি।' একটু পরে সে পিপকে জিজ্ঞেস করল, 'তোর বাবা কোথায়?' পিপ আঙুল তুলে কবরগুলোর দিকে দেখাল। লোকটি ঝট করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং চারপাশে ভালো করে করে তাকিয়ে দেখে বলল, 'কোথায় সে?'

পিপ ওর বাবার কবর দেখিয়ে দেয়, 'ওইখানে কবরে শুয়ে আছে। আমার মাও ওখানেই শুয়ে আছে।'

সব শুনে লোকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, এরপর জিজ্ঞেস করে পিপ থাকে কোথায়? পিপ বলল, সে ওর বোনের স্বামী মি. গার্গেরির বাড়িতে থাকে। ওর বোনের স্বামী পেশায় একজন কামার।

লোকটা পিপের কথা শুনে ওর পায়ের বেড়ির দিকে একনজর তাকিয়ে পিপকে বলল, 'র‍্যাদা চেনো আর খাবার?'

পিপ মাথা নেড়ে সাঁয় দেয়।

লোকটা বলল, 'আগামী কাল খুব ভোরে আমার জন্য খাবার আর কামারশালা থেকে একটা র‍্যাদা নিয়ে আসবে, সাবধান, আমার কথা যদি কাউকে বলছ তো, তোমাকে আমি জ্যান্ত খেয়ে ফেলব, এবার পালাও, যা বললাম মনে থাকে যেন।'

পিপ কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়ির দিকে ছুটল।



দুই

পিপের বোন কামার মি. জো গার্গেরির স্ত্রী। পিপের চাইতে ২০ বছরের বড় সে। বড়ই মুখরা, লম্বা, রোগা চেহারা আর খিটখিটে মেজাজ, চোখ দুটো কালো, মাথায় চুলগুলোও কুচকুচে কালো। সে সারাক্ষণ মি. জো গার্গেরি আর পিপকে বকাঝকা করতেই থাকে। জোকে যে কেন ওর বোন সারাক্ষণ গালাগালি করে তা পিপের মাথায় ঢোকে না। পিপের কাছে ওর বোনের স্বামী জো খুবই ভালো মানুষ এমন দিল দরিয়া খোশমেজাজের মানুষ সহজে মেলে না, জো তাকে নিজের সন্তানের মতোই আদর-যত্ন করে।

গির্জা প্রাঙ্গণ থেকে ভয় পেয়ে দৌড়ে বাড়িতে এসে পিপ দেখে জো রান্নাঘরের চুল্লির পাশে চুপচাপ বসে আছে। পিপকে দেখেই জো বলল, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ পিপ? তোমার খোঁজে তোমার বোন বেত হাতে নিয়ে বের হয়েছে।' ঠিক তখনই বাইরে পিপের বোনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। জো পিপকে দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকার পরামর্শ দেয়। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না, পিপের বোন ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে পিপের পিঠে দু-এক ঘা লাগিয়ে দিয়ে জোর দিকে ঠেলে দেয়। এরপর ঝাঁজালো স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি হতভাগা?'

জো বলল, 'সে গির্জা প্রাঙ্গণে খেলছিল।' ওর বোন কপাল চাপড়াতে চাপড়তে বলল, 'তুই আর তোর দুলাভাই দুজনই আমাকে একেবারে পাগল বানিয়ে ছাড়বি শেষ পর্যন্ত, তোদের জন্যই আমাকে অকালে মরতে হবে।' জো এবং পিপ কেউ এর কোনো জবাব দিল না।

টেবিলে খাবার সাজিয়ে পিপের বোন পিপ আর জোকে ডাকে। পিপের প্রচণ্ড খিদে পেলেও গির্জা প্রাঙ্গণে দেখা ডাকাত লোকটির কথা সে ভোলেনি। খেতে বসে সবার অলক্ষ্যে সে একটা বড় রুটির খণ্ড নিজের জামার পকেটে লুকিয়ে ফেলে। এরপর খাওয়া শেষে পিপ নিজের ঘরে এসে রুটিটা সাবধানে লুকিয়ে রাখল।

রাতে খাবার পর জো, পিপের বোন আর পিপ তিনজনে মিলে গল্প করছিল। এমন সময় একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। পিপের বোন তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, 'কীসের শব্দ ওটা?'

জো বলল, 'জেল হতে কোনো কয়েদি পালিয়ে গেলে জেলের প্রহরীরা বন্দুক ছুড়ে সবাইকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেয়।' মানুষকে জেলে আটকে রাখা হয় কেন পিপ ওর বোনকে জিজ্ঞেস করলে ওর বোন বলল, 'যেসব মানুষ খারাপ কর্ম, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি করে তাদেরকে ধরে জেলে ভরে দেওয়া হয়।' এরপর সে পিপকে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়তে বলল।

পিপ বাধ্য ছেলের মতো বিছানায় শুয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিল না ওর। ওর শুধু বারবার ভয় হচ্ছিল যদি সে সকাল বেলায় যথা সময়ে ঘুম থেকে না উঠতে পারে, এ ছাড়া একটা র‍্যাদা জোগাড় করতে হবে আবার খাবারও চুরি করতে হবে। এই সব আশপাশ চিন্তা করতে করতে পিপ একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

মনে চিন্তা থাকায় সকাল সকালই ঘুম ভাঙে ওর। বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে সে রান্নাঘরে প্রবেশ করল। আজ বড়দিন, অনেক ভালো ভালো খাবার রান্না করে রেখেছে ওর বোন। যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিনে অনেক অতিথিকে দাওয়াত করা হয়েছে, পাম্বলচুক কাকা এখানে খেতে আসবেন আজ। প্রতিবছরই এই দিনে তিনি গার্গেরির বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন, খাওয়াদাওয়া করেন এখানেই। আবছা আঁধারে পিপ হাতের কাছে যা পেল তাই তুলতে লাগল, একটু পনির কিছুটা মাংস আর বড় একটা কেক। হঠাৎ করেই তার নজরে এলো একটা ব্রান্ডির বোতল, বোতল হতে বেশ কিছু ব্রান্ডি সে ঢেলে নিল এবং বোতল যেটুকু খালি হল সেটা পূরণ করার জন্য সে তাকের ওপর রাখা একটা জগ নামিয়ে তার কিছুটা পানি বোতলে ঢেলে বোতলটা ভালো করে ছিপি দিয়ে আটকে দিল। খাবার নেওয়া শেষ হলে সে সন্তর্পণে কামারশালা থেকে একটা ভালো র‍্যাদা নিল। সব কিছু একটা টেবিল ক্লথ দিয়ে পুঁটুলি বেঁধে দ্রুত সে গির্জা প্রাঙ্গণের দিকে পা চালিয়ে দিল।



তিন

ভোর বেলার ঘন কুয়াশা আবরণ ভেদ করে গির্জা প্রাঙ্গণের উদ্দেশ্যে দ্রুত ছুটে চলল পিপ। গির্জা প্রাঙ্গণে পৌঁছে দেয়াল ঘেঁষে খুবই আস্তে আস্তে সামনে অগ্রসর হলো সে। দ্রুত চলতে গেলে কবরের গায়ে ধাক্কা লেগে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এত সাবধানে চলেও ঘন কুয়াশার মধ্যে একটা মানুষের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উপুড় হয়ে পড়ে যায় সে। ভালো করে তাকিয়ে দেখল, লোকটাকে যে রকম দেখে গিয়েছিল গতকাল সন্ধ্যায় সেভাবেই সে বসে আছে কোনো নড়নচড়ন নেই তার, ভালো করে খেয়াল করে দেখে লোকটা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। পরনে তার শতছিন্ন ময়লা কাপড়চোপড়। পিপ আস্তে করে তাকে ধাক্কা দিলে লোকটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। পিপ ভালো করে লোকটাকে দেখেই ভয় পেয়ে যায়। কারণ গতকালকে দেখা লোকটি এ নয়, সম্পূর্ণ অন্য একজন মানুষ। ভীষণ রুক্ষ চোখ-মুখ, তার দৃষ্টিটাও যেন কেমন বুনো। পিপকে আঘাত করার জন্য লোকটা হাত তুলল, কিন্তু আঘাত করার আগেই পিপ ওর কাছ থেকে দৌড়ে পালাল। পালানোর আগে পিপ দেখল লোকটার পায়েও গতকালকে দেখা লোকটার মতোই লোহার বেড়ি পরানো। পিপ দ্রুত পায়ে ওর বাবার কবরের দিকে অগ্রসর হলো। তো সামনেই ওর দেখা গতকালের কয়েদি বসে আছে, লোকটাকে দেখে মনে হলো যেন একটু ক্ষুধিত হিংস্র একটা বন্য-জন্তু। প্রচণ্ড শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে সে, খুব সম্ভব জ্বর এসেছে ওর।

পিপ পুঁটুলিটা তাড়াতাড়ি খুলে খাবারগুলো ওর সামনে ধরল। খাবারগুলো দেখে মুহূর্তের মধ্যে লোকটার চোখ-মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেল। সে কোনো দিকে না তাকিয়ে খাবারগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে সব কিছু গোগ্রাসে গিলতে লাগল। রুটি-মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে সে এমনভাবে মুখে পুরছিল যে, যেন সেগুলো কোথায় মিলিয়ে যাবে। লোকটা খাওয়া একটু বিরতি দিয়ে পিপের আনা বোতলটির দিকে লোভী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, ‘ওটাকে কী এনেছ?’

পিপ ভয়ে ভয়ে বলল, ‘এটাতে স্যার একটু মদ এনেছি।’ লোকটি বলল, ‘বাঃ

বেশ করেছ।' বলেই বোতলটি ছোঁ মেরে নিয়ে গলায় ঢেলে দিল। লোকটার হাত দুটো থরথর করে কাঁপছিল, বোতলের সঙ্গে ওর দাঁত লেগে ঠক ঠক শব্দ হচ্ছিল। লোকটার এমন অবস্থা দেখে খুবই মায়া হলো পিপের, ও বলল, 'আপনার কিন্তু খুব বেশি অসুখ করেছে বলে মনে হয়।'

লোকটি বলল, 'আমারও তো তাই মনে হচ্ছে খোকা।' পিপ বলল, 'আপনি এই ভেজা জায়গায় সারা রাত কাটিয়েছেন, জায়গাটা খুবই খারাপ। এখানে জ্বরের কবলে পড়ে অনেকেই মারা গেছে।'

লোকটি পিপকে বলল, 'তুমি আসার সময় সঙ্গে করে এখানে কাউকে নিয়ে আসোনি তো? পিপ বলল, 'না, কাউকেই আমি আনিনি।' লোকটা বলল, 'দেখছ, তো, আমার কী অসহায় অবস্থা, এই অবস্থায় তুমি তো আর আমাকে বিপদে ফেলতে চাও না তাই না।'

খাওয়া শেষ করে লোকটি পিপকে প্রাণ ভরে ধন্যবাদ দিল। এবার পিপ লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কবরখানার ওপাশে আপনার মতো আরেকজন কয়েদি আছে, মনে হয় আপনার মতোই ক্ষুর্ধাত সে।'

পিপের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় সে?' পিপ আঙুল তুলে স্থানটা নির্দেশ করতেই লোকটা পিপের পিঠে চাপড় মেরে বলল, 'এরপর কী হলো বলো।'

পিপ ভয়ে ভয়ে বলল, 'অন্য লোকটার পোশাক-আশাক আপনার মতোই।'

এ কথা শুনে লোকটি দ্রুত খাওয়া শেষ করল এবং পিপের আনা র‍্যাদা দিয়ে তার পায়ের বেড়িটা কেটে ফেলল ঘষে ঘষে। লোকটার মুখের চেহারা তখন ভীষণ আকৃতি ধারণ করেছে। অন্য লোকটাকে কোথায় দেখা গেছে পিপের কাছ থেকে তা জেনে নিল সে।

পিপ যাওয়ার অনুমতি চাইল, কিন্তু লোকটা কোনো জবাব দিল না তার। পিপও লোকটাকে বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস না করে, সুযোগ বুঝে দ্রুত বাড়ির দিকে ছুটে চলল।



চার

অজানা একটা আতঙ্ক বুকে ধরে পিপ কোনো রকমে বাড়ি এসে পৌঁছল। ওর চুরির ব্যাপারটা ততক্ষণে ধরা না পড়লেও মনের ভেতরে একটা ভয় সর্বদা কাজ করছিল। পিপ ভাবল, একসময় না একসময় ওর খিটখিটে আর বদমেজাজি বোন বিষয়টা টের পাবেই।

সেদিন ছিল বড়দিন, যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন। বাড়িতে অনেক অতিথিদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। খাবার সময় হলে পিপ দরজা খুলে অতিথিদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল। অতিথিরা হলেন পাম্বলচুক কাকা, শস্য ব্যবসায়ী তিনি, স্থানীয় গির্জার কেরানি মি. উপসলে, গাড়ির চাকা প্রস্তুতকারী মি. হাবল ও মিসেস হাবল। পাম্বলচুক কাকা বেশ মোটাসোটা মানুষ, নড়াচড়া করেন খুবই ধীরেসুস্থে, মুখটা তার দেখতে ঠিক মাছের মতো। প্রতিবছরই বড়দিনের সময় তিনি পিপের বোনের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। আসার সময় তিনি হাতে করে দুটি ব্রান্ডির বোতল নিয়ে আসেন এবং হাসি মুখে বোতল দুটি পিপের বোনের হাতে তুলে দেন। প্রতিবারই পিপের বোন ভদ্রতা করে বলে, 'আহা, আপনার মতো ভালো মানুষ আর হয় না।'

অতিথিরা সবাই এবং পিপের পরিবারের লোকেরা বড়দিনের খাওয়াদাওয়া রান্নাঘরেই সমাপন করে। ডিনার টেবিলে পিপকে নিয়ে আলোচনা শুরু হলে অতিথিদের মাঝে পাম্বলচুক কাকা বললেন, 'মিসেস গার্গেরি পিপকে তার নিজের কাছে এনে কোনো শান্তি পেলেন না।' মিসেস হাবল বললেন, 'কিশোর বালকরা স্বভাবতই একটু দুর্বিনীত স্বভাবের হয়ে থাকে।' অনেক অমার্জিত মন্তব্য করলেন তিনি পিপ সম্পর্কে। মিসেস হাবল বললেন, 'পিপকে এখানে আসার পর থেকেই মিসেস গার্গেরি নানা সমস্যায় ভুগছিল।' মিসেস গার্গেরি পিপের দুরন্তপনার লম্বা এক ফিরিস্তি প্রদান করলেন অতিথিদের সামনে। পিপ কিন্তু সারাক্ষণ তার খাবার ও র‍্যাদা চুরির বিষয়টা ভেবে আড়ষ্ট হয়ে রইল।

খাওয়াদাওয়া শেষে অতিথিরা সবাই বসার ঘরে গিয়ে উপবেশন করত। সেখানে

তাদেরকে বাদাম, কমলা, আপেল ইত্যাদি দ্বারা আপ্যায়ন করা হতো। আর পাম্বলচুক কাকা সেখানে বসে এক গ্লাস ব্রান্ডি খেতেন, এটি ছিল তার প্রতিবারের অভ্যাস। আজও পিপের বোন পাম্বলচুক কাকার সামনে এসে বলল, তাকে এক গ্লাস ব্রান্ডি দেবে কি না। পাম্বলচুক কাকা মাথাটা একটু হেলিয়ে সম্মতি জানালেন। পিপ এবার রীতিমতো ভয় পেল, এবার হয়তো ওর ব্রান্ডির বোতলে পানি দিয়ে পূর্ণ করার বিষয়টি ফাঁস হয়ে যাবে।

পাম্বলচুক কাকা তার ব্রান্ডির গ্লাসটি আলোর সামনে তুলে ধরে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'বাহ্ কী চমৎকার দেখাচ্ছে ব্রান্ডির রংটা।' পিপ তখন একেবারে নিঃশ্বাস বন্ধ করে আড়ষ্ট হয়ে রইল। পাম্বলচুক কাকা তৃপ্তি সহকারে গ্লাসে চুমুক দিলেন, চুমুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে কাশতে কাশতে বাইরে দৌড় দিলেন। পিপের বোন আর বোনের স্বামী তার পিছু পিছু দৌড় দিল। বাইরে থেকে প্রচণ্ড কাশি আর গোঙানির আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। পিপ তখন রীতিমতো ঘাবড়ে গেছে, ও ভাবল, পাম্বলচুক কাকাকে আমি কী শেষ পর্যন্ত মেরে ফেললাম!

একটু পরেই পাম্বলচুক কাকা মি. ও মিসেস গার্গেরির হাতে ভর করে কোনো রকমে ঘরে এলেন। দুজনে ধরে তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। পাম্বলচুক কাকা চেয়ারে বসে চোখ মুছে খরখরে গলায় শুধু বললেন, 'আলকাতরা; আলকাতরা!'

এবার পিপের চোখে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। পিপ ব্রান্ডির বোতল পূর্ণ করার জন্য আসলে আলকাতরার পানি ঢেলেছিল। পিপের বোন পানিতে আলকাতরা মিশিয়ে একটা জগের মধ্যে রেখে রান্নাঘরের তাকের ওপর তুলে রাখে। ওই খাবার পানিটা ওর বোন মাঝেমধ্যেই পিপকে খাওয়ায়, ওটা খেলে নাকি পেট পরিষ্কার হয়ে, খেতে ওটা এত খারাপ যে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। পিপ বুঝতে পারল, এই পানি পান করে পাম্বলচুক কাকার এখন যেটুকু খারাপ লাগতে পারে এর চেয়ে আরো খারাপ লাগবে।

পিপের বোন কিন্তু কোনো কিছুই বুঝতে পারছিল না, ব্রান্ডির বোতেল আলকাতরা এলো কী করে? পিপের বোন ওর তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল, সৌভাগ্য এই যে, ঠিক সেই সময়েই পাম্বলচুক কাকা গরম পানি আর জিন চেয়ে বসলেন। পিপের বোন সেগুলোর ব্যবস্থা করতে উঠে গেল। পিপ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, যাক, এবারের মতো ফাঁড়াটি কেটে গেল আর কী!

কিন্তু খুব বেশি সময় নিশ্চিন্ত থাকতে পারল না পিপ। ওর বোন এবার রান্নাঘর

থেকে বেশ কটি খালি প্লেট নিয়ে এলো, পিপ বুঝতে পারল এবার কেক কাটা হবে।

পিপের বোন অতিথিদের উদ্দেশে বলল, 'আপনারা একটু অপেক্ষা করুন আমি কেক নিয়ে আসছি। খুব যত্ন করে আমি ওটা আপনাদের জন্য তৈরি করেছি, আশা করি কেকটা খেয়ে আপনাদের খুব ভালো লাগবে।' পিপের বোন কেক আনার জন্য বের হয়ে গেলে পাম্বলচুক কাকা জোর হাত থেকে প্লেট নিয়ে কার্টার হাতে ধরে বসে রইলেন।

পিপের তখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, এবার ওর বোন কেকটা না পেলেই তো তুলকালাম কাণ্ড শুরু করবে। পিপ সমূহ বিপদ জেনে আর দেরি না করে আসন ছেড়ে উঠে দ্রুত বাইরের দিকে হাঁটা দিল। কিন্তু দু-এক পা অগ্রসর হতেই কয়েকজন সৈন্য তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। ওদের মধ্য থেকে একজন কড়া সুরে বলল, 'এই ছোঁকরা কোথায় পালাচ্ছ তুমি?'



পাঁচ

সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট পিপকে নিয়ে ওদের বসার ঘরে প্রবেশ করলেন। তার হাতে দুটি হাতকড়া। সার্জেন্টকে প্রবেশ করতে অতিথিরা সবাই হতবাক হয়ে গেল। অপ্রত্যাশিত এই ঘটনায় সবাই আসন ছেড়ে ওঠে দাঁড়াল। আর সে সময়েই পিপের বোন রান্নাঘর থেকে ফিরে আসতে আসতে বলল, 'আশ্চর্য! কেকটা যে আমি কোথায় রাখলাম খুঁজেই পাচ্ছি না, অবাক ব্যাপার, এটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেন?'

সার্জেন্ট তখন তার কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হলেন, ভরাট গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানকার কামারশালার কামার কে?' পিপের বোন সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কেন, তাকে আপনার কী প্রয়োজন?' সার্জেন্ট হাতকড়া দুটো সামনে তুলে ধরে বললেন, 'খুবই জরুরি ভিত্তিতে এই হাতকড়া দুটো মেরামত করে দিতে হবে।' জো হাতকড়া দুটো ভালো করে পরীক্ষা করে বলল, 'এ দুটো সারাই করতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগবে, কারণ কামারশালায় গিয়ে আমাকে আগুন ধরাতে হবে তারপর এগুলোর কাজ করতে হবে।'

সার্জেন্ট বললেন, 'কোনো অসুবিধা নেই, আমার লোকজন আপনাকে কাজে সহায়তা প্রদান করবে।' সার্জেন্ট জানতে চাইল জলাভূমিটা এখান থেকে কত দূরে?

পিপের বোন জানাল, 'তা মাইলখানেক তো হবেই।'

এই সব উটকো ঝামেলার কারণে সে তার কেকের কথা ভুলেই গেছে, সে সার্জেন্টের কাছে জানতে চাইল তারা পলাতক বন্দিদের ধরতে যাচ্ছেন নাকি?

সার্জেন্ট বললেন, 'ঠিক তাই, বন্দিদেরকে কী আপনাদের আশপাশে কোথাও দেখা গেছে, আপনারা এ বিষয়ে কিছু জানেন কি?

একমাত্র পিপ ছাড়া আর সবাই মাথা নেড়ে এ ব্যাপারে অসম্মতি জানাল, পিপকে কেউ কোনো কথা জিজ্ঞেস করল না।

পিপের বুক থেকে একটা প্রচণ্ড ভার নেমে গেল, সে নিশ্চিত হলো যে, সৈন্যরা ওকে ধরতে আসেনি আর ওর বোনও কেকটির কথা একেবারেই ভুল গেছে।

জো হাতকড়া দুটো মেরামত করে এনে তার স্ত্রীকে বলল সেও সেনাবাহিনীর সঙ্গে যাবে, পিপকেও সে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। পিপের বোন এ প্রস্তাবে কোনো আপত্তি জানাল না। পিপের বোন জামাই তখন পিপকে কাঁধে তুলে নিয়ে সেনাবাহিনীর পেছন পেছন জলাভূমির দিকে অগ্রসর হলো। পিপ ওর বোন জামাইয়ের কানে কানে বলল, 'শুনুন দুলাভাই, বন্দি দুজন যদি ধরা না পড়ে তা হলে আমি খুশি হব।' জোও ফিসফিস করে বলল, 'আমিও খুশি হব পিপ, ওরা যদি নিরাপদে এখান থেকে পালাতে পারে তাহলে আমি তোমাকে এক শিলিং দেব।'

পিপ সেনাবাহিনীর সঙ্গে গির্জা প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছল।

সার্জেন্টের নির্দেশে সেনা সদস্যরা চারপাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কাউকে পেল না। এরই মধ্যে ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হলো, তবুও সার্জেন্ট জলাভূমির দিকে এগোচ্ছেন আর এপাশ ওপাশ খুঁজছেন।

এমন সময় হঠাৎ করে দূর থেকে একটা তীব্র চিৎকার ভেসে এলো, কে যেন সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে আর অন্য একটি কণ্ঠ তীব্রস্বরে বলছে, 'এই যে, এদিকে, ধরেছি শয়তানটাকে।' শব্দ শুনে সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল সেদিকে। এমন সময় একটা আর্তচিৎকার শোনা গেল, 'বাঁচাও, খুন করে ফেলল আমাকে!'

সবাই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখল দুজন লোক ধস্তাধস্তি করছে, সারা শরীর ওদের রক্তাক্ত, জামাকাপড় সব ছিঁড়ে ফেড়ে গেছে। ওদের দুজনকে দেখামাত্রই পিপ চিনতে পারল, ওরা দুজনই হলো গত রাতে গির্জা প্রাঙ্গণে দেখা দুজন কয়েদি। পিপ প্রথম যে কয়েদিকে খাবার দিয়েছিল সেই কয়েদি দ্বিতীয় কয়েদিকে দেখিয়ে সার্জেন্টের উদ্দেশে বলল, মনে রাখবেন সার্জেন্ট, আমি ওকে আপনার হাতে ধরিয়ে দিলাম। দ্বিতীয় বন্দি অভিযোগ করল, প্রথম বন্দি ওকে হত্যা করতে চেয়েছিল। প্রথম কয়েদি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তা অস্বীকার করল।

সার্জেন্ট ধমক দিয়ে ওদের তর্কাতর্কি থামালেন। এ সময় সৈন্যরা ওদের মশালগুলো জ্বালল। প্রথম বন্দি পিপের দিকে তাকাতেই পিপ ইঙ্গিতে বলে দিল বন্দির গোপন কথা কাউকে সে বলেনি। বন্দি আর একবার পিপের দিকে তাকাল এবং সার্জেন্টকে বলল, 'আমি পাশের গ্রামের কামারশালা হতে কিছু খাবার এই র‍্যাদাটা তুলে এনেছি।' সার্জেন্ট এবার জোর দিকে তাকাল প্রশ্নের ভঙ্গিমায়, জো

তাকাল পিপের দিকে, বলল, 'কী ব্যাপার পিপ?'

পিপ আর চুপ করে থাকতে পারল না, সে তার বোন জামাইকে বলল, 'ভাই, আমি কিছু খাবার, ব্রান্ডি আর কেক এনে বন্দিটাকে দিয়েছিলাম।'

পিপের কথা শুনে জো রাগ না করে বলল, 'বেশ ভালো কাজই করেছ, লোকটা কী অপরাধ করেছে তা আমাদের জানা নেই, অতএব লোকটা না খেয়ে মরুক এটা তো আর আমরা চাইব না, কি বলো?'

সার্জেন্ট এ বিষয়ে কোনো কথা না বলে সিপাইদের নির্দেশ দিলেন বন্দিদের হাতে হাতকড়া পরাতে। হাতকড়া পরিয়ে পরিয়ে বন্দি দুজনকে নিয়ে সেনাবাহিনীর লোকরা মার্চ করে চলে গেল। জো পিপকে কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে এলো।



ছয়

চুরির বিষয়টি পিপের মনে একটা ভারের মতো চেপে রইল। সে সত্যি বিষয়টি জোকে বলবে কিনা তা নিয়ে ওর মাঝে রীতিমতো একটা মনোবেদনার সৃষ্টি হলো। পিপ জানে জো তাকে খুবই ভালোবাসে, সে জানে জো এটি সহানুভূতির সঙ্গেই গ্রহণ করবে।

পিপ, জো এবং মি. উপসলে বাড়ি ফিরে এলো আসামি ধরার অভিযান শেষ করে। জো এসে সবার কাছে বর্ণনা করছিল পুরো ঘটনাবলি। কেমন করে ঘেরাও করে ধরা হলো বন্দিদের, বন্দি দুটোর সে সময়ের মারামারির ব্যাপারটি, আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো জোর বাড়ি থেকে একজন বন্দি কেমন করে যেন খাবারদাবার বিশেষ করে পিপের বোনের তৈরি কেকটি এবং একটি র‍্যাদা চুরি করে নিয়ে যায়। সবাই হতবাক হয়ে যায় জোর বিবরণ শুনে। সব কিছু শোনার পর পাম্বলচুক কাকা মন্তব্য করলেন, 'চোরটা সম্ভবত রান্নাঘরের চিমনি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছিল, এ ছাড়া অন্য কোনো পথে সে ঢুকতে পারেনি।'

মি. উপসলে বললেন, 'পাম্বলচুক কাকার মতামত আমি মোটেই মানতে পারছি না, কারণ চিমনি দিয়ে চোর কখনোই রান্নাঘরে প্রবেশ করতে পারবে না।' পিপ কিন্তু সর্বদা নীরবতা পালন করল এ ব্যাপারে, আসল ব্যাপারটি সে কারো কাছে প্রকাশ করা থেকে সর্বদা বিরত থাকল।



সাত

একটু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, পিপ ওর বোন জামাই জোর কামারশালায় শিক্ষানবিশী হিসেবে কাজে যোগ দিল। পিপেরও ছোটবেলা থেকে ইচ্ছে ছিল জোর মতোই সে কামারের কাজ করবে। এবার সে জোকে মনোযোগ সহকারে দক্ষ কামারের মতোই সহায়তা করতে লাগল।

মি. উপসলের বড় চাচি গ্রামে একটি সান্ধ্যকালীন বিদ্যালয় খুলেছিলেন। বয়স্ক সেই মহিলার বিদ্যালয়ের পড়াশোনা কার্যক্রমের দিকে খুব একটা মনোযোগ ছিল না। পড়াতে পড়াতে উনি মাঝেমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়তেন। মহিলার ভাইয়ের মেয়ে বিডিই আসলে বিদ্যালয়টি পরিচালনা করত। বিডির কাছেই প্রথম হাতেখড়ি হয় পিপের। বিডিই পিপকে বলা যায় লিখতে-পড়তে শেখায়।

বিডি পিপ দুজনই ছিল প্রায় সমবয়সী, এ ছাড়া বিডিও ছিল পিপের মতোই এতিম, পিতৃমাতৃহীন একটা অসহায় মেয়ে।

একদিন পিপের বোন বাজারে গেলে জো তার নিজের জীবনকাহিনি শোনায় পিপকে। জোর পিতা বৈষয়িক কাজকর্ম বিষয়ে একেবারেই উদাসীন ছিল। সর্বদা নেশা করত। জো তার নেশার দ্রব্য মদ এনে দিত কিন্তু এ ব্যাপারে সে কোনো দিন তার পিতার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেনি। পিতার প্রতি তার হৃদয়ে সর্বদা একটা ভালোবাসা জাগ্রত থাকত। এরপর জো বলল কেমন করে তার বোনের সঙ্গে পিপের পরিচয় হলো, এরপর জো পিপের বোনকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। জো যখন পিপের বোনকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় এবং পিপকেসহ নিজের বাড়িতে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন পিপের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল। জো পিপকে বলল কেমন করে তার বোন এসে জোর সংসারের হাল ধরল, সে যে একজন মুঘল শাসকের মতোই তার সংসার পরিচালনা করে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে তাও পিপকে বলল। পিপ তার বোনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনো রকম মন্তব্য করল না। পিপ তখন জোকে রীতিমতো শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছে জোও পিপকে নিজের জীবন ও কর্মের সঙ্গে

আন্তরিকতার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে।

একটু পরেই বাইরে গাড়ির চাকার শব্দ শোনা গেল। পিপের বোন পাম্বলচুক কাকাকে নিয়ে বাজার হতে ফিরে এসেছে। জো দরজা খুলে দিতেই পিপের বোন আর পাম্বলচুক কাকা ঘরে ঢুকলেন। পিপের বোনকে খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল তখন। পিপের দিকে তাকিয়ে ওর বোন বলল, 'যাক এবার তাহলে তোর ভাগ্য কিছুটা খুলল পিপ। যে খবর আজ পিপকে দেব সেটা শুনে যদি পিপ খুশি না হয় তাহলে আর কোনো দিনই সে কোনো খবরে খুশি হবে না।'

পিপ প্রথমে এ ব্যাপারে কিছু বুঝতে না পারলেও চোখে-মুখে সে একটা কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল। পিপের বোন এরপর যে খবরটি দিল তা হলো, মিস হাভিশাম নামের একজন ধনাঢ্য মহিলা পিপকে তার বাড়িতে নিজের করে নিতে চায়। তিনি চান, পিপ তার বাড়িতে গিয়ে খেলাধুলা করুক। মিস হাভিশাম একাকী একটা নিরিবিলি বাড়িতে জীবন যাপন করেন। পিপের বোন বলল, 'মহিলা শেষ পর্যন্ত আদর দিয়ে দিয়ে হয়তো পিপের বারোটা বাজিয়ে দেবে।' পাম্বলচুক কাকা বললেন, 'না, তিনি সে ধরনের মহিলা নন।'

পিপ আর জো দুজনে বোকার মতো একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল, কিছুই বুঝতে পারছিল না তারা।

জো জিজ্ঞাসা করল, 'সেই হাভিশাম, যিনি শহরের একটা নিরিবিলি বাড়িতে বসবাস করেন?'

পিপের বোন বলল, 'হ্যাঁ, সেই মহিলা।'

পিপের বোন ভাবল এবার হয়তো পিপের ভাগ্যটা খুলে যাবে। কারণ মহিলা ইচ্ছে করেই পিপকে নিজের কাছে নিতে চাচ্ছেন।

পিপ মিস হাভিশামের কথা আগেও কিছুটা শুনেছিল। মহিলা নাকি শহরের একটা অন্ধকার বাড়িতে বাস করেন। আশপাশের মানুষের ধারণা মহিলার নাকি মাথা খারাপ।

জো জানতে চাইল পিপকে ওই মহিলা চিনলেন কেমন করে?

পিপের বোন জানাল, মহিলা আসলে পাম্বলচুক কাকার কাছে জানতে চেয়েছিলেন তার পরিচিত কোনো অল্প বয়সী ছেলে আছে কি না। পাম্বলচুক কাকা আমাদের মঙ্গল চান বলেই তিনি পিপের কথাটাই হাভিশামকে বলেছেন।

এ ব্যাপারে পিপ আর কোনো কথাবার্তা বলার সুযোগ পেল না। পিপের বোন

ওকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ভালো জামাকাপড়ে পরিয়ে দিল। পাম্বলচুক কাকা পিপকে শহরে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। রাতটা পিপ পাম্বলচুক কাকার বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন তারা হাভিশামের বাড়িতে যাবে এই পরিকল্পনা হলো।



আট

পাম্বলচুক কাকা একজন শস্য ব্যবসায়ী এবং শস্য বীজ বিক্রেতা হিসেবে খুবই খ্যাতিমান। শহরের হাইস্ট্রিট এলাকায় তিনি বাস করেন। শস্য ব্যবসায়ী এবং বীজ বিক্রেতা হিসেবে শহরে তিনি বাস করেন। শস্য ব্যবসায়ী এবং বীজ বিক্রেতা হিসেবে

শহরে তিনি নিজেকে বেশ ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পিপ সে রাতটা পাম্বলচুক কাকার বাড়িতেই কাটাল। পরদিন সকল

১০টায় পাম্বলচুক কাকা পিপকে নিয়ে মিস হাভিশামের বাসার গেটে এসে হাজির হলেন। বাড়ির চেহারাটা মোটেই ভালো লাগল না পিপের। কেমন যেন পুরনো ধাঁচের ইটের তৈরি বিষণ্নতায় ঘেরা একটা স্থান। একটা জানালাও খোলা নেই, জেলখানার মতো পরিবেশ যেন বিরাজ করছে বাড়িটাতে।

পাম্বলচুক কাকা বেশ কয়েকবার বেল বাজানোর পর পিপের বয়সী একটি কিশোরী এসে বাইরের গেট খুলে দিল। পাম্বলচুক কাকা তার পরিচয় প্রদান করে পিপকে দেখিয়ে বলল, ‘ওর নাম পিপ।’

মেয়েটি বলল, ‘ও, তাহলে এই হলো পিপ’, সুন্দরী মেয়েটার চোখে কেমন যেন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি।

পাম্বলচুক কাকা পিপের সঙ্গে ভেতরে ঢুকতে চাইলে, মেয়েটি বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কি মিস হাভিশামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান?’

কাকা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, ‘মিস যদি আগ্রহ প্রকাশ করেন তবে দেখা করতে চাই।’ মেয়েটি বলল, ‘তিনি হয়তো তা চান না।’

পাম্বলচুক কাকা বাধ্য হয়ে ফিরে গেলেন। মেয়েটি গেটে আবার তালা লাগিয়ে পিপকে সঙ্গে করে একটি বিশাল আঙিনা পার অন্ধকার একটি কক্ষে প্রবেশ করল। পথে আসতে আসতে মেয়েটি পিপকে একবার ‘খোকা তাড়াতাড়ি করো’

বলাতে পিপের খুবই রাগ হলো, সে কি মেয়েটির কাছে খোকা নাকি? কিন্তু মেয়েটির সুন্দর মুখের কথা মনে করে পিপের মন থেকে সমস্ত রাগ দূর হয়ে গেল।

বাড়ির ভেতরটা কেমন যেন মলিন, আবছা অন্ধকারে ঢাকা। বাড়ির সমস্ত দরজা জানালাগুলো এমনভাবে বন্ধ করা যাতে বাইরের সূর্যালোক ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। কিশোরী মেয়েটি একটি মোমবাতি হাতে নিয়ে বেশ কয়েকটি অন্ধকার বারান্দা পার হয়ে শেষে একটি কক্ষের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পিপকে ভেতরে প্রবেশ করতে বলল।

পিপ একটু সময় অপেক্ষা করে দরজায় টোকা দিল। ভেতর থেকে একজন বৃদ্ধা বললেন, 'ভেতরে এসো বাছা'। দরজা ঠেলে পিপ ভেতরে প্রবেশ করল।

ঘরটা বেশ বড়সড়ো আর বেশ চওড়া। অনেকগুলো মোমবাতি জ্বলছে ঘরের মধ্যে। বাইরে থেকে এক চিলতে সূর্যালোকও ঘরে প্রবেশ করছে না। জানালাগুলো আঁটসাঁট করে বন্ধ। পিপের প্রথমেই চোখ পড়ল ঘরের বড় একটা আয়নার ওপর, এরপর একটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর। ড্রেসিং টেবিলের সামনে স্থির হয়ে বসে আছেন এক ভদ্রমহিলা। মহিলার পোশাক-আশাক এবং তার সাজসজ্জার ধরন কেমন যেন অদ্ভুত, পিপ এ রকম সাজগোজ করা অবস্থায় কাউকে এর আগে দেখেনি। মহিলার পরনে সাদা ধবধবে পোশাক। পাতলা ওড়নায় মুখ ঢাকা, চুলে সাদা ফুল গোজা, চুলগুলোও সাদা ধবধবে। মহিলার হাত পায়ে বহুমূল্য দামি দামি সব অলংকার ঝকঝক করছে মোমবাতির আলোয়। দুই হাতের আঙুলে অনেকগুলো আংটি। মহিলার পাশে আধখোলা কয়েকটা ট্রাংক, অনেকগুলো কাপড়চোপড় এলোমেলো পড়ে আছে, মনে হয় মহিলার সাজগোজ এখনো শেষ হয়নি। পিপ দেখল জিনিসগুলোর মধ্যে কেমন যেন পুরনো একটা ছাপ, সব কিছুই কেমন যেন আবছা মলিন। মহিলা এখন বৃদ্ধা, কিন্তু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

মহিলা জানতে চাইলেন, 'কে এসেছে?'

পিপ বলল, 'আপনি পাম্বলচুক কাকার কাছে একটি ছেলের কথা বলেছিলেন, আমি সেই ছেলে, পিপ আমার নাম, আপনার বাড়িতে খেলতে এসেছি।' মহিলা পিপকে আরো কাছে ডেকে নিলেন ভালো করে দেখার জন্য।

মহিলা জানালেন, তিনি পিপের জন্মের আগে থেকে সূর্যের মুখ দেখেন না। পিপকে বললেন, 'আমার দিকে তাকাও, কোনো ভয় নেই তোমার।' পিপ মুখে

বলল, সে ভয় পাচ্ছে না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে ঠিকই ভয় পাচ্ছিল। মহিলা এবার তার বুকের এক পাশে হাত রেখে পিপকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো এখানে কী আছে?' পিপ বলল, 'আপনার হৃৎপিণ্ড মাম।'

মহিলা বললেন, 'ঠিক তাই, আমার এই হৃৎপিণ্ড ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে গেছে।' এবার মহিলার মুখে রহস্যময় হাসি দেখা দিল। মহিলা কিছুক্ষণ নীরব থেকে পিপকে খেলতে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়েও পিপ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, মহিলা এবার ওকে কড়া সুরে তাড়া দিলেন।

পিপ মহিলাকে জানাল, সে এখানে খেলাধুলা করতে পারবে না, কারণ এ জায়গাটা তার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে, সব কিছু তার কাছে বেদনায় ভরা মনে হয়।

মহিলা আপন মনে বললেন, 'তার কাছে কত অদ্ভুত, কিন্তু আমার কাছে মোটেই নয়, তার কাছে কত বেদনার আর আমার কাছেও তাই।'

মহিলা অনেকক্ষণ নীরব থেকে এস্টেলা নামক কিশোরী মেয়েটিকে ডাকার জন্য পিপকে নির্দেশ দিলেন। পিপ বারান্দায় এসে এস্টেলাকে ডাকতেই সে হাজির হলো। মিস হাভিশাম তাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি চাই তুমি পিপের সঙ্গে খেলা করো।'

এস্টেলা মহিলার কথা শুনে তাচ্ছিল্য সহকারে বলল, 'এর সঙ্গে খেলব আমি, চেহারাটা যেন কেমন গেঁয়ো গেঁয়ো, একেবারে নীচু পরিবারের সন্তান।' কিন্তু মিস হাভিশামের চোখের দিকে তাকিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে পিপের সঙ্গে খেলতে রাজি হলো।

কিছুক্ষণ খেলার পর পিপের হাত দুটো দেখে এস্টেলা চাষাভুষোর হাত বলে তাচ্ছিল্য করল। পিপ ভেতরে ভেতরে আহত হলেও বাইরে তা প্রকাশ করল না।

এস্টেলার সঙ্গে খেলতে বসে পিপের বারবার ভুল হতে লাগল আর এস্টেলা পিপকে আহম্মক, গবেট ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করতে লাগল। এস্টেলা পিপকে এমন অবজ্ঞা করতে লাগল যে পিপ নিজেই শেষে নিজেকে অবজ্ঞা করতে লাগল। সারাক্ষণ মিস হাভিশাম ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

খেলা শেষে মহিলা পিপকে জিজ্ঞেস করলেন, এস্টেলাকে তার কেমন লাগে সে কথা ওর কানে কানে বলতে।

পিপ চুপি চুপি জানাল, এস্টেলাকে তার খুব ভালো লাগে। পিপ আরো বলল, 'এস্টেলা কেমন যেন একটু অহংকারী।'

পিপ এবার বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইল। মিস হাভিশাম পিপকে আবার এক সপ্তাহ পরে আসতে বলে এস্টেলাকে কিছু খাবার দিতে বলল।

এস্টেলা পিপকে বাইরের আঙিনায় দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে গেল। এদিকে পিপ ওর নিজের মলিন পোশাকের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিল। এস্টেলা প্লেটে করে কিছু রুটি-মাংস এনে তাচ্ছিল্য সহকারে পিপকে খেতে ডাকল। পিপ বুঝল মেয়েটা ওকে ইচ্ছে করে অবহেলা করতে চাইছে, পিপ প্রতিজ্ঞা করল ওর অবহেলার কারণে যতই কান্না পাক সে একটুও কাঁদবে না।

কিন্তু এস্টেলা সে স্থান ত্যাগ করতেই পিপের দু' চোখ বেয়ে পানির ধারা নামল। কিছুক্ষণ পর স্থির হলো পিপ। চারপাশে তাকিয়ে দেখল বাড়ির আশপাশ কেমন যেন শ্রীহীন, বাগানটা এককালে হয়তো সুন্দর ছিল এখন একেবারে উজাড় বন।

একটু পরে এস্টেলা চাবি নিয়ে এসে গেট খুলে দিল। পিপ বাইরে বের হওয়ার আগে এস্টেলা ওর হাতে মৃদু ছোঁয়া দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সে একটুও কাঁদল না কেন?'

পিপ বলল, 'সে কাঁদতে চায়নি তাই কাঁদেনি।'

এস্টেলা বলল, 'নিশ্চয়ই তুমি কেঁদেছ, আমার কাছে মিথ্যে বলছ।'

পিপ এর কোনো জবাব না দিয়ে দ্রুত গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। পিপ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এস্টেলা গেট বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল। পিপ পেছনে শুনতে পেল এস্টেলার তাচ্ছিল্যের হাসি।



নয়

পিপ যখন মিস হাভিশামের বাড়ি থেকে ওর বোনের বাড়িতে ফিরে এলো তখন ওর বোন মিস হাভিশাম বিষয়ে পিপের কাছ থেকে জানতে রীতিমতো আগ্রহ দেখতে লাগল। ওর বোনের নানাবিধ প্রশ্নের মুখোমুখি হলো সে। পিপ মিস হাভিশামের বাড়িতে যেসব বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছে এবং যা সে অনুভব করেছে তার কিছুই বলল না বোনের প্রশ্নের জবাবে। এক কথায় নীরবই থাকল বলা যায়। শেষ পর্যন্ত পিপের ওপর রীতিমতো চাপ সৃষ্টি হলো প্রশ্নের উত্তর চেয়ে। পাম্বিলচুক কাকা এবং বোন মিস হাভিশামের সঙ্গে তার কীরূপ কথাবার্তা হলো এসব বিষয়ে জানার জন্য চাপ দিতে থাকল। পিপ বাধ্য হয়ে কিছু বলল, কিন্তু সত্যিকারভাবে মিস হাভিশামের বাড়িতে সে যা যা প্রত্যক্ষ করেছে কিংবা মিস হাভিশান তাকে কী বলেছেন সে বিষয় পুরোপুরি এড়িয়ে গেল।

পিপের বোন ও পাম্বলচুক কাকার চাপে পড়ে পিপ এমন সব জবাব দিল, যা পাম্বলচুক কাকা ও ওর বোন মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না। তবে পিপের বোন খুবই আশাবাদী, মিস হাভিশামের কাছে পিপের আশ্রয় লাভের জন্য। পাম্বল কাকাও ওর বোনের সঙ্গে পিপের ভবিষ্যৎ বিষয়ে খুবই আশাবাদ ব্যক্ত করলেন।

পিপ তার বোন ও পাম্বলচুক কাকাকে যেভাবে ফাঁকি দিল বোন জামাই জোকে কিন্তু এ ব্যাপার মোটেই মিথ্যে বলতে চাইল না। সে জোর কাছে হাভিশামের বাড়ির সকল বিষয় খোলাখুলি বলল। কারণ পিপ জানে জো ওর প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল এবং ওকে মনে-প্রাণে ভালোবাসে সে। পিপ সর্বদা তার যে কোনো বিষয় জোর কাছে খোলখুলি প্রকাশ করে।

সেদিন রাতে জো যখন ঘুমাতে গেল, তখন অনেকক্ষণ জেগে রইল সে। জেগে জেগে সে ভাবল এস্টেলা ওর সঙ্গে এমন আচরণ করল কেন? তার পোশাক এবং জুতো বিষয়ে এস্টেলার সেই অবজ্ঞার দৃষ্টির কথাও সে ভাবল অনেকক্ষণ ধরে।



দশ

মি. উপসলের বড় চাচি এবং এতিম মেয়ে বিডি যে স্কুলটি চালায় পিপ সেখানে যাওয়া-আসা শুরু করল, উদ্দেশ্য নিজেকে শিক্ষিত ও মার্জিত করা।

সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে সে গ্রামের চা-খানায় থামল, চা-খানার নাম থ্রি জলি বার্জমেন, কারণ পিপের বোন ওকে বলেছিল ফেরার পথে ও যেন জোকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। পিপের বোন জামাই জো এখানে বসে প্রায়ই ধূমপান করত।

পিপ চা-খানার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল জো এবং মি. উপসলে অন্য একজন অদ্ভুত চেহারার অপরিচিত লোকের সঙ্গে বসে ধূমপান করছে। অপরিচিত লোকটি জো আর উপসলেকে মদ পান করার জন্য আমন্ত্রণ করছে আর দুজন আনন্দে সে প্রস্তাব গ্রহণ করছে। অপরিচিত সেই অদ্ভুত লোকটি পিপকে কাগজের ভাঁজে ভরে একটি শিলিং দিল। জো এবং পিপ দুজনে বাড়ি এসে জো ওর স্ত্রীকে বলল, একজন অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ পিপকে একটি শিলিং প্রদান করেছে কাগজের ভাঁজে পুরে।

কাগজটির ভাঁজ যখন হলো তখন দেখা গেল শিলিং নয়, এক পাউন্ডের দুটি নোট আছে তাতে। সবাই কেমন হতবাক হয়ে গেল এ ব্যাপারে। ওরা সবাই ভাবল অদ্ভুত লোকটি হয়তো ভুলক্রমে শিলিংয়ের বদলে নোটগুলো দিয়ে ফেলেছে।



এগারো

সপ্তাহখানেক পরে পিপ আবার মিস হাভিশামের বাড়িতে হাজির হলো। এবারও এস্টেলা এসে বাইরের গেটের তালা খুলে ওকে ভেতরে নিয়ে গেল। এবার সরাসরি সে পিপকে মিস হাভিশামের ঘরে না নিয়ে অন্য একটি ঘরে বসতে দিল। সেখানে আরো বেশ কজন লোক বসে আছে। পিপের মনে হলো এরা সবাই মিস হাভিশামের আত্মীয়স্বজন হয়তো। লোকগুলো পিপের দিকে কেমন যেন বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। পিপ খুবই অস্বস্তি বোধ করতে থাকল। পিপকে বেশিক্ষণ এই অস্বস্তি ভোগ করতে হলো না। কিছুক্ষণ পরে এস্টেলা এসে তার সঙ্গে খেলতে বলল।

অন্ধকার বারান্দা দিয়ে দুজন এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ এস্টেলা পিপের হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, সে দেখতে সুন্দরী কি না। পিপ বলল, 'হ্যাঁ, তুমি খুবই সুন্দরী।'

এস্টেলা আবার প্রশ্ন করল, 'বলো তো, আমি কি সত্যি নিষ্ঠুর?'

পিপ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, 'তবে আজকে এস্টেলাকে সেদিনের মতো অতটা নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে না।'

পিপের মুখের কথা শেষে হতে না হতেই এস্টেলা ওর গালে ঠাস করে একটা চড় মারল। এরপর পিপের লাল হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বলো এখন আমাকে তোমার কেমন মনে হচ্ছে?' পিপ বলল, 'সে কথা আমি তোমাকে বলতে চাই না।'

এস্টেলা বলল, 'জানি আমাকে না বললেও তুমি এসব কথা মিস হাভিশামের কাছে বলবে বলে আমার মনে হয়।'

পিপ বলল, 'সে এসব কথা হাভিশামের কাছেও বলবে না, কাউকেই বলবে না।'

এস্টেলা এবার শীতল কণ্ঠে জানতে চাইল, 'পিপ তার চড় খেয়ে এখনো কাঁদছে

না কেন?’

পিপ বলল, ‘এবার থেকে সে এস্টেলার কোনো কথা কিংবা কোনো রকম আচার-আচরণে কখনোই কাঁদবে না।’ পিপ এ কথা মুখে বললেও সে অন্তরে অন্তরে ঠিকই পুড়ে যাচ্ছিল, শুধু বাইরে সে বেদনা প্রকাশ করতে পারছিল না।

এস্টেলা আর পিপ সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার সময় এক ভদ্রলোক নিচে নামছিলেন। তিনি এস্টেলার কাছে পিপের পরিচয় জানতে চাইলেন। এস্টেলা পিপকে একটি সাধারণ ছেলে বলে পরিচয় দিল।

ভদ্রলোক মোমবাতির মৃদু আলোয় পিপকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে প্রশ্ন করলেন, ‘তুমি এখানে কেন এসেছ খোকা?’

পিপ জানাল, মিস হাভিশান তাকে এখানে আসতে বলেছেন।

ভদ্রলোক পিপকে কোনো রকম দুষ্টুমি না করে শান্ত-সুবোধ ছেলের মতো থাকার জন্য উপদেশ প্রদান করে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন।

পিপ আর এস্টেলা দুজনে মিস হাভিশামের কক্ষে প্রবেশ করল। সব কিছু ঠিক আগের মতোই আছে, মিস হাভিশামও ঠিক আগের মতোই তার পুরনো ড্রেসিং টেবিলের সামনে নিশ্চল বসে আছেন। পিপকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি খেলতে চায়? পিপ মাথা নিচু করে না বলল।

‘খেলতে চাও না তবে তুমি কী করতে চাও?’ জানতে চাইলেন মিস হাভিশাম। ‘তবে কী কোনো কাজ করতে চাও পিপ?’

পিপ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

পিপের কথা শুনে মিস হাভিশাম তাকে পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে বললেন এবং বললেন তিনি একটু পরেই আসছেন ওর কাছে।

পিপ পাশের ঘরে প্রবেশ করে দেখল সে ঘরের দরজা-জানালাও সব আঁটসাঁট করে আটকানো, সূর্যালোক প্রবেশ করার কোনো পথ নেই। ঘরের এখানে সেখানে জ্বলছে অনেকগুলো মোমবাতি। এ ছাড়া সব কিছুই যেন কেমন বিবর্ণ। ঘরের ঠিক মাঝখানে টেবিলের ওপর থরে থরে সাজানো আছে বিশেষ একটা অনুষ্ঠানের খাবার। দেখলেই বোঝা যায় খাবারগুলো অনেক দিন ধরে সাজানো, ফাঙ্গাশের স্তর পড়ে গেছে খাবারগুলোতে। চারপাশের মাকড়সার জালে ঘেরা, ইঁদুর আর আরশোলা ছোটাছুটি করছে টেবিলের ওপর। পিপের কাছে পুরো বিষয়টাই কেমন আজব ব্যাপার বলে মনে হলো।

কিছুক্ষণ পর লাঠি ঠুকে ঠুকে মিস হাভিশাম এসে হাজির হলেন। টেবিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'আমার মৃত্যুর পর ওই টেবিলে আমার দেহটি শায়িত থাকবে। যে জায়গাটিতে মাকড়সার জাল সবচেয়ে ঘন সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মিস বললেন, 'ওখানে কী আছে জানো?'

পিপ মাথা নেড়ে বলল, জানে না সে।

মিস বললেন, ওটা হলো তার বিয়ের কেক। বলেই তিনি পিপের হাত ধরে বললেন, 'আমি একটু হাঁটব, এখন আমাকে একটু সাহায্য করো।' মিস হাভিশাম পিপের কাঁধে ভর দিয়ে সারা কক্ষে পায়চারি করলেন বেশ কিছুক্ষণ।

একটু পরেই এস্টেলা মিস হাভিশামের আত্মীয়বর্গ সারাহ পকেট, রেমন্ড, ক্যামিলা ও অন্যদের ডেকে আনল। মিস হাভিশাম তখনো ঘরের মাঝে পায়চারি করছেন, অতিথিদের সঙ্গে কথাই বললেন না প্রায়, কেমন যেন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পেল তার মধ্য থেকে। অতিথিরা যেমন নীরবে এসেছিলেন তেমন নীরবেই আবার বিদায় হলেন।

মিস হাভিশাম এবার পিপকে এস্টেলার সঙ্গে তাস খেলার নির্দেশ দিলেন। পিপের মনটা রীতিমতো বিষণ্ণতায় ভরে গিয়েছিল, তা সত্ত্বেও অনিচ্ছা ভরে সে এস্টেলার সঙ্গে তাস খেলতে বসল।

পাঁচ থেকে ছয় দান খেলা হলো, প্রতিবারই খেলায় হারল পিপ। খেলা শেষে মিস হাভিশাম পিপকে আবার আসতে বললেন। প্রতিবারে মতো এস্টেলা এবারও পিপের জন্য খাবার নিয়ে এলো। খাবারগুলো পিপের সামনে এমনভাবে পরিবেশন করল, মনে হয় অবহেলা ভরে কোনো কুকুরকে সে খাবার দিচ্ছে।

খাওয়া শেষে পিপ যখন বারান্দায় ঘুরছিল তখন হঠাৎ এক তলার জানালায় নজর পড়ল ওর। অবাক হয়ে দেখল ওরই বয়সী একটা ছেলে ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পিপ ওর দিকে আবার তাকাতেই ছেলেটি বাইরে বের হলো এবং পিপের সামনে এসে রাগের সঙ্গে বলল, 'তুমি কে? তোমাকে এখানে ঢোকার অনুমতি দিল কে?'

পিপ নরম সুরে বলল, 'এস্টেলা ঢুকতে দিয়েছে আমাকে!'

'আর এখানে যত্রতত্র তোমাকে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ দিল কে?'

এবারও পিপ শান্ত সুরে এস্টেলার নাম বলল।

ছেলেটি এবার তার ভ্রু কুঁচকে বলল, 'আমার সঙ্গে লড়বে?'

ওর কথা শুনে পিপ যেন কেমন হতবাক হয়ে গেল, আপত্তি করার কোনো সুযোগই পেল না সে। ছেলেটির পেছন পেছন সে বাগানের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে দুজন কাপড়চোপড় ছেড়ে একজন অন্য জনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিপ প্রথমে এক ঘুষিতেই ছেলেটিকে মাটিতে ফেলে দিল। ছেলেটি উঠে পিপকে আক্রমণ করল; কিন্তু কোনো লাভ হলো না, ধরাশায়ী হলো সে। ছেলেটি কিন্তু মোটেই দমবার পাত্র নয়। সে আবার প্রস্তুতি নিল। কিন্তু পিপ মারামারি পছন্দ করে না, এ জন্য নিজের কাপড়চোপড় ঠিক করল। ছেলেটিও তার কোট পরল এবং দুজন দুজনের কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবেই বিদায় গ্রহণ করল।

পিপ আবার আগের জায়গায় ফিরে এসে দেখে এস্টেলা চাবি হাতে নিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

গেট খোলার আগে এস্টেলা ওর মুখখানা পিপের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, পিপ, ইচ্ছে করলে আমাকে একটি চুমো দিতে পারো। পিপ এস্টেলার এই আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলেও ওর মনে হঠাৎ করেই ধাক্কা দিল একটি ব্যাপার, ওর মনে হলো এস্টেলা যেন ওকে দয়া দেখাচ্ছে। যেমন কোনো গরিব বালককে একটি পয়সা প্রদান করে তার প্রতি দয়া দেখানো হয়।



বারো

সেদিন মিস হাভিশামের বাড়িতে পিপ যে ছেলেটির সঙ্গে লড়েছিল, সেই ঘটনা স্মরণ করে সে রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। পিপ ভাবল, প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলেটি যদি পুলিশকে জানায় তাদের লড়াইয়ের বিষয়টি, তাহলে তো পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে যাবে। এসব উদ্ভট চিন্তা পেয়ে বসল পিপকে। এই ভয়ে সে মিস হাভিশামের বাড়িতে ফের যেতে আগ্রহী হলো না। মোট কথা, ভয়ে সে সিঁটিয়ে রইল বলা যায়। কিন্তু কী জানি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ পিপকে হাভিশামের বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

এর পর দিন পিপ যখন মিস হাভিশামের বাড়িতে গেল তখন পিপ কিংবা এস্টেলা কেউ সেদিনের মারামারির কথা আর উল্লেখ করল না। মিস হাভিশাম আজ একটা হুইলচেয়ারে বসে আছেন। পিপের কাজ হলো তাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া।

এরই মাঝে পিপ ও মিস হাভিশামের মধ্যেকার সম্পর্ক বেশ সহজ হয়ে এসেছে। মিস হাভিশাম পিপের লেখাপড়ার বিষয়ে জানতে চাইলেন। পিপ লেখাপড়ার ব্যাপারে ওর আগ্রহের কথা মিসকে জানাল। পিপ ভেবেছিল মিস হয়তো তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন, কিন্তু সেসব তিনি কিছুই করলেন না। তিনি তাকে শুধু পেট পুরে খেতে দিতেন, এই যা।

এস্টেলাও দ্বিতীয়বার আর চুমু দেওয়ার কথা বলেনি পিপকে। কোনো কোনো সময় সে পিপের সঙ্গে খুবই ঠাণ্ডা আচরণ করেছে, কখনো দেখিয়েছে অনুকম্পা কিংবা দয়া, আবার কখনো তার নিজের তার নিজের পরিবারের একজন মানুষের মতোই দেখেছে পিপকে, আবার কখনো বা তাকে রীতিমতো অবহেলা করেছে। পুরুষ জাতটার প্রতি এই অবহেলা প্রদর্শনের শিক্ষাটি এস্টেলা মিস হাভিশামের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছে। তিনি এস্টেলাকে হয়তো নির্দেশ প্রদান করেছেন কোনো পুরুষমানুষকেই যেন কোনো রূপ প্রশ্রয় এবং দয়া না দেখায় এস্টেলা।

মিস হাভিশাম যে পিপের জন্য একটা কিছু করবেন এটা নিয়ে তার বোন আর পাম্বলচুক কাকা প্রায়ই আলাপ-আলোচনা করত। কিন্তু জো এসব আলোচনায় অংশ নিত না। পিপ তার কাছ থেকে চলে যাবে, কামারশালায় আর কাজ করবে না এসব জো ভাবতেই পারত না, এসব ভাবতে ভালো লাগত না জোর।

পিপ নিজেও একসময় দক্ষ একজন কামার হওয়ার চিন্তা করত। ভাবত, জোর সঙ্গে থেকে সেও একদিন এ কর্মে দক্ষতা অর্জন করবে। কিন্তু এস্টেলার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে পিপের মন থেকে সেসব যেন একেবারেই দূর হয়ে গেছে। পিপ এখন একেবারে ধোপ দুরন্ত একজন ভদ্রলোক সাজতে চায়। সে তার বোন জামাই জোকেও এস্টেলার চোখ দিয়ে দেখা শুরু করেছে। জোকে দেখলে পিপের কাছে একজন চাষাড়ে লোক বলে মনে হয় এখন, কিন্তু তা সত্ত্বেও জোর প্রতি পিপের ভালোবাসার কোনো কমতি নেই।

এভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। একদিন মিস হাভিশাম বেশ রাগত স্বরেই মন্তব্য করলেন, পিপ তো এখন বেশ জোয়ান আর শক্ত-সমর্থ হয়ে উঠেছে। এরপর পিপের বোন জামাইয়ের কামারশালা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। মিস হাভিশাম পরিচয় জানতে চাইলেন ওর বোন জামাইয়ের।

পিপ জানাল, ওর বোন জামাইয়ের নাম জো গার্গেরি। হাভিশাম বলল, 'তুমি তো তার সঙ্গেই তার কামারশালায় কাজ করতে চাও, তাই না পিপ?'

পিপ মাথা নেড়ে সায় দিল।

মিস হাভিশাম পিপের বোন জামাইকে তার সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দিলেন।



তেরো

একদিন জো তার সবচেয়ে ভালো জামাকাপড়গুলো পরে পিপকে সঙ্গে নিয়ে মিস হাভিশামের বাড়ির গেটে এসে দাঁড়াল। নিয়মমতোই এস্টেলা এসে গেট খুলে দিল। এস্টেলা মুখ কুঞ্চিত করে তাচ্ছিল্য ভরে জোর অমসৃণ হাত-পা আর জামা-জুতোর দিকে তাকাতে লাগল। এটা দেখে পিপ লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল যেন।

অন্যান্য দিনের মতোই আজও মিস হাভিশাম ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে ছিলেন। মিস দুজনের দিকে তাকিয়ে জোকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মি. জো, আপনি কি পিপকে আপনার কামারশালায় শিক্ষানবিশীর কাজে লাগাতে চান?'

জো এবার পিপের মুখের দিকে তাকাল, এরপর হাভিশাম যা জিজ্ঞেস করলেন সেসবের উত্তর পিপের মুখের দিকে তাকিয়েই দিলেন। জো বলল, 'পিপ, তুমি তো জানো আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি, আমরা যা করব তা দুজনে মিলে একসঙ্গেই করব তাই না?' এটা বলে জো পিপের দিকে তাকাল সম্মতির আশায়।

পিপও সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। মিস হাভিশাম বললেন, 'আপনি যে ওকে কামারশালায় শিক্ষানবিশী হিসেবে নিয়োগ দিতে চান তার চুক্তিপত্র এনেছেন?'

জো পিপের দিকে তাকিয়ে বলল, চুক্তিপত্রটা সে তার টুপির নিচে করে নিয়ে এসেছে?

পিপও এ কথার সঙ্গে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

জো এবার চুক্তিপত্রটা বের করে পিপের হাতে দিল। জোর হাবভাব দেখে এস্টেলা মুখ টিপে টিপে হাসছিল। এস্টেলার এ হাসি দৃষ্টি এড়াল না পিপের। জোর হাত থেকে চুক্তিপত্রটা নিয়ে পিপ মিস হাভিশামের হাতে দিল।

হাভিশাম জোকে বললেন, 'পিপকে কাজ শেখানো বাবদ কোনো টাকা-পয়সা দাবি করেন কি?'

জো এবার চুপ করে রইল। পিপের তাড়া খেয়ে শেষ পর্যন্ত বলল, 'এ ব্যাপারে তার কোনো টাকাপয়সার প্রয়োজন নেই।'

মিস হাভিশাম এবার টেবিলের ওপর থেকে একটা ছোট থলে হাতে নিলেন এবং বললেন, 'পিপ আমার এখানে এসে আমাকে সহায়তা করেছে এ জন্য ওকে আমি কিছু দিতে চাই, এতে পাঁচিশ পাউন্ড আছে।' এরপর পিপের হাতে থলিটা নিয়ে তা জোকে দিতে বললেন।

জো বলল, 'পিপ, এটা আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলাম। সত্যি কথা বলতে কী আমি এতটা আশাও করিনি।'

মিস হাভিশাম পিপকে বিদায় জানালেন এবং বাইরের গেটের তালা খুলে দিতে বললেন।

পিপ মিস হাভিশামের কাছে জানতে চাইল সে আবার এ বাড়িতে আসবে কি না?

মিস হাভিশাম বললেন, 'না, আর আসতে হবে না। কারণ এখন থেকে মি. গার্গেরি তোমার কর্তা।'

পিপ আর জো যখন বাড়ি ফিরে এলো তখন মিসেস গার্গেরি অর্থাৎ পিপের বোন এই পঁচিশ পাউন্ড পেয়ে এবং অন্যান্য সব কিছু শোনার পর পাম্বলচুক কাকাকে ধন্যবাদ দিল মিস হাভিশানের সঙ্গে পিপের সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়ার জন্য।

পাম্বলচুক কাকা বললেন, পিপকে শিক্ষানবিশ হিসেবে জোর কামারশালায় তাড়াতাড়ি নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আর কোনো দেরি করা চলে না। ওই দিনই পিপকে টাউল হলে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে পিপ নিয়মমাফিক কিছু কাগজপত্রে সই করল শিক্ষানবিশীতে যোগদানের শর্ত হিসেবে।

সেদিন রাতে পিপ নিজেকে বড় অসহায় ভাবতে লাগল এস্টেলার কথা মনে করে। এখন তো সরাসরি সে কামারশালার কাজে আইনসম্মতভাবে বাঁধা পড়ে গেল, কদিন পরেই হয়তো সে পুরোদস্তুর একজন কামার হয়ে উঠবে। এই কামারশালার কাজের প্রতি সে যেন কেমন অনীহা বোধ করতে লাগল।



চৌদ্দ

গৃহের পরিবেশ পিপের জন্য মোটেই সুখকর ছিল না। কারণ ওর বোনটা ছিল বড়ই মুখরা আর বদমেজাজি। শুধু জোর ভালোবাসা আর স্নেহই পিপকে এ পরিবারে আটকে রেখেছিল অদৃশ্য একটা মায়ার বাঁধনে। কামারশালার কাজে যোগদানের পর থেকে পিপ নিজেকে রীতিমতো খাটো ভাবতে শুরু করেছে। এরই মাঝে সে তার বাড়িঘরের পরিবেশকে এস্টেলার চোখে দেখা শুরু করেছে। সব কিছুই তার কাছে এখন একেবারে শ্রীহীন, বিবর্ণ এবং মলিন বলে মহে হয়। নিজের অবস্থার জন্য সে রীতিমতো লজ্জা বোধ করে এখন জোর সঙ্গে কামারশালায় কাজ করতে মোটেই ভালো লাগে না আর। শহুরে ভদ্রলোক বনে যাওয়ার জন্য ওর মনটা সব সময় ছটফট করতে থাকে। কোনো রকমের নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কাজকর্ম করতে থাকে।

পিপের মাঝে সর্বদা একটা ভয় কাজ করতে থাকে। তা হলো, এস্টেলা না জানি কখন তাকে একবারে কালিঝুলি মাখা অবস্থায় কামারশালায় কাজ করতে দেখে ফেলে। তাকে এই অবস্থায় দেখতে পেলে এস্টেলা হয়তো নাক-মুখ কুঞ্চিত করে মৃদুহাস্য করবে। কিংবা তার এই কালিঝুলি মাখা চেহারা দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে।



পনেরো

মি. উপসলে বড় চাচি আর বিডি যে স্কুলটা চালাত সে স্কুলে যাওয়া পিপ বন্ধ সহায়তা করার জন্য কামারশালায় আরেকজন লোক নিয়োগ করেছিল। লোকটা বেশ লম্বা চওড়া এবং গায়ে-গতরে বেশ শক্তিশালী, কিন্তু বড়ই বদমেজাজি স্বভাবের, কারো সঙ্গে খুব একটা মেলামেশা করত না সে এবং কাউকে সহ্যও করতে পারত না। লোকটাকে সবাই অপছন্দ করত। লোকটার নাম অরলিক।

পিপ একদিন জোর কাছে এক বেলার ছুটি চাইল। উদ্দেশ্য সে মিস হাভিশামের সঙ্গে একটু দেখা করবে। আসলে পিপের ইচ্ছে এস্টেলার সঙ্গে দেখা করা। কিন্তু জোকে সেসব খুলে বলল না সে।

পিপকে জো এক বেলা ছুটি চাইতে দেখে অরলিকও জোর কাছে এক বেলার ছুটি দাবি করে বসল।

জো তার ছুটির কী প্রয়োজন এ কথা জিজ্ঞেস করতেই সে জবাব দিল, ‘কেন, পিপ ছুটি নিয়ে যা করবে আমিও তাই করব।’

জো বলল, ‘পিপ ছুটি শহরে যাবে বিশেষ কাজে।’ অরলিক ও তার নিজের জেদ বজায় রেখে বলল, সেও শহরে যাবে। ‘দুজন মানুষ কী একসঙ্গে শহরে যেতে পারে না। পিপকে যদি আপনি এক বেলার ছুটি দেন তাহলে আামাকেও এক বেলার ছুটি অবশ্যই দিতে হবে’, বলে অরলিক জেদ করতে লাগল।

পিপের বোন এতক্ষণ কামারশালায় দরজার দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার সে জোর ওপর রেগে গেল, অরলিকের ওপরও। পিপের বোনের শক্ত কথায় অরলিক ভীষণ ক্রুদ্ধ হলো, জো অরলিকের হাত না ধরে ফেললে নির্ঘাত সে পিপের বোনের মাথায় আঘাত করত। অরলিক যখন পিপের বোনকে খারাপ ভাষায় গালাগালি শুরু করল তখন জো আর সহ্য করতে পারল না। সে অরলিককে ধরে আচ্ছামতো পিটুনি লাগাল। অরলিকের গায়ে যতই শক্তি থাকুক না কেন সে জোর সঙ্গে পেরে উঠল না। মার খেয়ে অরলিক কামারশালার এক

কোনায় বসে ধুঁকতে লাগল।

এদিকে মিস হ্যাভিশামের বাড়ি পৌঁছে পিপ দরজার ঘণ্টি বাজাল। একটু পরে মিস হ্যাভিশামের একজন দরিদ্র আত্মীয় এসে গেট খুলে দিল। এস্টেলার তাহলে কী হলো? এটা ভেবে পিপ কিছুটা হতাশ হলো।

পিপ বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে দেখল, সব কিছুই ঠিক আগের মতোই আছে শুধু এস্টেলাকে কোথাও দেখা গেল না।

মিস হ্যাভিশাম পিপ কেন এখানে এসেছে তা জিজ্ঞেস করলেন।

পিপ বলল, 'আমি শুধু আপনাকে জানাতে এসেছি যে আমার কামারশালায় কাজকর্ম বেশ ভালোভাবেই চলছে, আর আমি আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি।' এ কথা বলেই পিপ চারপাশ ঘুরে ঘুরে এস্টেলাকে খুঁজতে লাগল।

মিস হ্যাভিশাম সব বুঝতে পারলেন, মুখে একটু মৃদু হাসি টেনে বললেন, 'কী ব্যাপার পিপ, তুমি কি এস্টেলাকে খুঁজছ?'

পিপ লজ্জায় লাল হয়ে বলল, 'আশা করি এস্টেলা ভালো আছে?'

মিস হ্যাভিশাম বললেন, 'সে এখন খুব ভালো আছে। বিদেশে একটা দামি রুচিশীল বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। উচ্চ বংশীয় ভদ্রমহিলা হওয়ার সব রকম নিয়ম-কানুন শিখে নিচ্ছে সেখানে সে। এস্টেলা আগের চাইতেও অনেক সুন্দরী হয়েছে, সেখানে অনেক ভক্ত জুটেছে তার।' এরপর মিস হ্যাভিশাম পিপের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'পিপ, তোমার কি মনে হয় তুমি এস্টেলাকে সারা জীবনের জন্য হারিয়ে ফেলেছ?'

পিপ এর কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইল।

মিস হ্যাভিশাম কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর পিপকে নীরবে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন। যাওয়ার সময় মিস হ্যাভিশাম পিপকে বললেন, 'তুমি তোমার আগামী জন্মদিনে আমার কাছে একবার এসো।'

পিপ নীরবে মাথা নিচু করে হ্যাভিশামের বাড়ি থেকে বের হয়ে এলো। কিন্তু অন্ধকার সেই বাড়ি থেকে বাইরের সূর্যালোকে বের এসেও ওর মনের বিষণ্ণতা দূর করতে পারল না।

শহরে মি. উপসলের সঙ্গে পিপের সাক্ষাৎ হলো। ওরা দুজন মিলে পাম্বলচুক

কাকার বাসায় গেল।

পাম্বলচুক কাকার বাসা থেকে বের হয়ে ওরা যখন বাড়ির পথ ধরল তখন রাত সাড়ে ৯টা। পিপ আর মি. উপসলে ওদের গাঁয়ের কাছাকাছি এসে রাস্তার পাশে অরলিককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। অরলিক জানাল সেও শহরে গিয়েছিল। ওদের দুজনের জন্য অপেক্ষা করছে একসঙ্গে বাড়ি ফিরবে বলে।

গাঁয়ের সরাইখানার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওরা লক্ষ করল সরাইখানার সবগুলো বাতি তখনো জ্বলছে, যদিও রাত তখন ১১টার বেশি। মি. উপসলে বিষয়টা কী জানার জন্য সরাইখানার ভেতরে ঢুকলেন।

কিছুক্ষণ পরেই তিনি দৌড়ে বাইরে এসে পিপকে বললেন, 'পিপ, তাড়াতাড়ি চল, তোমাদের বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

পিপের বুকের ভেতরটা একবারে ছ্যাঁৎ করে উঠল। পিপ ওর বোন আর বোন জামাইয়ের কথা ভেবে আতঙ্কিত হলো, শেষ পর্যন্ত তাদের কিছু হয়েছে কি না এটা ভেবে ওর ভেতরটা হিম হয়ে গেল। দ্রুত সবাই বাড়ির দিকে ছুটল।

বাড়ির পৌঁছে পিপ দেখে রান্নাঘরে অনেক লোকজন, জোও দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, প্রতিবেশী কয়েকজন মহিলাও দাঁড়িয়ে আছে। একজন ডাক্তারও এসেছেন। লোকজনের ভিড় ঠেলে সামনে এগোতেই পিপ দেখল ওর বোন অজ্ঞান হয়ে রান্নাঘরের মেঝেতে পড়ে আছে, মাথাটা কেটে গেছে, কাটা জায়গা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

জো যখন বাড়ির বাইরে ছিল তখন কে একজন বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে পিপের বোনের পেছন হতে মাথায় মারাত্মক জখম করে দ্রুত পালিয়ে গেছে।



ষোলো

মিসেস গার্গেরির আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে পুলিশি তদন্তে কিছুই মিলল না। ডাকাতির উদ্দেশ্যে কেউ যে আক্রমণ করেছে এ রকম কোনো সূত্রও পাওয়া গেল না। কারণ বাড়ির কোনো জায়গা থেকেই ডাকাতির কোনো আলামত পাওয়া গেল না। কিন্তু আক্রমণ যা দিয়ে করা হয়েছিল তার আলামত পাওয়া গেল। ভারী শক্ত কোনো কিছু দিয়ে হয়তো তাকে আঘাত করা হয়েছে। পাশেই পড়ে ছিল একটি লৌহ নির্মিত পায়ের বেড়ি, যা আসামিদের পায়ে পরানো হয়। পুলিশের ধারণা, আগের রাতে দুজন আসামি পালিয়েছে, তাদেরই একজনের পা থেকে হয়তো এটি খুলে গেছে। কিন্তু জো তা মনে করল না, কারণ আসামি দুজন তো পালিয়েছে বেশ আগে, কিন্তু এ ঘটনা তো ঘটেছে অল্প কিছুক্ষণ আগে, ওই ঘটনার সঙ্গে এর কোনো মিল খুঁজে পেল না জো।

পিপ কিন্তু বিষয়টি অন্যদিকে থেকে চিন্তা করল, গির্জার কবরস্থানে দেখা দুই নম্বর আসামির কথা তার এ মুহূর্তে মনে হলো। এ ছাড়া সেদিন সরাইখানায় দেখা অদ্ভুত সেই লোকটি, যে জোকে মদপানের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সে কিংবা অরলিক–দুজনের মধ্যে যেকোনো একজন হয়তো ওর বোনের মাথায় আঘাত করেছে।

আঘাতপ্রাপ্তির পর থেকে পিপের বোন প্রায় চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ল বলা চলে। চোখে সে ভালো দেখতে পায় না, কানেও ঠিকমতো শুনতে পায় না, স্মৃতিশক্তিও লোপ পেয়েছে অনেক, কথা বলার শক্তিও প্রায় হারিয়ে ফলেছে। কোনো কিছু বলতে চাইলে তার সামনে একটি লেখার শ্লেট এগিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে সে তার মনোভাব প্রকাশ করে। এ ছাড়া সবচেয়ে যে বড় পরিবর্তন তার মধ্যে এলো তা হলো এই আঘাতপ্রাপ্তির পর থেকে জো, পিপ কারো সঙ্গেই সে আর রাগারাগি করে না, মেজাজ গরম করে না। ওর বোনের এই সহ্য ক্ষমতা দেখে পিপ একেবারে অবাক হয়ে গেল। তবে এ সময় তাকে দেখাশোনা করার জন্য একজন লোকের প্রয়োজন হলো। সে সারাক্ষণ বাড়িতে থাকতে পারবে এবং

পিপের বোনের সব রকম কাজে সহায়তা করতে পারবে। শেষ পর্যন্ত পিপের শিক্ষকের ভাইয়ের মেয়ে বিডি এই কাজের ভার গ্রহণ করল।

এরই মাঝে অদ্ভুত একটা বিষয় লক্ষ করা গেল পিপের বোনের আচরণে। সে শ্লেট হাতে নিয়ে বারবার একটা হাতুড়ি আঁকার চেষ্টা করে এবং মাঝেমধ্যে এঁকে দেখায়। হাতুড়ি হাতে নেওয়া একটা লোকের ছবিও আঁকতে চেষ্টা করে। দেখে মনে হয় সে অরলিকের অবয়ব আঁকতে চেষ্টা করছে। মস্তিষ্কে আঘাতজনিত কারণে সে অরলিকের নামটা ভুলে গেছে বলে লিখতে পারছে না। পিপের ধারণা তার বোন অরলিকের দ্বারাই আক্রান্ত হয়েছিল সেদিন। কিন্তু পিপ সবচেয়ে বেশি অবাক হলো যখন দেখল ওর বোন পিপের সঙ্গে সব সময় ভালো আচরণ করছে এবং তার দিকে খুশির চোখে তাকাচ্ছে সর্বদা। যখনই পিপ ওর বোনের সামনে আসে তখনই ওর বোন রেগে না গিয়ে প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে তাকায়।



সতেরো

জন্মদিন উপলক্ষে পিপ আরেকবার মিস হাভিশামের সঙ্গে দেখা করতে গেল। পিপ দেখল আগের মতোই সারাপকেট গেট খুলে দিল। এস্টেলা এখনো তার কর্মস্থল অর্থাৎ শিক্ষাঙ্গন হতে ফিরে আসেনি। মিস হাভিশাম পিপকে একটি শিলিং প্রদান করলেন, পিপ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা গ্রহণ করল। এরপর পিপ প্রতিবারই তার জন্মদিনে মিস হাভিশামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অনুমতি নিল।

এরই মধ্যে বিডি ও পিপের মধ্যে একটা চমৎকার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। বিডি এখন পিপের লেখাপড়াও কিছুটা তদারকি করে। পিপ বিডিকে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে এবং সে যে ভদ্রলোক হতে চায় এই আকাঙ্ক্ষার কথা সে বিডিকে অকপটে বলে। বিডি জানে না পিপের এই আকাঙ্ক্ষা কীভাবে পূরণ হবে। পিপ বিডিকে বলে, সে সর্বদা অসুখী, নিজেকে বড়ই অসহায় এবং নীচু মানের মানুষ বলে মনে হয়। নিজের ওপর কোনো রকম আস্থাই নেই তার। এস্টেলা কর্তৃক তাকে অবহেলা করার লজ্জাকর বিষয়টিও বিডির কাছে অকপটে প্রকাশ করেছে। বিডিও পিপের এই আকাঙ্ক্ষাকে মনে-প্রাণে সমর্থন করে।

এভাবেই সময় গড়িয়ে যেতে লাগল। পিপ জোর কামারশালায় যথারীতি মনোযোগ সহকারে তার কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। পিপের একঘেয়ে নিরানন্দ দিনগুলো এভাবেই কাটতে লাগল।

এরই মাঝে পিপ বিডির মাঝে একটা পরিবর্তন লক্ষ করল। সে এস্টেলার মতো ততটা সুন্দরী না হলেও তার আচার-আচরণ ছিল খুবই ভালো। প্রতিদিনই সন্ধ্যাবেলায় দুজন বই নিয়ে পড়তে বসত। বিডি যখন সেলাই নিয়ে ব্যস্ত থাকত তখন পিপ তাকে জোর করে বই পড়ে শোনাত। পিপ তার রোজগারের সব অর্থ বই কেনায় ব্যয় করতে লাগল। বিডিকে পিপ পছন্দ করলেও আসলে তার মন জুড়ে ছিল এস্টেলার ছবি, সে ছবি কিছুতেই পিপ মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না।

একদিন রবিবারে বিডি আর পিপ একসঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছে। গ্রীষ্মকালীন চমৎকার দিন। কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ানোর পর ওরা একটা গাছের নিচে বসে কথা বলতে লাগল। পিপ তার অজান্তেই বিডির কাছে ওর মনের সকল কথা অর্থাৎ ও যে পুরোপুরি একজন ভদ্রলোক হতে চায় তা বলে ফেলল। এস্টেলার কথাও বলল।

বিডি ওর সব কথা শুনে অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। পিপ বলল, এর পর থেকে ওর মনের সব কথা সে বিডিকে বলবে।

এরপর ওদের দুজনের মধ্যে খুব একটা বাক্যালাপ হলো না, একটু পরে ওরা দুজন উঠে বাড়ির দিকে রওনা হলো। কিছুদূর যেতেই পথে অরলিকের সঙ্গে দেখা। অরলিক ওদের দুজনকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'দুজনে মিলে কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

পিপ বিরক্ত হয়ে বলল, বাড়ির দিকে যাচ্ছে ওরা। অরলিকও ওদের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। অরলিকের প্রস্তাব শুনে বিডি চুপি চুপি পিপকে বলল, 'একে আমাদের সঙ্গে নিও না, কারণ ও লোকটাকে আমি দু' চোখে দেখতে পারি না।'

পিপ অরলিকের দিকে ফিরে বলল, 'তোমাকে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে না, বাড়ির পথ আমরা ভালো করেই চিনি।'

অরলিক এ কথায় খ্যাক খ্যাক করে জন্তুর মতো হেসে উঠল। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর বিডি আর পিপের পিছে পিছে আসতে লাগল।

অরলিককে কেন দেখতে পারে না এ কথা জিজ্ঞেস করতেই বিডি জানাল লোকটা বড়ই হ্যাংলা, সর্বদা তার পিছে ঘুর ঘুর করে। মনে হয় ওকে মনে ধরেছে তার অথচ বিডি তাকে মোটেই পছন্দ করে না।

অরলিককে পিপও বরাবরই অপছন্দ করত। এ ঘটনার পর থেকে পিপের চোখে ও আরো সন্দেহভাজন হয়ে উঠল। আরো বেশি বিরূপ হলো পিপ ওর প্রতি।

পিপের মাঝে মাঝে মনে হতো, অরলিকই সম্ভবত ওর বোনকে সেদিন আক্রমণ করেছিল। আর অরলিক যে প্রথম দিন থেকেই পিপের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এসেছে এ বিষয়ে ওর মনে কোনোই সন্দেহ ছিল না।



আঠারো

দীর্ঘ চার বছর পিপ আন্তরিকতার সঙ্গে জোর কামারশালায় কাজ করল। এরই মাঝে একদিন একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটল।

দিনটা ছিল শনিবার। জো আর পিপ দুজন ওদের গ্রামের সরাইখানায় বসে ছিল। গ্রামে আরো অনেকেই সেখানে ছিল। মি. উপসলে সবাইকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে হঠাৎ করেই একজন অচেনা লোক এসে উপস্থিত হলেন। বোঝা গেল লোকটা এখানকার স্থানীয় নন, বিদেশি। মি. উপসলের কাগজ পড়া শেষ হলে আগন্তক ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, 'এখানে জো বলে কেউ আছে নাকি, যার একটা কামারশালা আছে?'

পিপের বোন জামাই জো দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিল। লোকটি আবার বললেন, 'এখানে আপনার কামারশালার কর্মী পিপ আছে কি?'

পিপ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিল। এবার ভদ্রলোকের দিকে তাকাতেই পিপ তাকে চিনতে পারল। অনেক দিন আগে এই ভদ্রলোকের সঙ্গেই পিপের দেখা হয়েছিল মিস হাভিশামের বাড়িতে। পিপ যখন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিল তখন ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিলেন।

ভদ্রলোক জো আর পিপকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনাদের দুজনের সঙ্গেই আমার গোপনীয় কথা আছে, চলুন আপনাদের বাড়ি যাই।'

বাড়ি পৌঁছে ওরা ওদের বসার ঘরে বসল। ভদ্রলোক আরামে বসে বলতে শুরু করলেন, 'আমি একজন উকিল, লন্ডনে আইন ব্যবসা করি। আমার নাম জ্যাগার্স। আমার মক্কেল আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন। মি. জো, আপনি কি পিপকে আপনার কামারশালার কাজ হতে অব্যাহতি দেবেন?'

জো বলল, 'পিপের যাতে মঙ্গল হয় এটাই আমি চাই, এর জন্য আমাকে কোনো অর্থ প্রদান করতে হবে না।'

এরপর ভদ্রলোক পিপের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যুবকের জন্য এরপর খুলে যাবে অসীম সম্ভাবনায় দুয়ার। এবার অনেক কিছু আশা পরতে পারবে সে। খুব তাড়াতাড়ি সে অনেক সহায়-সম্পত্তির মালিক হবে। আমার মক্কেলের ইচ্ছা সে যেন অতি দ্রুত কামারশালার কাজ ছেড়ে দিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তাকে শিক্ষা গ্রহণ করে উঁচুমানের ভদ্রলোক হতে হবে।'

আশা আর আনন্দে পিপের হৃদয়টা নেচে উঠল ভদ্রলোকের কথা শুনে।

ভদ্রলোক বললেন, 'তবে আরো কিছু শর্ত আছে। তুমি কখনোই তোমার এই পিপ নামটি বদলাতে পারবে না। আর তোমাকে যে ব্যক্তি সাহায্য করছে তার নাম জানার চেষ্টা করবে না, ঠিক আছে?' পিপ ভদ্রলোকের কথায় মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার মক্কেল আমাকে তোমার অভিভাবক নিযুক্ত করেছেন। একজন ভালো শিক্ষকও তোমার জন্য ঠিক করে দিতে বলেছেন। আমি ইতিমধ্যে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। মি. ম্যাথুপকেট তোমাকে সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করবেন। তুমি কি ওর নাম জানো?'

পিপ মি. ম্যাথু পকেটের নাম জানত, কারণ মি. পকেট তখন ভালো শিক্ষক হিসেবে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। আর মি. পকেট যে হাভিশামের আত্মীয় তাও সে জানে।

মি. জ্যাগার্স পিপকে জানাল, তাকে এখন থেকে লন্ডনে মি. ম্যাথু পকেটের বাড়িতে থাকতে হবে, তবে প্রথমেই সেখানে গিয়ে পিপকে মি. পকেটের ছেলের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এরপর মি. জ্যাগার্স পিপ কবে নাগাদ লন্ডন যাবে তা জানতে চাইলেন।

প্রয়োজন হলে পিপ এক্ষুনি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত এমন অভিমত প্রকাশ করল।

মি. জ্যাগার্স বললেন, 'ঠিক আছে পিপ, তুমি আগামী সপ্তাহের ঠিক এই দিনে লন্ডন যাবে। নতুন কিছু জামাকাপড় কেনার জন্য আপাতত তোমাকে ২০ পাউন্ড দিয়ে যাচ্ছি।'

এরপর ভদ্রলোক পিপের হাতে ২০ পাউন্ড তুলে দিয়ে বিদায় নিলেন।

পিপ এবার তার পুরনো আবাসস্থল ছেড়ে লন্ডনে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল। মি. জ্যাগার্স পিপের জামাকাপড় তৈরির জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি অর্থই তার হাতে দিয়েছিলেন। পিপের কামারশালার কাজ ছেড়ে দেওয়া

হেতু মি. জ্যাগার্স জোকেও মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জো সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ পিপকে সে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে। পিপের উন্নতি যে তারই উন্নতি এমন কথা জো মি. জ্যাগার্সকে বলেছে, পিপের উন্নতিতে সেই সবচেয়ে বেশি খুশি হবে, এ কথাও বলেছে।

পিপ বিডি ও তার বোনকেও তার অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের কথা বলেছে। পিপ লক্ষ করেছে, আনন্দের চাইতে বিডি ও তার বোনের চোখে- মুখে একটা বিষাদের ছায়া, এটি হয়তো পিপ তাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে এ কারণেই। পিপের বোন এ ব্যাপারে কিছুই অনুধাবন করতে পারল না, আসলে শেষ পর্যন্ত কী ঘটতে যাচ্ছে সে বিষয়েও কোনো কিছু বুঝতে পারল না সে।

জো সামনে এগিয়ে এসে বিডিকে উদ্দেশ্য করে বলল, জানো বিডি, আমাদের পিপ এখন সত্যিকারের শিক্ষিত ভদ্রলোক হতে যাচ্ছে।

বিডি তখন সেলাই করছিল, হাতের সেলাই নামিয়ে রেখে এক দৃষ্টিতে পিপের মুখে দিকে তাকিয়ে রইল। জো নিজেই তখন পিপের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রাথমিক চমকটা কেটে যাওয়ার পরই দুজন বলল, ওরা পিপের এই আনন্দ সংবাদে খুবই খুশি হয়েছে, কিন্তু ওদের বোনের মুখ থেকে বিষাদের ছায়া দূর হলো না। এটি যে আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়া তা বুঝতে পারল পিপ, মনটা ওর ভার হয়ে রইল। তবুও পিপ ওর মুখের বিষণ্নতা দূরে সরিয়ে মুখে একটু হাসি টেনে বলল আগামী শনিবার আর এখানে থাকবে না সে, শনিবার আসতেও আর বেশি বাকি নেই।

জো তার বিষণ্ন গলায় পিপের মতোই বলল, 'হ্যাঁ, দিনটি আসতে আর বেশি বাকি নেই।'

বিডিও বিড়বিড় করল, 'আর বেশি বাকি নেই।'

পিপ তার পুরনো বিছানায় শুয়ে শুধু এপাশ ওপাশ করতে লাগল। পূর্বের মতো বিছানাটা তার কাছ মোটেই আরামদায়ক মনে হলো না। খোলা জানালা দিয়ে

বাইরে তাকিয়ে দেখল, জোর পাইপের আগুন মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে, পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বিডি। জোর পাইপের ধোঁয়াগুলোও যেন আজ পিপের কাছ আশীর্বাদের মতো মনে হচ্ছে।



উনিশ

পরদিন উৎফুল্ল ঘুম থেকে জাগল পিপ। সকালের নাশতা শেষে জো আর পিপ দুজনে মিলে পিপের কামারশালায় নিয়োগের চুক্তিপত্রটা আগুনে পুড়িয়ে ফেলল।

পিপ নিজের ভালো জামাকাপড় আপাতত যা আছে তা পরিধান করে শহরের দর্জির দোকানের উদ্দেশে যাত্রা করল। দর্জি মি. ট্যাবের কাছে গিয়ে ওর জন্য দামি জামাকাপড়ের অর্ডার দিল। দর্জি ওর পছন্দমাফিক কাপড় নির্বাচন করে মাপজোক নিল।

দর্জির দোকানের কাজ শেষ হলে পিপ হ্যাটের দোকানে গিয়ে হ্যাট ক্রয় করল। এরপর জুতোর দোকানে গিয়ে কিনল জুতো। এই সব কেনাকাটা সমাপ্ত করার পর আগামী শনিবার সকালে লন্ডনগামী একটি কোচের টিকেট কিনল।

এরপর পিপ পাম্বলচুক কাকার ওখানে গেল। পাম্বলচুক কাকা পিপের সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলেন এবং উৎফুল্ল চিত্তে অভিনন্দন জানালেন। শনিবারের আগের দিনগুলো যেন একটা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। পিপের দিনগুলো কীভাবে যে উড়ে গেল টেরও পেল না সে।

যাত্রার আগের দিন অর্থাৎ শুক্রবার, পিপ মিস হাভিশামের বাড়িতে গেল নতুন তৈরি করা জামাকাপড় পরে। দরজায় টোকা দিতেই পূর্বের মতোই সারাপকেট এসে গেট খুলে দিল। পিপের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে সারাপকেট বলল, 'তুমি? কী ব্যাপার? একেবারে নতুন সাজ দেখছি, ব্যাপার কী?'

পিপ বলল, আগামীকাল সে লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করছে এবং এ জন্য মিস হাভিশামের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছে।

মিস হাভিশাম তখন তার রুমে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটাচলা করছিলেন। পিপ বলল, 'ম্যাডাম, আমি আগামীকাল লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করছি।'

সব কিছু শুনে মিস হাভিশাম বললেন, 'আমি মি. জ্যাগার্সের সকল বিষয় শুনেছি

এবং তুমি যে লন্ডনে যাত্রা করছ তাও আমি জানি। একজন খুব ধনী মানুষ যে তোমাকে সহায়তা করছে তাও জানি। বলো, ঠিক বলেছি কি না?'

পিপ সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল।

মিস হাভিশাম বললেন, 'যিনি তোমাকে সাহায্য করছেন তার নাম জানো না, তাই না?'

পিপ স্বীকার করল।

'আর এখন থেকে মি. জ্যাগার্স তোমার অভিভাবক, তাই তো?'

পিপ সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল।

মিস হাভিশাম একবার সারা ও একবার পিপের দিকে তাকালেন। পিপ দেখল সারার চোখে-মুখে যেন কেমন ঈর্ষার ছায়া। মিস হাভিশাম বললেন, 'পিপ, তুমি তোমার নাম কখনোই পাল্টাবে না কিন্তু, তোমার নাম সর্বদা পিপই থাকবে।'

পিপ মাথা নেড়ে সায় দিল।

মিস হাভিশাম ক্রাচে ভর দিয়ে একটু ঝুঁকে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। পিপ হাঁটুতে ভর দিয়ে তার হাতটা টেনে নিয়ে চুমু খেল। পিপ ভাবল একজন মাকে সে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে যাচ্ছে। মিস হাভিশাম তার বিয়ের দিনের পুরনো কেকের সামনে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভোর ৫টায় পিপ গ্রাম ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুতি নিল, কারণ লন্ডনগামী কোচ গ্রামের শেষ প্রান্ত থেকে ভোর ৫টায় ছেড়ে যায়।

জো পিপের সঙ্গে আসতে চেয়েছিল কিন্তু পিপ একটু সংকোচের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল। পিপ বলল, এটুকু রাস্তা সে একাই হেঁটে যেতে চায়। হয়তো পিপের ভদ্রলোক হয়ে ওঠার মনোভাবই জোকে তার সঙ্গে আসতে বাধা দিল।

পিপ ভাবল জো তার সঙ্গে হেঁটে গেলে সে কিছুটা লজ্জা পাবে। তবুও জো তার সঙ্গে হেঁটে গেল স্টেশন পর্যন্ত।

ওই দিন ভোরে বিডি পিপের জন্য সকালের নাশতা তৈরি করেছিল। মানসিক উত্তেজনার কারণে পিপ ভালো করে কিছুই খেতে পারেনি। পিপের মনে আনন্দ ও বেদনা দুটোই একসঙ্গে ভিড় করে আসছিল। পিপ ভাবল, এই জো আর বিডি দুজন সহজ-সরল মানুষ তাকে সত্যি মনে-প্রাণে ভালোবাসে।

গাঁয়ের শেষ মাথা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে পিপ কোচে আরোহণ করল। কী পরিচ্ছন্ন নির্মল এই গ্রাম, ভাবল পিপ। পিপ ভাবল, লন্ডনে গিয়ে সে কী আর এমন সহজ সুন্দর জায়গা পাবে কি জোর মতো আপন মানুষ কিংবা বিডির মতো সহজ-সরল আন্তরিক কোনো হৃদয়? সেই বিশাল শহরে এদের মতো আর কেউ কি আপন হবে! এসব ভাবতে ভাবতে পিপের দু' চোখে অশ্রু দেখা দিল।



বিশ

পাঁচ ঘণ্টা দীর্ঘ যাত্রা শেষে লন্ডনে পৌঁছল পিপ। বিশাল এ শহরের বিস্তার দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে গেল সে। তার স্বপ্নের শহরের নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন চেহারা দেখে দমে গেল। সে একটা ভাড়াটে ছ্যাকরা গাড়িতে করে মি. জ্যাগার্সের বাড়ির দরজায় এসে হাজির হলো। মি. জ্যাগার্সের অফিসকক্ষে প্রবেশ করে জানল তিনি ভেতরে আছেন। পিপ মি. জ্যাগার্সের ফিরে আসার অপেক্ষায় বসে রইল। রুমটাতে একটিমাত্র ভেন্টিলেটর, স্থানটি কোর্ট এলাকা। কিছুক্ষণ পরে মি. জ্যাগার্স তার নিজস্ব কামরা থেকে বাইরে এলেন, সঙ্গে তার মক্কেলবৃন্দ। তিনি এসেই তার মুহুরি ওয়েমিকের সঙ্গে পিপের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

পিপকে দেখিয়ে মি. জ্যাগার্স ওয়েমিককে বললেন, 'মি. ওয়েমিক, আপনি এই যুবককে হার্বটপকেটের কক্ষটা দেখিয়ে দিন।' এরপর জ্যাগার্স পিপের দিকে ফিরে বললেন, 'হার্বার্ট হচ্ছে মি. ম্যাথুপকেটের ছেলে। তুমি শনি ও রবিবারটা ওর সঙ্গেই কাটাবে। হার্বার্ট তোমাকে পুরো লন্ডন শহরটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাবে। এরপর তুমি ম্যাথুপকেটের ওখানে যাবে এবং তার বাসায় থাকবে। তিনি তোমার পড়াশোনার সকল দায়িত্ব নেবেন এবং তোমাকে পড়াবেন, শেখাবেন। তার কাছে আশা করি তোমার কোনো অসুবিধাই হবে না।'

পিপ ওয়েমিকের সঙ্গে হার্বাটের বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।



একুশ

খুবই জনবহুল লন্ডন শহরের পথঘাট। মি. ওয়েমিক অত্যন্ত চুপচাপ স্বভাবে মানুষ, কথাবার্তা খুব একটা বলেন না। রোগাটে ধরনের ছোটখাটো মানুষটি, বয়স পঞ্চাশের কোঠায় পৌঁছেছে। চোখ দুটো তার খুবই উজ্জ্বল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে পিপের মনে হলো মানুষটির চোখকে ফাঁকি দেওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। কোনো কিছুই হয়তো তার দৃষ্টি এড়ায় না।

চলতে চলতে মি. ওয়েমিক পিপকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পিপ, তুমি কি এর আগে কখনো লন্ডনে এসেছ?'

পিপ জানাল সে এর আগে কখনো লন্ডনে আসেনি। কিছুক্ষণ পরে মি. ওয়েমিক বললেন, 'পিপ, এই শহর বড় খারাপ, এখানে তুমি প্রতারণা, ডাকাতি, খুনজখম, রাহাজানি সব কিছুরই সাক্ষাৎ পাবে।'

কথা বলতে বলতেই তারা বার্নাড ইন-এ এসে হাজির হলো। হার্বার্টপকেট এটা। পুরনো বাড়ির সর্বোচ্চ তলার একটি ছোট ঘরে থাকে। বাড়িটি বেশ পুরনো, নোনা ধরা দেয়াল। সিঁড়িটাও কেমন যেন এবড়োখেবড়ো, ভাঙাচোরা। পিপ ও ওয়েমিক ওপরে উঠে দেখে, দরজায় বড় বড় অক্ষরে হার্বার্টের নাম লেখা আছে। দরজাটা বন্ধ, দরজার একপাশে এক টুকরা কাগজ সাঁটা আছে, তাতে লেখা–'আমি বাইরে আছি, অপেক্ষা করুন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরব।' মি. ওয়েমিক পিপকে বললেন, 'হার্বার্ট হয়তো অল্প কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসবে, এবার তাহলে আমি আসি।' ওয়েমিক চলে গেলেন। ওয়েমিক চলে যাওয়ার পরেও পিপ প্রায় আধাঘণ্টা ধরে সেখানে একা একা দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে পিপ দেখল একটি যুবক হাঁপাতে হাঁপাতে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছে। তার দু হাতেই কাগজের ব্যাগ, ব্যাগগুলোতে নানা জিনিসপত্র আর কিছু ফল। যুবকটি ওপরে উঠে পিপের সামনে দাঁড়িয়েই বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই মি. পিপ?'

পিপও পাল্টা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি নিশ্চয়ই হার্বার্টপকেট?'

হার্বার্ট মাথা নাড়ল এবং তার দেরির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল। হার্বার্ট ভেবেছিল পিপ হয়তো ভোরের কোচে না এসে তার পরের কোচে আসবে। আর বাইরে বের হয়ে জিনিসপত্র কিনতে যে এত সময় ব্যয় হবে সে ভাবতে পারেনি।

পিপ হার্বার্টের হাত থেকে ব্যাগগুলো নিল। হার্বার্ট এবার দরজা খুলে তাকে ভেতরে ঢোকার আহ্বান জানাল। পিপ ঘরে ঢুকতেই হার্বার্ট বলল, 'আমার বাবার ইচ্ছে হলো যে, তুমি প্রতি শনি ও রবিবার আমার কাছে থাকবে। আমি তোমাকে লন্ডন শহরের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখাব। তুমি রাজি তো?'

পিপ সানন্দে রাজি হলো। হার্বার্টকে খুবই ভালো লেগে গেল পিপের। খুবই খোলামেলা স্বভাবের মানুষ ও। কোনো রকম লুকোছাপা, চালাকি কিংবা শঠতার চিহ্নমাত্র ওর মাঝে নেই। পিপ হার্বার্টের ঘরের অন্ধিসন্ধি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খেয়াল করছে দেখে হার্বার্ট সহজ-সরল সুরে বলল, 'আমার মাঝে কোনো রকম বিলাসিতা পাবে না ভাই। আমার এখানে আরাম-আয়েশের ভালো রকম কোনো ব্যবস্থাও নেই। খুবই সাদাসিধে জীবন যাপন করি আমি। এটা হলো আমার বসার ঘর। এখানে চেয়ার-টেবিল যা দেখছ সবই আমি আমার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি। আমি বর্তমানে একটা চাকরি খুঁজছি, আশা করি অচিরেই পেয়ে যাব। বাবার কাছ থেকে মোটা দাগের কোনো সাহায্য পাব সে আশা নেই। অবশ্য আমার বাবা যদি আমাকে সাহায্য করতেও চান, আমি সেটা গ্রহণ করব না।' অল্প সময়ে অনেক কথা বলল সে, তড়িঘড়ি অনেক কিছুর বিবরণ দেওয়ার পর একটু থাকল। পিপ হাসি হাসি মুখে ওর দিকে তাকিয়ে চুপচাপ সব শুনতে থাকল। একটু বিরতি দিয়ে হার্বার্ট আবার শুরু করল, 'এই হচ্ছে আমার শোয়ার ঘর। এই খাটটি হচ্ছে তোমার আর এটি হচ্ছে আমার এগুলো খুব দামি আসবাব নয়, তবে আমাদের দুজনের দিব্যি চলে যাবে, কোনো রকম অসুবিধা হবে না আশা করি। এসবেই আমার কাজ চলে যায় মোটামুটি, আশা করি তোমারও কোনো অসুবিধা হবে না ভাই, কি বলো?'

এরপর কিছুক্ষণ পিপের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হার্বার্ট। তার পরই তার চোখে-মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। পিছিয়ে গিয়ে পিপের দিকে তাকিয়ে সে চিৎকার করে বলল, 'আ রে ভাই পিপ, আমি তো তোমাকে পূর্ব থেকেই চিনি। তোমার সঙ্গেই আমার কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। মিস হাভিশামের বাড়িতে। কী মজার কাণ্ড বলো দেখি।'



বাইশ

পিপও এবার হার্বার্টের দিকে ভালো করে তাকিয়ে চিনতে পারল। ছোটবেলার সেই অহেতুক কুস্তি বিষয়টি মনে করে দুজনেই সশব্দে হেসে উঠল।

হার্বার্ট বলল, 'কত আগের কথা অথচ মনে হয় সেদিনের ব্যাপার। সে সময় তুমিও ছিলে অসহায়ই বলা যায়, তোমার এই সৌভাগ্যের দরজা তোমার সামনে খোলেনি তখনো, আর আমিও কুহকিনী আশায় মায়াজালে আটকা পড়ে ছিলাম।'

'কীসের আশা?' প্রশ্ন করল পিপ।

হার্বার্ট বিস্তারিত বলল পিপকে। 'মিস হাভিশানের সঙ্গে আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। মিস হাভিশামও আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তার বাড়িতে, উদ্দেশ্য আমাকে তিনি দেখবেন এবং কোনো একটা সিদ্ধান্তে আসবেন। তিনি যদি শেষাবধি আমাকে পছন্দ করতেন তাহলে হয়তো তিনি আমাকে কিছু আর্থিক সহায়তাসহ এস্টেলাকে আমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে জড়িয়ে দিতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে মিস হাভিশামের পছন্দ হয়নি। আমি অবশ্য এ জন্য কখনোই মিস হাভিশামকে দোষারোপ করিনি।'

এরপর পিপ আর বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারল না, কীসের যেন একটা তাড়া অনুভব করতে লাগল সে ভেতরে ভেতরে। সেই তাড়নার বলেই সে হার্বার্টকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'তুমি কি এস্টেলার ব্যাপারে নিরাশ হওনি?'

হাবার্ট জানাল সে এ ব্যাপারে মোটেই নিরাশ হয়নি কারণ এস্টেলা ছিল খুবই অহংকারী মেয়ে, তার স্বভাবটাও ছিল কেমন যেন কাঠখোট্টা টাইপের। পুরুষমানুষের সঙ্গে খারাপ ও নিষ্ঠুর আচরণ করার মতো মানুষ হিসেবেই তাকে গড়েছেন মিস হাভিশাম। পিপ অবাক হলো এ কথা শুনে এবং এর কারণ জিজ্ঞেস করতেই হার্বার্ট বলল, 'মিস হাভিশাম পুরুষ জাতকেই মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। কেন পিপ, তুমি কি তার এই সব অদ্ভুত আচরণ সম্পর্কে কিছুই জানো

না?’

পিপ মাথা নেড়ে বলল, সে এসব ব্যাপার কিছুই জানে না। পিপ এ ব্যাপারে জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতেই হার্বার্ট বলল, ‘সে এক দীর্ঘ কাহিনি। অনেক সময় লাগবে বলতে। একটা হোটেল থেকে আমাদের খাবার আসে এসব ব্যবস্থা মি. জ্যাগর্সই করে দিয়েছেন। খেতে খেতে মিস হাভিশামের সব কথাই তোমাকে বলব।’

পিপ এবার হার্বার্টের কাছে জানতে চাইল, ‘এস্টেলা আসলে কে? সে হাভিশামের মেয়ে কিনা?’

হার্বার্ট বলল, ‘হাভিশাম ও এস্টেলার মধ্যে কোনো রকম আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। খুবই ছোটবেলা থেকে এস্টেলাকে এনে তিনি লালন-পালন করছেন। মিস হাভিশামের কাছেই ছোটবেলা থেকে আছে সে।’

এস্টেলার মা-বাবা কোথায়? জানতে চাইল পিপ। হার্বার্ট মাথা নেড়ে বলল, ‘আমি তাদের সম্পর্কে কিছুই জানি না। কেউ জানে না। আমার মনে হয় এস্টেলার মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই।’

কিছুক্ষণ পরে হোটেল থেকে খাবার এসে পৌঁছল। খুবই সাধারণ খাবার, কিন্তু খুবই পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করল দুজন। আসলে দুজনেরই খিদে পেয়েছিল খুব।

হার্বার্টকে পিপের এত ভালো লেগে গেল যে, সে তার জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নের কথা সবই প্রকাশ করে দিল তার কাছে।

খাওয়াদাওয়া শেষে হার্বার্ট মিস হাভিশামের জীবনের আর্শ্চয সেই কাহিনি বর্ণনা করল।

মিস হাভিশামের পরিবার ছিল খুবই ধনী আর প্রচুর টাকা-পয়সা ছিল তাদের। কিন্তু মিস হাভিশামের বাবা ছিলেন খুবই বদমেজাজি আর অহংকারী। খুবই কঠিন স্বভাবের মানুষ ছিলেন তিনি। তবে তার শিশুকন্যাকে সব কিছুই তিনি প্রদান করেছিলেন। কোনো রকম শাসনের বালাই ছিল না এই মেয়ের ব্যাপারে। অতিরিক্ত আদর ও বিলাসিতার মাঝে বেড়ে উঠতে থাকেন মিস হাভিশাম।

‘ওর আর কোনো ভাই-বোন ছিল না?’ জিজ্ঞেস করল পিপ।

‘একটি সৎভাই ছিল, একবারে যাকে বলে অকর্মা আর অপদার্থ। বৈষয়িক কাজকর্মে তার কোনো মনোযোগ ছিল না। উশৃঙ্খল স্বভাবের এই সৎভাইটি শুধু

পানির মতো টাকা খরচ করত আজেবাজে কর্মে।'

পিতার মৃত্যুর পর বিপুল সম্পত্তির মালিক হলেন মিস হাভিশাম আর ওর অপদার্থ সৎভাইটি। অপদার্থ ভাইটি দু' দিনেই তার অংশের সকল সম্পদ ও টাকা-পয়সা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল নানা খারাপ কর্মে। এরই মধ্যে মিস হাভিশাম তার ভাইয়ের এক বন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। বন্ধুটাও ছিল ওর সৎভাইয়ের মতো অপদার্থ আর উড়নচণ্ডি স্বভাবের, ওর ভাইয়ের চাইতেও বন্ধুটি ছিল আরো বেশি খারাপ, স্বভাব-চরিত্রও ভালো ছিল না তার। আমার বাবা এই যুবকের অসৎ চরিত্রের কথা এবং কথা বলে বারবার সতর্ক করছিলেন মিস হাভিশামকে। কিন্তু হাভিশাম আমার বাবার কথায় মোটেই কান দেননি। আমার বাবা তাকে সাবধান করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হলো।

মৃদু হেসে হার্বার্ট বলল, লোকে বলে প্রেমের দেবতা নাকি অন্ধ, হয়তো তাই। সে যাই হোক, মিস হাভিশাম নিজে তো সতর্ক হলেনই না, অধিকন্তু বাবাকে তার বাড়িতে ঢুকতে নিষেধ করে দিলেন। আমার বাবাও এর পর থেকে ও বাড়িতে আর পা দেননি।

একসময় তার ভাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হলো এবং দিন ধার্য হলো বিয়ের। বিয়ের লগ্নে সবাই প্রস্তুত। অতিথিরা এসে হাজির হয়েছেন, পোশাক-আশাক উপহার-উপঢৌকন সকল কিছুই প্রস্তুত। মিস হাভিশাম বিয়ের কনে সেজে বসে আছেন, এখন শুধু বর আসার অপেক্ষা। নিমন্ত্রিত পাড়া-প্রতিবেশী অতিথিগণ সবাই অপেক্ষা করছে। বর এলেই বিবাহের শুভ কাজ শুরু হবে। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে থাকার পরেও বর এলো না। বর কোথায় যে উধাও হয়ে গেল এই শুভক্ষণে কেউ তা বলতে পারল না। ম্যাজিকের মতো যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল বর।

লজ্জায়, অপমানে, হতাশায় মিস হাভিশাম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সবাই তার প্রাণের মায়া ত্যাগই করেছিল বলা যায়, কিন্তু না, সে যাত্রায় রক্ষা পেলেন তিনি। সেরে উঠলেন, কিন্তু তার ভাঙা মন আর কোনো দিন জোড়া লাগেনি। সেই ঘটনার পর থেকে মিস হাভিশাম পুরুষ জাতটাকে ঘৃণা করতে লাগলেন। সমস্ত পুরুষ জাতি তার দু' চোখের বিষ হয়ে গেল। একটা বদ্ধ ঘরে নিজেকে আড়াল করে রাখলেন তিনি। তার পর থেকে আর কোনো দিন সূর্যের আলো চোখে দেখেননি। পিপ এখন তো বুঝতে পারলে কেন মিস হাভিশাম পুরুষজাতিকে দু' চোখে দেখতে পারেন না?'

পিপ বলল, 'সেটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু ওই লোকটা অর্থাৎ মিস হাভিশামের

ভাইয়ের বন্ধু তাকে বিয়ে করল না কেন? বিয়ে করলেই তো সে প্রচুর সহায়-সম্পদ ও টাকাকড়ির মালিক হতে পারত।'

হার্বার্ট বলল, 'আসলে বিষয়টা হলো ওই লোকটা পূর্বে নাকি আরেকটি বিয়ে করেছিল, সে স্ত্রী তার বর্তমান আছে।'

'আহা, বেচারি মিস হাভিশাম!' দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল পিপ।

হার্বার্ট বলল, 'তবে ভদ্রমহিলার প্রতি আমরা যতই সহানুভূতি দেখাই না কেন আসলে তার নিজেরও কিছু দোষত্রুটি ছিল। তা ছাড়া তার ওই বিয়ের ঘটনার পর থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পুরুষজাতিটার ওপর তিনি যে নির্মম আচরণ করছেন সেটার প্রশংসা করা যায় না। তার এই অস্বাভাবিক আচরণও মন থেকে গ্রহণ করা যায় না। তিনি শেষ পর্যন্ত এস্টেলার দ্বারা পুরুষগুলোর ওপর মানসিক আক্রমণ চালাতে চান আর সে জন্যই তিনি এস্টেলাকে তার নিজের আশ্রয়ে রেখে নিজের মতো করে গড়ে তুলেছেন। এস্টেলাও হাভিশামের মতোই কঠিন হৃদয় আর অহংকার আশ্রয় করে বেড়ে উঠছে।'

'ওই লোকটা কি আজও বেঁচে আছে আর মিস হাভিশামের ভাইয়েরই বা খবর কী?' জিজ্ঞেস করল পিপ।

হার্বার্ট বলল, 'ওদের কারো কোনো খবরই আমার জানা নেই। আর মিস হাভিশাম ও তার ভাই সম্পর্কে এবং তার বন্ধু সম্পর্কে আমার যেটুকু জানা আছে তাই তোমাকে বললাম।'

খাওয়াদাওয়া শেষ করে পিপ আর হার্বার্ট দুজন বেড়াতে বের হলো। নাট্যশালায় গিয়ে দুজন একটা নাটক উপভোগ করল।

পরদিন হার্বার্ট পিপকে নিয়ে গেল ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবি দেখাতে। আরো নানা স্থান ঘুরেফিরে বিকেলের দিকে ওরা হাইড পার্কে বেড়াতে এলো। পুরো বিষয়টাই খুবই উপভোগ করল পিপ। মনে হয় কতকাল যেন এমন অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেনি পিপ।

সোমবার দিন হার্বার্ট পিপকে হ্যামারস্মিথে ওর বাবার বাড়িতে নিয়ে গেল। পিপ যখন হার্বার্টের সঙ্গে ওর বাবার বাড়িতে পৌছল তখন পিপ প্রথমেই দেখতে পেল একদল ছেলে-মেয়ে ওর মায়ের পেছন পেছন ঘুরছে আর কলরব করছে। মিসেস পকেট খুবই ধৈর্যের সঙ্গে তাদের সকল আবদার মেটানোর চেষ্টা করছেন। মিসেস পকেটকে দেখে মনে হলো তিনি একজন আদর্শ মায়ের প্রতীক। সবার

প্রতিই তিনি অকাতরে সমান স্নেহ-মমতা বিতরণ করে চলেছেন। যেখানে ফ্রপসন ও মাইলারস নামে দুজন নার্সকেও দেখা গেল।

হার্বার্ট পরিবারের সবার সঙ্গে পিপকে পরিচয় করিয়ে দিল।

পিপের মনে হলো মি. পকেটের পরিবারটি একটি আদর্শ পরিবার। এরই মধ্যে মি. ম্যাথুপকেট বাড়ি ফিরে এলেন। পিপ তাকে দেখে একটু অবাকই হলো। তার মুখের দিকে তাকালে মনে হয় তিনি সর্বদাই কী যেন জটিল একটা বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছেন। মাথার ধূসর চুলগুলো এলোমেলো।



তেইশ

মি. পকেট পিপের দিকে তাকিয়ে বললেন, তিনি পিপকে দেখে খুবই খুশি হয়েছেন। মি. পকেট তার স্ত্রী বেলিন্দাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি আশা করি বেলিন্দা তুমিও পিপকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করবে।'

মিসেস পকেট তখন মনোযোগ দিয়ে একটি বই পড়ছিলেন। তিনি অন্যমনস্কভাবে পিপের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।

মি. পকেট এবার পিপকে একটি কক্ষের সামনে নিয়ে এলেন। কক্ষটি বেশ সাজানো-গোছানো। এ কক্ষটিকেই তিনি পিপের থাকার ঘর হিসেবে নির্দিষ্ট করলেন। মি. পকেট এ কক্ষের পাশেই আরো দুটি কক্ষের দরজায় টোকা দিলেন। দুটো কক্ষে তার আরো দুজন ছাত্র থাকে, একজনের নাম ড্রামল, অন্যজনের নাম স্টারটপ। স্টারটপকে প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে গেল পিপের। স্টারটপ খুবই সহজ-সরল, হাসিখুশি ও খোলামেলা স্বাভাবের। ঠিক হার্বার্টের মতোই তার আচার-আচরণ। খুবই সহানুভূতিশীল এই স্টারটপ। কিন্তু ড্রামল স্টারটপের বিপরীত। সে খুবই আত্মম্ভরী, অহংকারী আর কেমন যেন একটু স্বার্থপর স্বভাবের। ওর দিকে যতবারই তাকাল পিপ ততবারই ওর শুধু খারাপই লাগল।

মি. পকেট আসলে খুবই হৃদয়বান মানুষ। তার নিজের পরিবারটি বেশ বড়, সে তুলনায় তার আয়-উন্নতি কম। তাই তিনি নিজের বাড়িতে কিছু ছাত্র রেখে তাদের পড়ান। বিনিময়ে ছাত্ররা তাকে কিছু টাকা দেয়, এতে তার সংসারে কিছুটা উপকার সাধিত হয়।

মি. পকেট যে পিপকে ছাত্র হিসেবে তার বাড়িতে রাখতে রাজি হয়েছেন এ জন্য সে মি. পকেটের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। তবে হার্বার্টের ওখানেও পিপ তার নিজের জন্য একটি জায়গা রাখল।

খুবই কম পয়সার বিনিময়ে পিপ মি. পকেটের কাছে দীক্ষা নেওয়ার সুযোগ

পেল। মি. পকেট ক্যামব্রিজ থেকে ডিগ্রি নিয়েছেন, তিনি মিসেস পকেটকে বিয়ে করেছেন সেই বাল্যকালেই।

মি. ও মিসেস পকেটের একজন বিধবা প্রতিবেশী ছিল, মহিলার নাম মিসেস কোয়েলার। মহিলার ছিল একটু মোসাহেবি স্বভাব। তার হৃদয়টা ছিল দরদে পরিপূর্ণ, সবার প্রতিই ছিল তার সমান দরদ। অকাতরে সবার তরে মিষ্টি হাসি বিলাত এই মহিলা।

সন্ধ্যাবেলায় পিপ, ড্রামল আর স্টারটপ টেমস নদীতে নৌ ভ্রমণে বের হলো। সবাই আলাদা আলাদা ছোট নৌকা বেছে নিল। পিপ নিজেও ওদের সবার থেকে আলাদা হয়ে একটা নৌকা বেছে নিল। পিপ গ্রামের ছেলে, নৌকা চালনার সব কিছুই তার জানা, এ জন্য নৌকা চালাতে ওর কোনো অসুবিধাই হলো না।

নৌবিহার শেষে পিপ তার অন্য দুজন সহপাঠীর সঙ্গে মি. পকেটের বাসায় ফিরে এলো।



চব্বিশ

দুই-তিন দিনের মধ্যেই পিপ নিজেকে পকেট পরিবার ও তার পরিবেশের সঙ্গে মোটামুটি খাপ খাইয়ে নিল। প্রতিদিনই পিপ একবার করে লন্ডন শহরে ঘুরতে বের হয়। দিন ও রাতের কিছুটা সময় সে হার্বার্টের ওখানে কাটায়। আবার কখনো হার্বার্ট নিজেই এসে হাজির হয় হ্যামারস্মিথে পিপের আস্তানায়।

মাঝেমধ্যে পিপ মি. পকেটের সঙ্গে অবসর সময়ে নানা রকম আলাপ-আলোচনা করে সময় কাটায়।

এরই মাঝে পিপ একবার মি. জ্যাগার্সের সঙ্গে দেখা করে আসবাবপত্র ক্রয় করার জন্য কিছু টাকা চাইল।

মি. জ্যাগার্স পিপকে ৫০ পাউন্ড দিতে চাইলে পিপ জানাল, আমার এত টাকার প্রয়োজন হবে না।

মি. জ্যাগার্সের কাছে পিপ শেষে ২০ পাউন্ড চাইল।

মি. জ্যাগার্স ওয়েমিককে নির্দেশ দিলেন পিপকে ২০ পাউন্ড দেওয়ার জন্য।

মি. ওয়েমিক তার টেবিলের সামনে বসে বিস্কুট চিবুচ্ছিলেন একটির পর একটি। বিস্কুট খাওয়া শেষ হলে ক্যাশ বাক্স হতে টাকা বের করে পিপকে প্রদান করলেন।

এরই মধ্যে মি. ওয়েমিক পিপকে সঙ্গে নিয়ে মি. জ্যাগার্স আইন প্র্যাকটিস করেন যে স্থানে অর্থাৎ কোর্টে নিয়ে গেলেন। পিপকে সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখালেন ওয়েমিক। মি. জ্যাগার্স কীভাবে জেরা করেন, আইন বিষয়ক নানা বিষয় নিয়ে কোর্টে দাঁড়িয়ে কীভাবে কথা বলেন সেসব ভালো করে লক্ষ করল পিপ।

পেল। মি. পকেট ক্যামব্রিজ থেকে ডিগ্রি নিয়েছেন, তিনি মিসেস পকেটকে বিয়ে করেছেন সেই বাল্যকালেই।

মি. ও মিসেস পকেটের একজন বিধবা প্রতিবেশী ছিল, মহিলার নাম মিসেস কোয়েলার। মহিলার ছিল একটু মোসাহেবি স্বভাব। তার হৃদয়টা ছিল দরদে পরিপূর্ণ, সবার প্রতিই ছিল তার সমান দরদ। অকাতরে সবার তরে মিষ্টি হাসি বিলাত এই মহিলা।

সন্ধ্যাবেলায় পিপ, ড্রামল আর স্টারটপ টেমস নদীতে নৌ ভ্রমণে বের হলো। সবাই আলাদা আলাদা ছোট নৌকা বেছে নিল। পিপ নিজেও ওদের সবার থেকে আলাদা হয়ে একটা নৌকা বেছে নিল। পিপ গ্রামের ছেলে, নৌকা চালনার সব কিছুই তার জানা, এ জন্য নৌকা চালাতে ওর কোনো অসুবিধাই হলো না।

নৌবিহার শেষে পিপ তার অন্য দুজন সহপাঠীর সঙ্গে মি. পকেটের বাসায় ফিরে এলো।



চব্বিশ

দুই-তিন দিনের মধ্যেই পিপ নিজেকে পকেট পরিবার ও তার পরিবেশের সঙ্গে মোটামুটি খাপ খাইয়ে নিল। প্রতিদিনই পিপ একবার করে লন্ডন শহরে ঘুরতে বের হয়। দিন ও রাতের কিছুটা সময় সে হার্বার্টের ওখানে কাটায়। আবার কখনো হার্বার্ট নিজেই এসে হাজির হয় হ্যামারস্মিথে পিপের আস্তানায়।

মাঝেমধ্যে পিপ মি. পকেটের সঙ্গে অবসর সময়ে নানা রকম আলাপ-আলোচনা করে সময় কাটায়।

এরই মাঝে পিপ একবার মি. জ্যাগার্সের সঙ্গে দেখা করে আসবাবপত্র ক্রয় করার জন্য কিছু টাকা চাইল।

মি. জ্যাগার্স পিপকে ৫০ পাউন্ড দিতে চাইলে পিপ জানাল, আমার এত টাকার প্রয়োজন হবে না।

মি. জ্যাগার্সের কাছে পিপ শেষে ২০ পাউন্ড চাইল।

মি. জ্যাগার্স ওয়েমিককে নির্দেশ দিলেন পিপকে ২০ পাউন্ড দেওয়ার জন্য।

মি. ওয়েমিক তার টেবিলের সামনে বসে বিস্কুট চিবুচ্ছিলেন একটির পর একটি। বিস্কুট খাওয়া শেষ হলে ক্যাশ বাক্স হতে টাকা বের করে পিপকে প্রদান করলেন।

এরই মধ্যে মি. ওয়েমিক পিপকে সঙ্গে নিয়ে মি. জ্যাগার্স আইন প্র্যাকটিস করেন যে স্থানে অর্থাৎ কোর্টে নিয়ে গেলেন। পিপকে সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখালেন ওয়েমিক। মি. জ্যাগার্স কীভাবে জেরা করেন, আইন বিষয়ক নানা বিষয় নিয়ে কোর্টে দাঁড়িয়ে কীভাবে কথা বলেন সেসব ভালো করে লক্ষ করল পিপ।



পঁচিশ

পিপ প্রায়ই তার সহপাঠীদের সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় নদীতে ভ্রমণ করে সময় কাটায়। জ্যোৎস্নালোকিত রাতে স্টারটপ প্রায়ই নদীতে নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনো দেখা যায় ড্রামল একা একা সন্ধ্যার আবছা আঁধারে গোমড়া মুখে নৌকা চালনা করছে। ড্রামল খুবই ধনী পরিবারের সন্তান। চিন্তাভাবনাহীন মুক্ত মানুষ মনে হয় তাকে।

মি. পকেটের সন্তান হার্বার্ট পিপের বন্ধু, মি. ম্যাথুপকেট তার শিক্ষক। এ দুজনকে মোটামুটি ভালো করেই ম্যানেজ করেছে সে। হার্বার্টের সঙ্গে পিপের যতটা অন্তরঙ্গতা তার অন্য দুজন সহপাঠীর সঙ্গে সে এতটা খোলামেলা ও অন্তরঙ্গ নয়। পিপ প্রায়ই হার্বার্টকে তার নিজের নৌকায় তুলে নেয় নৌবিহারের সময়। আবার হার্বার্টও পিপকে সে রকম সুযোগ-সুবিধা সর্বদা প্রদান করে থাকে।

মি. পকেটের পরিবারে পিপের দু-এক মাস পার হওয়ার পর একদিন মি. ও মিসেস ক্যামিলা মি. পকেটের বাসায় এলেন। ক্যামিলা হলো মি. পকেটের বোন। এদেরকে পিপ একবার মিস হাভিশামের বাড়িতে দেখেছিল। এ দুজন অতিথি পিপকে খুব ভালো নজরে দেখত না। আর বড় কথা হচ্ছে পিপ ইতিমধ্যে নিজেকে উঁচু স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি পেয়েছে।

মি. ওয়েমিকের সঙ্গে লন্ডন শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর সময় পিপ একবার ওয়েমিককে কথা দিয়েছিল, মি. ওয়েমিকের বাড়িতে অন্তত একটি রাত্রিযাপন করবে সে। মি. ওয়েমিক ছিলেন নিজেই তার বাসার স্থপতি, নিজেই কাঠমিস্ত্রি, সেনেটারি কারিগর এবং বাগানের মালি। মি. ওয়েমিক তার বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে একই পরিবারে বাস করেন। মি. ওয়েমিকের বাড়িতে পৌঁছার পর ওয়েমিক পিপকে তার আবাসস্থল ঘরবাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখালেন।

মি. ওয়েমিকের বাড়িটা একটা ছোটখাটো দুর্গের মতো, বাড়িটাতে একটা

ছোটখাটো কামান বসানো আছে। প্রতি রাতে একটি সময় বাড়ি থেকে কামান দাগেন তিনি, যেন কোনো ধর্মীয় উৎসবের আনন্দ ও ভক্তি প্রকাশ করছেন।

মি. ওয়েমিক পিপকে জানালেন, তার অফিসের আর বাড়ির জীবন আলাদা। অফিসে তিনি যেভাবে নিজেকে চালান বাড়িতে সেভাবে নয়।

মি. ওয়েমিক তার বাড়িতে নানা ধরনের পশু, বিশেষ করে ছাগল, শূকর ইত্যাদি পালন করেন। বাগান করার নেশাও আছে তার। রাতে ছোট একটি কক্ষে পিপকে ঘুমাতে দেওয়া হলো।

মি. ওয়েমিক খুব ভোরবেলায় ঘুম থেকে জাগেন। পিপ অবাক হয়ে লক্ষ করল মি. ওয়েমিক ঘুম থেকে জেগে নানা কর্ম সম্পাদন করার সঙ্গে পিপের বুট জোড়াও পরিষ্কার করছেন। এসব কাজ করার পর ওয়েমিক তার বাগানের কাজে লিপ্ত হলেন।

সকালবেলা পছন্দসই খাবার নিয়ে নাশতা সারল পিপ। এরপর সাড়ে ৮টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েমিক ও সে বের হয়ে পড়ল।

কর্মস্থলে পৌঁছনোর পর ওয়েমিক যখন তার অফিসকক্ষের দরজা খুললেন তখন পিপের মনে হলো, মি. ওয়েমিক এবার তার সাধের বাড়িঘর, নানা পশু, বাগিচা, কৃত্রিম ঝরনা–এসবের কথা মুহূর্তের মাঝে বিস্মৃত হবেন।



ছাব্বিশ

মি. ওয়েমিক একদিন পিপকে জানালেন যে মি. জ্যাগার্স খুব তাড়াতাড়ি তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ডিনার করার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাবেন।

কিন্তু ডিনার পার্টির পূর্বে মি. জ্যাগার্স যখন পিপকেসহ ড্রামল, স্টারটপ ও হার্বার্টকেও আমন্ত্রণ জানালেন তখন খুব একটা অবাক হলো না সে।

মি. জ্যাগার্স যেখানে বাস করেন জায়গাটির নাম সোহো। জেরারড স্ট্রিটে, রাস্তার দক্ষিণ পাশেই তার বাসাবাড়ি। তার বাসায় একজন মহিলা হাউসকিপার থাকেন। মহিলার বয়স প্রায় ৪০। তিনি তার প্রভুর সর্বদা দেখাশোনা করেন।

পিপ ও তার সহপাঠীরা জ্যাগার্সের বাড়িতে পৌঁছলে মি. জ্যাগার্স চাবি দিয়ে তার বাড়ির তালা খুললেন, দরজা ঠেলে পিপরা সবাই প্রস্তরে নির্মিত হলঘরে প্রবেশ করল। হলটা খুব কমই ব্যবহার করা হয়। বাড়ির নিচতলাটা কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার। দেয়ালে নানা ধরনের নকশাখচিত।

বাড়ির সবচেয়ে ভালো কক্ষটিতে অতিথিদের খাবার আয়োজন করা হয়েছে। দ্বিতীয় কক্ষটি জ্যাগার্সের ড্রেসিংরুম তৃতীয়টি তার বেডরুম। জ্যাগার্স বললেন, তিনি বাড়িতে থাকলেও খুব কমই কক্ষগুলো ব্যবহার করেন। খাবার টেবিল ও চেয়ারগুলো তিনি নিজ হাতেই সাজিয়েছেন।

কক্ষে একটি বড় বইয়ের তাক আছে, সেখানে থরে থরে সাজানো আছে নানা বিষয়ের বই। যেমন–ক্রিমিনাল ল, ক্রিমিনাল বায়োগ্রাফি, ট্রায়াল, অ্যাক্টস্, পার্লামেন্ট ইত্যাদি।

সবচেয়ে অবাক ব্যাপার এই যে, মি জ্যাগার্স ড্রামলের প্রতি আগ্রহী হলেন এবং সারাটাক্ষণ তিনি ড্রামলের সঙ্গে নানা ধরনের কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন।

খাওয়াদাওয়া শেষে জ্যাগার্সের মহিলা হাউসকিপার সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিলেন, টেবিল পরিষ্কার করলেন। মি. জ্যাগার্স এবার তার মহিলা হাউসকিপারের সঙ্গে

একটু মজা করলেন।

মহিলার নাম 'মলি'। মি. জ্যাগার্স মহিলাকে ডেকে বললেন, মলি তোমার কবজি দুটো একবার আমাদের সামনে টেবিলের ওপর মেলে ধরো তো।'

মহিলা বিনয়ের সঙ্গে অস্বীকৃতি জানাল।

মি. জ্যাগার্স তাকে গম্ভীর স্বরে নির্দেশ প্রদান করতেই সে তার কবজি দুটো বের করে টেবিলের ওপর মেলে ধরল।

মি. জ্যাগার্স মলির কবজি দুটো লক্ষ করে সবার উদ্দেশে বললেন, 'এমন কবজির জোর অনেক পুরুষমানুষের মাঝেও দেখা যায় না, মহিলা তো দূরের কথা।' তিনি কথাগুলো বলছিলেন একজন সমালোচকের সুরে। মহিলা সবার দিকেই বারবার তাকাচ্ছিল। মি. জ্যাগার্স এবার মহিলাকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। মহিলা দ্রুত ভেতরে চলে গেল। মি. জ্যাগার্স এবার নিজ হাতে অতিথিদের কাছে মদের পাত্র এগিয়ে দিলেন।

রাত্রি সাড়ে ৯টার সময় মি. জ্যাগার্স সকল অতিথিকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন, 'ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের সঙ্গে আমার বড় সুন্দর কাটল। আমি আপনাদের আগমনে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। মি. ড্রামল আসুন আমরা পান করি।'

সবাইকে বিদায় জানিয়ে মি জ্যাগার্স পিপকেও বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

পিপও শুভরাত্রি কামনা করে বিদায় গ্রহণ করল।



সাতাশ

বেশ কিছুদিন পর পিপ বিডির একটা পত্র পেল। তাতে লেখা–

প্রিয় পিপ,

আমি মি. গার্গেরির অনুরোধে তোমাকে লিখছি। মি. গার্গেরি মি. উপসলেকে সঙ্গে নিয়ে লন্ডনে তোমাকে দেখতে যাবেন। তোমার অসহায় বোনটিকে তুমি যাওয়ার সময় যে রকম দেখেছিলে সে রকমই আছে। আমরা প্রতিদিন রাতের বেলা রান্নাঘরে বসে তোমার কথাই আলাপ-আলোচনা করি পুরনো সেই মধুর দিনগুলো স্মরণ করে। আমার সব কিছু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে আশা করি। আজ এ পর্যন্তই।

তোমারই একান্ত অনুগত

বিডি

সোমবার সকালবেলায় পিপ চিঠিটা হাতে পেল। পিপ এরই মধ্যে হার্বার্টের ওখানে তার থাকার ঘরটি সুন্দর করে সাজিয়েছে। বেশ টাকা-পয়সা খরচ করে কিছু আসবাব ক্রয় করেছে। জো তার রুক্ষ গেঁয়ো শরীর নিয়ে তার আস্তানায় আসবে এটা ভেবে পিপ একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। পিপ ভাবল, জো আমার এখানে আসতে চাচ্ছে কেন, সে না এলেই ভালো।

পিপের সকালবেলার নাশতার আগেই জো এসে পৌঁছে গেল। ঘরের দরজায় আসার আগেই পিপ তার বেঢপ ভারী জুতোর ঘস ঘস আওয়াজ শুনতে পেল, পিপ বুঝতে পারল জো এখন পাপোশে ঘষে ঘষে তার ভারি জুতো জোড়া পরিষ্কার করছে। এরপর দরজা খুলে জো পিপের ঘরে ঢুকল।

জোকে দেখেই পিপ উল্লসিত হয়ে বলল, ‘আ রে ভাই জো, কেমন আছো তুমি? বাড়ির সবাই ভালো আছে তো?’

জো পিপকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘তুমি কেমন আছো পিপ, তোমাকে সত্যি

কিন্তু একজন খাঁটি ভদ্রলোকের মতো লাগছে।'

জোর সহজ-সরল মুখখানা হাসিতে উদ্ভাসিত, পিপকে লক্ষ করে জো বলল, 'এক দিনে তুমি বেশ বড় হয়ে গেছ। আর পুরোপুরি একজন সাহেব হয়ে উঠেছ।'

জোর কথা শুনে পিপের খুবই লজ্জা বোধ হচ্ছিল। এরপর জো একে একে বাড়ির সব খবর বলতে লাগল। পিপের বোন আগের মতোই আছে, বিডিও ভালো আছে।

বর্তমানে বিডিই জোর সংসার সামাল দিচ্ছে। বিডির মতো ভালো মেয়ে পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার।

এমন সময় হার্বার্ট এসে ঘরে প্রবেশ করল।

পিপ হার্বার্টের সঙ্গে জোর পরিচয় করিয়ে দিল। হার্বার্ট জোর কাছে জানতে চাইল লন্ডন শহর তার কাছে কেমন লাগছে।

জো বড় সহজ-সরল মানুষ, কোনো রকম ভনিতা করতে জানে না। সহজভাবে সে উত্তর দিল, 'না, মোটেই ভালো লাগছে না তার এই শহরটাকে, খুবই অপরিচ্ছন্ন আর নোংরা এই শহর। মি. হার্বার্ট আপনার এই ঘরটিও আমার পছন্দ হচ্ছে না। একটুও আলো-বাতাস প্রবেশ করার জো নেই এই ঘরে। আর ভেতরটাও যেন কেমন স্যাঁতসেঁতে।'

জোর কথা শুনে পিপ রীতিমতো অপ্রস্তুত হলো এবং ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কিন্তু জোর এসব কথায় হার্বার্টের মধ্যে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল না।

পিপ জোকে তাদের সঙ্গে নাশতা করার অনুরোধ জানাল। এতক্ষণ জো তার টুপিটা খুলে কোলের ওপর চেপে ধরে বসে ছিল। এবার টুপিটা রাখার জন্যই হয়তো চারপাশে ভালো করে তাকাল। সব শেষে পিপের বইয়ের তাকে এক পাশে টুপিটাকে সে আলগোছে নামিয়ে রাখল। কিছুক্ষণ পরেই টুপিটা সেখানে থেকে পিছলে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো, যতবারই টুপিটা পড়ে যাচ্ছিল ততবারই জো চেয়ার থেকে উঠে টুপিটা পূর্বের স্থানে রাখতে লাগল।

খাওয়ার টেবিলে বসেও জো এক মুহূর্তের জন্যও সহজ হতে পারল না। পিপ রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করতে লাগল এমন পরিস্থিতিতে। শেষে হার্বার্ট যখন তার কাজে বের হয়ে গেল তখন পিপ আর জো দুজনই কিছুটা স্বস্তি বোধ করল।

এরপর নানা বিষয় নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর জো আসল প্রসঙ্গে এলো। সে বলল পিপ, 'মিস হাভিশাম তোমার কাছে একটি খবর পৌঁছে দিতে বলেছেন।'

পিপ অতি আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল কী খবর সেটি। 'মিস হাভিশাম আমাকে বলে দিয়েছেন, তুমি গিয়ে পিপকে বোলো যে, এস্টেলা বাড়ি এসেছে, পিপ যদি এস্টেলার সঙ্গে দেখা করে তাহলে সে খুব খুশি হবে।'

জোর কাছে এস্টেলার কথা শুনে পিপের মুখ লজ্জায় লাল বর্ণ ধারণ করল।

জো এবার যাওয়ার প্রস্তুতি নিল। পিপকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'শোনো পিপ, তোমাকে শুধু মিস হাবিশামের এই খবরটা দিতেই এসেছিলাম আমি। আজই আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে।'

জোকে পিপ দুপুরে খাবার খেয়ে যাওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ করল, কিন্তু জো কিছুতেই রাজি হলো না।

এরপর ওরা দুজন দুজনের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। নীরবতা ভেঙে জো এবার বলল, 'পিপ, তুমি তো জানো তোমার এই পরিবেশে আমি একবারেই স্বস্তি পাচ্ছি না। এবার তাহলে আমি চলি পিপ। মহান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি তোমাকে সুখী করুন।'

জো চলে যাওয়ার পর পিপ অনেকক্ষণ ধরে ভাবল তার কথা। আসলেই খুব সহজ-সরল মানুষ তার এই বোন জামাইটি। কিন্তু বেশিক্ষণ ও চিন্তায় সে স্থির থাকতে পারল না। মিস হাভিশামের পাঠানো বার্তাটি তার মন জুড়ে বসল। এস্টেলা তাহলে ফিরে এসেছে, এ কথা ভাবতেই পিপের বুকের মাঝে একটা কম্পন সৃষ্টি হলো। কেমন যেন একটা আন্দোলন।

পিপ শেষ পর্যন্ত হাভিশামের বাড়িতে গিয়ে এস্টেলার সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল।



আটাশ

পরদিন পিপ তার নিজের শহরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তক্ষুনি সে বের হলো স্টেশনের উদ্দেশে। স্টেশনে গিয়ে সে কোচের টিকেট বুক করে এলো। কোচ গিয়ে পিপদের শহরে পৌঁছবে রাতের বেলা। বেশি রাত হলে তো মিস হাভিশামের বাড়িতে গিয়ে এস্টেলার সঙ্গে দেখা করা মোটেই সম্ভব নয়, তাই সে সিদ্ধান্ত নিল রাতটা সে তার বোন জামাই জোর বাড়িতেই কাটাবে। পরক্ষণেই আবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল। পিপ ভাবল, সে তার বোন জামাইয়ের বাড়িতে না কাটিয়ে শহরের ব্লুবোর সরাইখানায় কাটাবে।

বিকেলের কোচে যাত্রা করল পিপ। শীতের আমেজ লাগছে শরীরে। সে ভাবল সন্ধ্যা হওয়ার পরে অর্থাৎ অন্ধকার ঘনিয়ে আসার দুই-তিন ঘণ্টা পর সে তার গন্তব্যবস্থলে পৌঁছতে পারবে।

পিপ যে কোচে যাচ্ছিল, সে কোচে পুলিশ প্রহরাধীন দুজন আসামিও যাচ্ছিল। পিপ আসামি দুজনের মধ্যে একজনকে চিনতে পারল। এই আসামি সেই লোক। যে তাদের গাঁয়ের সরাইখানায় জো আর মি. উপসলেকে মদপানের আহ্বান জানিয়েছিল এবং পিপকে এক পাউন্ডের নোট প্রদান করেছিল। পিপ এই আসামিকে চিনতে পেরে খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সে প্রাণপণে নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবল। তার উদ্দেশ্য, এই আসামি যেন তাকে চিনতে না পারে।

কোচ পিপের গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছামাত্র পিপ তার ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ নিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল কোচ থেকে। কোচ থেকে নেমেই তার শহরের পথে নিজ গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে সোজা হাঁটা দিল। পিপের উদ্দেশ্য হলো, আগে ব্লুবোর হোটেলে পৌঁছা।

ব্লুবোর হোটেলে পৌঁছে পিপ দেখল হোটেলের ব্লুবোর কফিরুমটা একেবারে খালি। পিপ তার খাবার অর্ডার দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। হোটেলের পরিচালক

তাকে হয়তো আগে থেকেই জানত। সে জিজ্ঞেস করল, পিপ, পাম্বলচুকের জন্য কোনো জুতা পাঠায়েছিলেন কি না? পিপ অস্বীকার করল।

হোটেলের পরিচারক এবার পুরনো একটা খবরে কাগজ এনে পিপের সামনে রাখল। পিপ বাধ্য হয়ে সেই পুরনো খবরের কাগজটিই মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে লাগল।



উনত্রিশ

পরদিন খুব ভোর বেলায়ই ঘুম থেকে জাগল পিপ এবং মিস হাভিশামের বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করল। পিপ মনে মনে ভাবল, মিস হাভিশাম এস্টেলাকে নিয়ে হয়তো তার সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। হয়তো এস্টেলাকে পিপের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে জড়িয়ে দেওয়ার কথাও বলবেন। হাভিশাম এস্টেলাকে গ্রহণ করা বিষয়ে পিপের মতামত চাইবেন। একথা ভাবতেই পিপের হৃদয়ে অজানা একটা হিল্লোল বয়ে গেল। পিপ ভাবল, এস্টেলা তার পুরোটা জীবন জুড়ে আছে, এস্টেলা যেন অন্ধকার কক্ষে আলোর মতো। পিপের মনে হয়, এস্টেলাকে কাছে পাওয়া যেন একজন সাহসী নাইটের সমস্ত প্রতিকূলতাকে পায়ে ঠেলে রাজকন্যাকে লাভ করার মতো ব্যাপার। এই মুহূর্তে পিপের নিজেকে বীরের মতো মনে হচ্ছে।

আগের দিনগুলোর মতোই সেদিনও পিপ ঠিক সকাল ১০টার সময় মিস হাভিশামের বাড়ির গেটে ঘণ্টা বাজাল। পিপ ভাবল সেই আগের মতোই আজও এস্টেলা এসে গেট খুলে দেবে। বুকটা দুরু দুরু করতে লাগল পিপের। মিস হাভিশাম নিজের কন্যার মতোই এস্টেলাকে লালন-পালন করছেন ছোটবেলা থেকে। পিপ নিজেও তারই আশ্রিত একজন মানুষ। এস্টেলার মতো তাকেও গ্রহণ করেছেন তিনি। মিস হাভিশাম কি তার সঙ্গে এস্টেলার বিয়ে দিতে চান?

এরই মাঝে খুলে গেল গেট। না, এস্টেলা নয়, দারোয়ান এসে খুলে দিয়েছে গেট। দারোয়ানকে দেখে পিপ একেবারে ভূত দেখার মতোই চমকে উঠল। দারোয়ান আর কেউ নয়, সেই অরলিক! পিপ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার অরলিক, তুমি এখানে কী করে এলে!'

অরলিক বেপরোয়া ভঙ্গিতে উত্তর দিল, 'কেন, পায়ে হেঁটে এখানে এসেছি।'

পিপ দেখল এর সঙ্গে বাক্য ব্যয় করা শুধু সময়ের অপচয়। বেশি কথা না বলে সে অন্ধকার বারান্দা পার হয়ে মিস হাভিশামের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

সব কিছুই অবিকল আগের মতোই আছে। কোথাও বিন্দুমাত্র কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। মিস হাভিশাম আগের মতোই পরিচিত সেই চেয়ারটিতে চুপ করে বসে আছেন। তার পাশেই বসে আছে অসাধারণ সুন্দরী হ্যান্ডসাম এক যুবতী। পিপ প্রথমে তাকে চিনতে পারেনি, ভালো করে যুবতীর দিকে বেশ কয়েকবার তাকানোর পর সে বুঝতে পারল এই যুবতীই এস্টেলা, সারা শরীরে তার রূপের যেন বান ডেকেছে। এস্টেলা দাঁড়িয়ে পিপের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

মিস হাভিশাম বলল, 'পিপ, এস্টেলা কি একেবারে বদলে গেছে? তোমার কি মনে হয়?' পিপ বলল, 'প্রথমে আমি তাই ভেবেছিলাম মাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এস্টেলা মোটেই বদলায়নি, ঠিক আগে মতোই আছে।'

মিস বললেন, 'সেকি আগের মতোই কঠিন, আগের মতোই অহংকারী?'

পিপ মিস হাভিশামের এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু বলল, 'সে তো অনেককাল আগের কথা।'

মিস এবার এস্টেলার দিকে ফিরে বললেন, 'আমাদের পিপের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, তাই না এস্টেলা?'

এস্টেলা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'জি, মিস, পিপের অনেক অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।'

'পিপ আগের চেয়ে অনেক মার্জিত, অনেক শৌখিন তাই না?' বললেন হাভিশাম।

এস্টেলা এ কথা শুনে শুধু একটু হাসল।

এস্টেলা এত দিন ফ্রান্সে ছিল, এখন থেকে সে লন্ডনে থাকবে। পিপ ভাবল, এবার তাহলে মাঝেমধ্যে এস্টেলার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে।

মিস হাভিশাম পিপকে তার ওখানে দুপুরের আহার সেরে যেতে বললেন।

একটু পরে পিপ আর এস্টেলা দুজন বাগানে গেল ঘুরে বেড়ানোর জন্য।

বাগানের যে জায়গাটিতে একসময় পিপ আর কিশোর হার্বার্ট কুস্তি লড়েছিল এস্টেলা সে স্থানটা পিপকে দেখাল। পিপ ভাবল, ইস, কী ছেলেমানুষই না ছিলাম আমি সে সময়ে। পিপ এস্টেলাকে বলল, 'এস্টেলা, সেই হার্বার্ট এখন আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

এস্টেলা বলল, 'ঠিকই পিপ, তোমার ভাগ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার

বন্ধু বেছে নেওয়ার ব্যাপারেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। একসময় যাকে তুমি খুবই উপযুক্ত মনে করতে সে তখন তোমার কাছে মোটেই উপযুক্ত নয়।'

পিপ ভাবল এস্টেলা হয়তো তার বোন জামাই জোকে উপলক্ষ করে এমন ইঙ্গিত করছে। পিপের খুব ইচ্ছে ছিল লন্ডন ফিরে যাওয়ার আগে কামারশালায় গিয়ে জোর সঙ্গে দেখা করে যাবে, কিন্তু এস্টেলার কথা শুনে সেখানে যাওয়ার চিন্তা মন থেকে একেবারেই দূর করে দিল।

হাঁটতে হাঁটতে পিপের অনেক কথা হলো এস্টেলার সঙ্গে। তার অনেক উদ্ধত কথাও পিপের কাছে খারাপ লাগল না। ওর অহংকারী কোনো কথায়ও পিপ রাগ করল না। অবশ্য এস্টেলাকে মাঝেমধ্যে খুবই হৃদয়হীন মনে হচ্ছিল পিপের। পিপের মনোভাব কিছুটা হয়তো বুঝতে পেরেছিল এস্টেলা। বুঝতে পেরে সে সরাসরি পিপের সামনে দাঁড়িয়ে চোখে রেখে বলল, 'তুমি তো জানো না পিপ আমার হৃদয় বলতে কিছু নেই। না, আছে, তবে সেটা ভেতরে শুধু ধুকধুক করে, ব্যস। ওটা দ্বারা আমি শুধু জীবন ধারণ করে আছি। আমার এই হৃদয়ে দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা বলতে কিছু নেই বলতে পারো।'

বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করার পর তারা বাড়িতে চলে এলো। মিস হাভিশাম তার হুইলচেয়ারে বসে পিপের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পিপ আগের মতোই হাভিশামকে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে চেয়ার ঠেলে ঘোরাল। মিস হাভিশাম বললেন, 'বৈষয়িক একটা কারণে মি. জ্যাগার্স তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তিনিও এখানে খেয়ে যাবেন।' এস্টেলাও পোশাক বদলানোর জন্য অন্য কক্ষে চলে গেল।

এখন মিস হাভিশামের কক্ষে পিপ আর হাভিশাম। আর কেউ নেই।

মিস হাভিশাম হঠাৎ পিপকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এস্টেলা খুবই সুন্দরী, তাই না পিপ? তুমি কি ওকে ভালোবাসো?'

পিপ বলল, 'ওকে পছন্দ করবে না এমন কোনো মানুষের কথা আমি ভাবতেই পারি না।'

মিস হাভিশাম উজ্জ্বল চোখে পিপের দিকে তাকিয়ে উচ্চ স্বরে বলতে লাগলেন, 'ওকে তুমি ভালোবাসো পিপ! ওকে তুমি ভালোবাসো!'

মিস হাভিশামের এমন উন্মাদিনীর মতো আচরণে রীতিমতো ভয় পেল পিপ। সে তাকিয়ে দেখল মিস হাভিশামের চোখে কেমন যেন অশুভ এক পৈশাচিকতা

খেলা করছে।

ঠিক সে সময়েই মি. জ্যাগার্স এসে ঘরে ঢুকলেন। নিজেকে অতি দ্রুত সামলে নিলেন হাভিশাম। আবার আগের মতোই তিনি নীরব হয়ে গেলেন। হাভিশাম আমাদের খাবার খেয়ে নিতে বললেন। মিস সব সময় তার নিজের ঘরে একা আহার করেন। এত বছরে এ নিয়মের একটুও ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সন্ধ্যা পার হওয়ার অনেক পরেও পিপ মিস হাভিশামের বাড়িতে কাটাল। যাওয়ার আগে মিসের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি পিপকে বললেন, এস্টেলার কোচ যখন লন্ডন গিয়ে পৌঁছবে পিপ যেন স্টেশনে তার জন্য অপেক্ষা করে।

হাভিশামের এ কথা শুনে পিপ ভেতরে রীতিমতো উৎফুল্ল হলো।

পিপ ব্লুবোর হোটেলে তার নিজের কক্ষে ফিরে এলো। মি. জ্যাগার্সও রাত্রি যাপন করার জন্য একই হোটেলে এলেন।

সারা রাত পিপের চোখে ঘুম এলো না। পিপের মন জুড়ে তখন শুধু এস্টেলা তারার মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল। এ সময়ে জো কিংবা বিডি কাউকেই মনে পড়ল না পিপের।



ত্রিশ

পরদিন ঘুম থেকে জেগে পিপ তার অভিভাবক মি. জ্যাগার্সকে জানাল, অরলিকের মতো একজন খারাপ লোককে মিস হাভিশামের বাড়িতে দারোয়ানের চাকরি দেওয়া ঠিক হয়নি। মি. জ্যাগার্স পিপের এই মতামত মন থেকে গ্রহণ করলেন এবং বললেন, 'তুমি ঠিকই ধরেছ পিপ, আমি যত দ্রুত পারি ওকে এ কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেব।'

সকালবেলায় পিপ কোচ ধরার জন্য হোটেলের সামনে হাঁটাহাঁটি করছিল। এমন সময় দরজি ট্র্যাবের একজন সহকারী ছোঁকরা ওর সঙ্গে ভীষণ খারাপ আচরণ করল, অপমান-অপদস্থই করল বলা যায়।

পিপ লন্ডনে পৌঁছে দরজি ট্র্যাবকে একটি চিঠিতে জানাল যে, তার সহকারী এক ছোঁকরা ভীষণ খারাপ আচরণ করেছে রাস্তায়।

আসার সময় জোর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারেনি বলে পিপের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সে কিছু কড মাছ ও শামুকের শুক্ত ক্রয় করে জোর জন্য পাঠিয়ে দিল।

এরপর পিপ বার্নার্ড ইন-এ হার্বার্টের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

পিপ ও হার্বার্ট দুজন মিলে দুপুরের খাবার খেল।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে পিপ হার্বার্টকে বলল, বন্ধু হার্বার্ট, 'তোমার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কিছু কথা আছে।' পিপ এবার হার্বার্টের হাঁটুর ওপর তার দুই হাত স্থাপন করে বলল, 'বন্ধু, আমি এস্টেলার প্রেমে পড়েছি।'

হার্বার্ট বলল, 'আমি এটা পূর্ব থেকেই বুঝেছিলাম তুমি আমাকে কিছু না বললেও। তুমি কিন্তু আমাকে কখনোই এ ব্যাপারে সরাসরি পূর্বে কিছুই জানাওনি।'

হার্বার্ট এবার মনোযোগ সহকারে পিপ ও এস্টেলার ভালোবাসার সকল বিষয়

শুনল। এরপর সে মন্তব্য করল, 'পিপ, তোমার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে, সামনেই তোমার ২১ বছর পূর্ণ হবে। তার পরই তুমি হবে সম্পদের মালিক। তোমার অভিভাবক মি. জ্যাগার্স যদি বুঝতে পারেন তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই তাহলে মি. জ্যাগার্স কিন্তু তোমার ওপর থেকে তার বিশ্বাস হারাবেন এবং সহযোগিতার হাত সরিয়ে নেবেন।'

কিছুক্ষণ পরে হার্বার্ট আবার বলল, 'শোনো বন্ধু পিপ, আমিও তোমার মতো একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছি, আমাদের দুজনের বিয়েও প্রায় ঠিক হয়ে গেছে বলা যায়, তবে বিষয়টা আমি এখনো গোপন রেখেছি।'

পিপ বলল, 'আমি তোমার সকল কথাই গোপন রাখব হার্বার্ট। আমাকে বলো কে সেই মেয়ে?'

হার্বার্ট বলল, 'মেয়েটির নাম ক্লারা। ওর বাবা খুবই অসুস্থ, ওরা লন্ডনেই থাকে। আমি বর্তমানে একটা চাকরি জোগাড়ের চেষ্টায় আছি। কোনো রকম একটা চাকরি জোগাড় করতে পারলেই বিয়ে করব আমরা। যে অবস্থা দেখছি তাতে মনে হয় সহসাই এ ব্যাপারে কোনো সুরাহা হবে বলে আমার মনে হয় না।'

ওই দিন রাতে হার্বার্ট এবং পিপ দুজন মিলে হ্যামলেট নাটকের প্রদর্শনী দেখতে গেল। যে নাটকটিতে মি. উপসলে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।



একত্রিশ

পিপ ও হার্বার্ট যখন নাট্যশালায় পৌঁছল তখন যথারীতি অভিনয় শুরু হয়ে গেছে। পিপ ও হার্বার্ট খেয়াল করল থিয়েটার হলে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী খুবই ঝামেলা সৃষ্টি করছে, সহযোগিতার বদলে তারা উশৃঙ্খলতা প্রকাশ করছিল। মি. উপসলে যখন গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ বলছিলেন তখন তারা হ্যাঁ না ইত্যাদি শব্দ উচ্চ স্বরে উচ্চারণ করছিল এবং তাতে থিয়েটার হলের অন্য দর্শকরা উচ্চ হাস্যে ফেটে পড়ছিল। মি. উপসলের প্রশ্নসূচক কোনো সংলাপ শুনে দর্শকদের মধ্য থেকে একদল বলছিল 'হ্যাঁ' আবার অন্য দল বলছিল 'না'।

তখন দর্শকদের মধ্য থেকেই আবার কেউ কেউ বলছিল, বিষয়টি নিয়ে টস করা হোক। এর পরই আবার দর্শকদের মাঝে উচ্চ হাসির রোল।

মি. উপসলে যতবারই তার সংলাপ বলছিলেন ততবারই দর্শককুল উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ছিল। কিন্তু হার্বার্ট ও পিপ দর্শকদের এই হাসির মাঝে নিজেদের শামিল করতে পারছিল না।

এভাবেই নাটক আপাতত শেষ হলো। পিপ ও হার্বার্ট চেষ্টা করল দ্রুত থিয়েটার হল থেকে বের হওয়ার

কিন্তু মি. উপসলে তাদের ডেকে ফেরালেন। কারণ মি. উপসলে আগে থেকেই পিপ ও হার্বার্টের ওপর নজর রাখছিলেন।

মি. উপসলে পিপ ও হার্বার্টকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অভিনয় কেমন লাগল তোমাদের?' পিপ তার নিজের শহরের এই মানুষটির জন্য ভেতরে দরদ অনুভব করল এবং সে যে এই অভিনয় খুবই উপভোগ করেছে এবং উপভোগ্য হয়েছে সেটা সরাসরি বলে দিল।

পিপ এবার ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে মি. উপসলেকে তাদের সঙ্গে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাল।

বার্নাড ইন-এ খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাতেই মি. উপসলে আনন্দের সঙ্গে তাদের সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

ওই দিন রাতে পিপ ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল সে নিজে হ্যামলেট এবং তার পূর্বের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে ক্লারাকে জোর করে বিয়ে করতে যাচ্ছে। স্বপ্নে দেখল মিস হাভিশাম যেন এ ক্ষেত্রে ভূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।



বত্রিশ

একদিন পিপ মি. পকেটের কাছে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত, এমন সময় তার হাতে একটা পত্র এলো। পত্রটি পিপকে একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিল। কারণ খামের ওপরে লেখা ঠিকানা দেখে হস্তাক্ষর শনাক্ত করতে পারল না সে।

পত্রের শুরু হয়েছে, 'প্রিয় পিপ', 'প্রিয় স্যার' ইত্যাদি সম্বোধন করে। পত্র পাঠ করে পিপ জানতে পারল এটি এস্টেলা লিখেছে।

এস্টেলা লিখেছে : সে আগামীকাল দুপুরের কোচেই লন্ডন আসছে। সে আরো বলেছে, পিপ যেন অবশ্যই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। মিস হাভিশাম যেভাবে বলেছেন তারই ইচ্ছানুসারে সে এই পত্র লিখেছে। শেষে 'তোমারই এস্টেলা' বলে পত্র শেষ করেছে।

চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে পিপের সময় যেন আর পার হতে চায় না, সে শুধু ভাবে কখন শুভক্ষণটি আসবে যখন এস্টেলা এসে হাজির হবে লন্ডনে। এস্টেলার আসার দিন আগেভাগেই স্টেশনে এলো পিপ। সময় যেন পার হতেই চায় না। এরই মাঝে মি. ওয়েমিকের সঙ্গে পিপের দেখা হয়ে গেল। ওয়েমিকের প্রশ্নের জবাবে পিপ জানাল তার একজন পরিচিত লোক আসবে দুপুরের কোচে তার জন্য অপেক্ষা করছে সে।

মি. ওয়েমিক বললেন, কোচ আসতে এখনো অনেক দেরি। ততক্ষণ পিপকে তার সঙ্গে সঙ্গ দিতে বললেন।

ওয়েমিক পিপকে নিউ গেটে নিয়ে এলেন এবং আসামিরা কীভাবে জেলখানায় আছে তা দেখালেন। ওয়েমিক বহুসংখ্যক জেলবন্দিকে জানেন, যারা সবাই মি. জ্যাগার্সের মক্কেল। মি. ওয়েমিক ঘুরে ঘুরে জেলবন্দিদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

একটু পরে পিপ ওয়েমিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্টেশনে এলো।

কিছুক্ষণ পরেই কোচ এসে পড়ল। কোচের জানালায় দেখা যাচ্ছে সুন্দরী এস্টেলার উজ্জ্বল মুখ। পিপ এই মুহূর্তে পূর্বের সকল বিষয় যেন একেবারে ভুলে গেল। ওয়েমিকের সঙ্গে এতক্ষণ সঙ্গ দিয়েছে, জেলখানায় ঘুরে ঘুরে বন্দিদের দেখেছে, এসব বিষয় যেন মন থেকে একেবারে দূর হয়ে গেল। পিপ যেন এসবের মধ্যে কখনোই যায়নি। আজকের দিনের এই মুহূর্তটি যেন সারা বৎসরের মাঝে একটি অসাধারণ সুন্দর স্মরণীয় মুহূর্ত।

এস্টেলা যখন গাড়ি থেকে নামল তখন তাকে বেশ গর্বিত এবং আরো সুন্দরী মনে হচ্ছিল। পিপের মনে হলো এস্টেলার মধ্যে যে কাঠিন্য ছিল তা যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে, আগের চাইতে সে এখন অনেক সহজ-সরল আর নমনীয়।



তেত্রিশ

কোচ থেকে নেমেই এস্টেলা পিপকে জানাল, সে লন্ডনে থাকবে না, তাকে রিচমন্ড যেতে হবে। রিচমন্ড লন্ডন থেকে মাত্র ১০ মাইল দূরে।

ভ্রমণের পোশাকে এস্টেলাকে আরো সুন্দর লাগছিল। পিপের মনে হলো, মিস হাভিশামের প্রভাব এখন তার মধ্যে খুব একটা নেই।

এস্টেলা পিপকে বলল, 'আমাকে তুমি কোচে করে রিচমন্ডে পৌঁছে দেবে, মিস হাভিশাম এ রকম আদেশই দিয়েছেন।' এরপর এস্টেলা পিপের হাতে একটা টাকার থলে দিয়ে বলল, 'এই টাকা থেকে কোচের ভাড়া দেবে, এটাও মিস হাভিশামের আদেশ। তুমি তো জানো পিপ, তুমি এবং আমরা কেউ স্বাধীনভাবে চলতে পারব না।'

রিচমন্ডের কোচ আসার দেরি দেখে পিপ এস্টেলাকে সঙ্গে নিয়ে একটি রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ভাবল দুজন চা পান করতে করতে কথাবার্তা বলবে।

দুজন গিয়ে কাছের একটি রেস্তোরাঁয় বসল মুখোমুখি। পিপ এস্টেলাকে জিজ্ঞেস করল, এস্টেলা কেন রিচমন্ড যাচ্ছে!

পিপের প্রশ্নের জবাবে এস্টেলা জানাল, সেখানে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে থাকবে। ভদ্রমহিলা এস্টেলাকে নিয়ে নাচের আসরে যোগ দেবেন, নানা পার্টিতে নিয়ে যাবেন তাকে। রিচমন্ডের মানুষ এস্টেলাকে দেখবে, এস্টেলাও দেখবে রিচমন্ডের মানুষ। মোট কথা আধুনিক সুন্দরী মহিলা হিসেবে অভিজাত মহলে পরিচিত করে তোলা আর কী।

কথা প্রসঙ্গে এস্টেলা পিপকে জানাল, মি. পকেটের নিকটজনের মধ্য থেকে কেউ হয়তো মিস হাভিশামের কাছে পিপের বদনাম করে একটি পত্র লিখেছে, সে লিখেছে তুমি তাদের জীবন যাপনকে দুর্বিষহ করে তুলেছ, তারা তোমার জন্য খুবই সমস্যার মধ্যে আছে। অবশ্য মিস হাভিশাম এ পত্রের একটি বর্ণও বিশ্বাস করেননি এবং তোমার ব্যাপার কোনো খারাপ ধারণাও তিনি তার মনে স্থান

দেননি।

পিপ বলল, 'না, তারা আমার ব্যাপারে কখনোই কোনো খারাপ ধারণা পোষণ করে না।'

পিপের উত্তর শুনে এস্টেলা হাসতে লাগল।

পিপ বলল, 'তুমি বোধ হয় আমার কথার কোনো গুরুত্ব দিচ্ছ না এবং মন থেকে বিশ্বাস করছ না।'

এস্টেলা বলল, 'আ রে না, আমি হাসছি এ কারণে যে তারা তোমাকে নিয়ে এমন ষড়যন্ত্রের জাল পেতেছিল তারা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলো।'

ঠিক সময়েই রিচমন্ডগামী কোচ ছাড়ল। কোচ হ্যামারস্মিথের পথে আসতেই পিপ এস্টেলাকে মি. ম্যানুপকেটের বাড়িটা দেখিয়ে বলল, 'হ্যামারস্মিথ থেকে রিচমন্ড খুব একটা দূরে নয়। আশা করি রিচমন্ডে গেলে আমার সঙ্গে তোমার অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে?'

এস্টেলা কোনো রকম ভনিতা না করে সরাসরি বলল, 'তুমি সেখানে গেলে অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা হবে। মিস হাভিশাম বলেছেন, তোমার যখন ইচ্ছে হবে আমার সঙ্গে তুমি সাক্ষাৎ করতে পারবে।'

পিপ আশ্চর্য হয়ে এস্টেলার মুখের দিকে তাকাল। ওর চোখে-মুখে যেন কেমন একটা বিষণ্নতার আভা ছড়িয়ে পড়েছে, বিষণ্ন হাসি হেসে এস্টেলা বলল, 'এসব কিছুই মিস হাভিশামের পরিকল্পনা, এটাই জেনে রাখো পিপ।'

এস্টেলার মুখে বিষণ্নতার আভাস বুঝতে পেরেও পিপের অন্তর আনন্দের বন্যায় ভেসে গেল। কারণ এই প্রথমবার এস্টেলা তাকে পিপ বলে সম্বোধন করল। পিপের হাসি হাসি মুখ দেখে এস্টেলার মুখেও হাসি খেলে গেল। পিপ কিন্তু এস্টেলার মুখের সেই হাসির মাঝে একটু নিষ্ঠুরতার ছায়া দেখতে পেল।

ওরা খুব দ্রুতই রিচমন্ডে এসে পৌঁছল। সবুজ রঙের একটা পুরনো ধাঁচের অভিজাত বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। মনে হয় বাড়িটার চারপাশ দিয়ে একসময় অনেক পুরনো বৃক্ষ ছিল, সৌন্দর্য বাড়ানো জন্য বৃক্ষগুলোকে আধুনিক ছাঁচে ছেঁটে রাখা হয়েছে।

গেটে ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে চেরি ফলের মতো গায়ের রং দুজন পরিচারিকা এসে গেট খুলে দিল।

এস্টেলার বাক্স-পেটরাগুলো দ্রুত বাড়ির মধ্যে চালান হয়ে গেল। এস্টেলা 'শুভরাত্রি' জানিয়ে পিপের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, এরপর ভেতরে চলে গেল সে।

পিপ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল বাড়ির গেটে। ভাবল, আহা, সে যদি এই বাড়িটাতে এস্টেলার সঙ্গে বাস কতে পারত তাহলে কী সুখই পেত সে। পরক্ষণেই ভাবল, না, আমি তাকে নিয়ে সুখী হতে পারব না; কিন্তু সর্বদাই একটা বেদনা জেগে থাকবে মনে।

পিপ পরের গাড়িতেই আবার হ্যামারস্মিথে ফিরে এলো। সঙ্গে নিয়ে এলো বুক ভরা হতাশা আর বেদনাবোধ।

পিপ তার মনের কোনো থই পেল না। দুঃখ, হতাশা, তিক্ততা, নিরাশা সব যেন কেমন জট পাকিয়ে গেছে। এস্টেলার সঙ্গে কিছুক্ষণ একসঙ্গে কাটানোর পরই পিপের মধ্যে এ রকম একধরনের হতাশাবোধ জন্ম নেয়।



চৌত্রিশ

পিপ ছিল রীতিমতো বেহিসাবি, সে বিলাসবহুল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছিল। যার ফলে তার প্রতি মাসে প্রাপ্য টাকার চাইতে আরো দ্বিগুণ তিন গুণ অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। মি. জ্যাগার্সের মাধ্যমে সে তার সহায়তাকারীর কাছ থেকে যাতে আরে বেশি টাকা তাকে দেয় তেমন আবেদন জানাল। পিপের বন্ধু হার্বার্টেরও ঠিক পিপের মতোই বেহিসাবি স্বভাব ছিল।

প্রায়ই ওরা দুজন বিলাসবহুল হোটেলে ভোজন পর্ব সারত এবং কখন তারা কোথায় কত ঋণ করত তা খাতায় লিখে রাখত। এভাবে তারা দুজনই ক্রমে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ল।

পিপ ও হার্বার্ট দুজনই একটি ক্লাবের সদস্য হয়ে সেখানে ইচ্ছেমতো টাকা ওড়াতে শুরু করল। ড্রামলও ওই ক্লাবের সদস্য। পিপের এই বিলাসবহুল কর্মে উৎসাহ প্রদান করত সে।

বৎসরের শেষে দেখা যেত, প্রচুর টাকা ঋণ হয়েছে তাদের এবং এই ঋণ পিপকেই শোধ করতে হতো।

কে কত বেশি টাকা খরচ করতে পারে ঋণ করে তার প্রতিযোগিতা চলত দুজনের মাঝে।

এমন হয়েছে, যদি হার্বার্ট ঋণ করেছে ১৬৪ পাউন্ড তাহলে পিপ বলত অবশ্যই সে হার্বার্টের এই ঋণকে ছাড়িয়ে যাবে, কম করে হলেও আরো ২০০ পাউন্ড সামনে এগিয়ে যাবে সে। দেখা যেত পিপ সবর্দা ঋণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকত।

পিপ ও হার্বার্ট যখন তাদের ব্যাক্তিগত কোনো কাজে ব্যস্ত থাকত তখন তারা তাদের বাইরের গেট বন্ধ করে রাখত। এমন অবস্থায় একদিন পিপ দেখল, দরজার ফাঁক দিয়ে একটি পত্র টুপ করে এসে পড়ল ভেতরে। হার্বার্ট তা কুড়িয়ে এনে পিপের হাতে দিয়ে বলল, 'পিপ, এটা তোমার পত্র।' পিপ ভাবল, এটা হয়তো গুরুত্বহীন সাধারণ কোনো পত্র হবে। কিন্তু পত্রের ওপর কালো রঙের

বর্ডার টানা দেখে ওর মধ্যে একটা অজানা আশঙ্কার উদয় হলো।

পত্রের ওপরে ট্র্যাব অ্যান্ড কম্পানির স্বাক্ষর দেওয়া। পত্র খুলে পাঠ করে দেখল। তার বোন মিসেস গার্গেরি গত সোমবার রাতে মারা গেছেন, আগামী সোমবার তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে বিকেল ৩টার সময়।



পঁয়ত্রিশ

জীবনে এই প্রথমবার পিপের সামনে কবরের দরজা উন্মুক্ত হলো। এখনো যেন সে দেখতে পাচ্ছে তার বোন রান্নাঘরে ইজিচেয়ারে বসে আছে। বহুদিন সে এ রকম চলৎশক্তিহীন অবস্থায় পড়ে ছিল। তবে মৃত্যুর সময় কোনো কষ্ট নিয়ে সে মারা যায়নি।

সোমবার খুব ভোরেই পিপ যাত্রা করল বাড়ির উদ্দেশে। কোচ এসে গাঁয়ের স্টেশনে থামতেই সোজা নেমে সে বাড়ির পথ ধরল।

সময়টা গ্রীষ্মকাল তখন, পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। পথ চলতে চলতে পিপ ওর অভাগী বোনের কথা ভাবতে লাগল। বোনটা ছিল খুবই খিটখিটে মেজাজের। তার কাছ থেকে কোনো দিনই কোনো আদর কিংবা স্নেহ-মমতা পয়নি পিপ, শুধু তাচ্ছিল্যই পেয়েছে। কিন্তু আজ চমৎকার এই দিনটিতে গাঁয়ের পথে চলতে গিয়ে বোনের কথা ভেবে ওর দু' চোখে অশ্রুর বান ডাকল। বোনের প্রতি পিপের যে বিরূপ মনোভাব ছিল তা যেন আজ চোখের জলে একেবারে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল।

পিপ ওর বোনের বাড়িতে এসে পৌঁছল, দেখতে পেল গ্রামের সকল বালক-বালিকা এবং স্ত্রীলোক সবাই ওর বোনের শেষ যাত্রার সম্মানে কালো ব্যাজ ধারণ করেছে এবং গৃহের দরজা-জানালাগুলো বন্ধ রেখেছে। পিপ সরাসরি জোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। আহা, বেচারা জো, কালো একটা আলখাল্লা পরে বসে আছে। পিপ তাকে সম্ভাষণ জানাতেই সে শুধু একটা হাত বাড়িয়ে দিল পিপের দিকে।

বিডিও কালো একটা পোশাক পরে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে নানা কাজের তদারকি করছে। পিপ বিডির সঙ্গে বলতে গিয়ে ভাবল এখন কোনো আলাপের সময় নয়, এটা মনে করে সে আবার জোর পাশে গিয়ে বসল। ট্র্যাব অ্যান্ড কম্পানি শেষকৃত্যের ব্যাপারে সকল রকম সহায়তা প্রদান করছে। মি. পাম্বলচুক শোক পরিধান করেছেন।

মি. ট্র্যাব এবার সবাইকে রুমাল বের করতে নির্দেশ দিলেন। পিপসহ সবাই তাদের রুমাল বের করে মুখে চাপা দিল।

পিপের বোনকে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বাইরে বের করে আনা হলো। কালো কাপড়ে আবৃত কফিনটি ছয়জন মানুষ কাঁধে করে নিয়ে আসছে। কালো কাপড়ে ঢাকা কফিন এবং ছয়জন মানুষের ১২টি পা দেখে মনে হলো যেন কালো একটি ড্রাগন হেঁটে আসছে। বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো পিপের মুখ থেকে, 'আহা, আমার অভাগী বোন।'

শবযাত্রায় পাড়া-প্রতিবেশী সবাই অংশগ্রহণ করল। গ্রামের পাশের গির্জার সমাধিক্ষেত্রে পিপের ছোট ভাই-বোন আর মা-বাবার কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হলো।

শেষকৃত্যের সকল কাজ চুকে যাওয়ার পর পিপ বিডি আর জো বাড়ি ফিরে এলো। খেতে বসল ওরা সবাই একসঙ্গে। কিন্তু আজ আর রান্নাঘরে নয়, সবাই খেতে বসল বসার ঘরে। ওরা তিনজনই যেন কেমন অস্বস্তিতে ভুগছিল। কেউ সহজ হতে পারছিল না আগের মতো।

খাওয়াদাওয়া শেষে ওরা সবাই জোর কামারশালায় গিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগল।

পিপ একসময় জোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাই জো, আমি আজ রাত্রিটা তোমাদের সঙ্গে কাটাতে চাই, তোমাদের ছোট ঘরটায় আমি থাকতে পারব কি? তোমার কোনো আপত্তি আছে কি?'

পিপের অনুরোধে খুবই খুশি হলো জো। উৎফুল্ল হয়ে সে বলল, 'এক রাত কেন পিপ, তোমার যত দিন খুশি তুমি এখানে থাকতে পারবে।'

পিপ জানতে পারল, ওর অভাগী বোনের শেষ তিনটি কথা ছিল, 'জো, আমাকে ক্ষমা কোরো, পিপ আর বিডিও যেন আমাকে ক্ষমা করে।' এরপর পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অরলিকের দিকে একবার তাকাল। ওর বোন যখন মারা যায় তখন অরলিক নাকি জোর পাশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল।

বিডি বলল, 'তোমার বোনের মৃত্যু সংবাদ আমি অরলিককে দিইনি, কারণ সংবাদ পেলেই এসে হাজির হবে এবং আমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খুঁজবে।'

অরলিক এখন কোথায় আছে এ কথা জানতে চাইলে বিডি জানাল, 'কাছেই একটা ইটখোলায় কাজ করছে বর্তমানে। মাঝে মাঝেই আমার পিছু নেয় এবং

আমার সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করে।'

বিডির কথা শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠল পিপ, তার মনে হলো এক্ষুনি অরলিককে কাছে পেলে পিটিয়ে একেবারে তক্তা বানিয়ে দিত সে।

বিডি পিপকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আমার জন্য কোনো চিন্তা কোরো না পিপ, জো আমার পাশে আছে, কোনো ভয় নেই আমার।' এটা বলে শান্তশিষ্ট জোর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল বিডি। এরপর বিডি বলল, 'পিপ, জো তোমাকে ঠিক তার নিজের পুত্রের মতোই ভালোবাসে।'

এটি শোনার পর পিপ যেন মরমে মরে যেতে লাগল, ভাবল, তার বোন জামাইটি কতই না সহজ মনের অধিকারী। সে কিনা এমন সহজ-সরল মানুষটিকে নিয়ে লজ্জাবোধ করে আর গেঁয়ো বলে অবহেলা করে! আবেগ ভরে পিপ বিডির দিকে তাকিয়ে বলল, 'বিডি, আমি কখনোই জোকে দূরে ঠেলে দেব না, সময় পেলেই আমি ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসব।'

পিপের কথায় বিডির চোখ-মুখে হাসির আভা খেলে গেল। উৎফুল্ল হয়ে সে বলল, 'সত্যি, আবার আসবে তুমি পিপ?'

পিপ বলল, 'কথা দিলাম, অবশ্যই আসব বিডি।'

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগল পিপ। ছোট্ট ঘরের কাঠের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল; এরই মাঝে জো তার কামারশালায় কাজ শুরু করে দিয়েছে। জোর চোখে-মুখে খেলা করছে উদীয়মান সূর্যের আভা।

যাত্রার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করে পিপ কামারশালায় জোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'বিদায় আমার প্রিয় জো, এবার তাহলে আমি যাই', বলল পিপ।

জো বলল, 'যাই বোলো না পিপ, বলো আমি এবার আসি।'

পিপ বলল, 'কান্নাকাটি কোরো না, মহান ঈশ্বর তোমার সহায় হবেন। আমি আবার তোমার কাছে আসব।'

জো এবং বিডিকে কথা দিয়ে এলেও পিপ বহুদিন তার গ্রামে বোন জামাই আর বিডির কাছে যেতে পারেনি।



ছত্রিশ

বেহিসাবির মতো টাকা খরচ করে পিপ এবং হার্বার্ট দুজনই রীতিমতো ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ল। এই ঋণের কারণে দুজনের অবস্থাই খুব নাজুক হয়ে পড়ল, মানসম্মান বজায় রাখাই কঠিন দাঁড়াল পিপের পক্ষে।

পিপের চেয়ে হার্বার্টের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ল। পিপ বেহিসাবি খরচ করে ঋণগ্রস্ত হলেও ওর ঋণ শোধ করার মতো ক্ষমতা ছিল ধনী সেই শুভাকাঙ্ক্ষীর। হার্বার্টের ছিল না। আর পিপের জন্য আরেকটি সহায়ক ব্যাপার ছিল ওর ২১ বছর পূর্ণ হতে চলেছে, শুভাকাঙ্ক্ষীর সকল সম্পত্তির মালিক হবে সে। তখন পিপের আর টাকা-পয়সার কোনোই সমস্যা থাকবে না। কিন্তু হার্বাটের তো এমন কোনো সুবিধা নেই।

এরই মধ্যে একদিন মি. জ্যাগার্স পিপকে তার অফিসে ডেকে পাঠালেন। পিপ মি. জ্যাগার্সের সামনে গিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল।

মি. জ্যাগার্স জানতে চাইলেন, সে বিশেষ কোনো কিছু বলতে চায় কি না।

পিপ বলল, 'স্যার, আমি আমার সেই শুভাকাঙ্ক্ষীর পরিচয়টা কি এখন পাব?'

মি. জ্যাগার্স অসম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বললেন, 'না, পাবে না। অন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করো।'

'এবার আমি আপনার কাছে কি পিছু পাব?' সংকোচের সঙ্গে বলল পিপ।

মি. জ্যাগার্স বললেন, 'আমি জানি তুমি এটার জন্যই আসলে আমার কাছে এসেছ।' মি. জ্যাগার্স ওয়েমিককে ডাকলেন এবং একটি কাগজে মোড়ানো বান্ডিল পিপের হাতে দিতে বললেন। বান্ডিলটা হাতে নেওয়ার পর মি. জ্যাগার্স বললেন, 'বলো তো এর মাঝে কী আছে?'

পিপ বলল, 'ব্যাংক নোট স্যার।'

মি. জ্যাগার্স বললেন, 'আমি জানি তুমি খুবই সাধারণ একজন সহ-সরল ছেলে, কিন্তু ঋণের বেলায় তো তার বিপরীত দেখছি, তুমি মানুষটি ছোটখাটো হলেও ঋণের অঙ্কটা কিন্তু বেশ বড়ই বানিয়েছ।'

পিপ বান্ডিল খুলে দেখল তাতে ৫০০ পাউন্ডের নোট আছে।

মি. জ্যাগার্স বললেন, 'পিপ, এটা তোমার জন্য তোমার শুভাকাঙ্ক্ষীর একটা উপহার। ধার-দেনা যখন করেই ফেলেছ, তার জন্য চিন্তা কোরো না, আশা করি সেসব শোধ হবে অচিরেই।'

পিপ মি. জ্যাগার্সকে ধন্যবাদ জানাতেই তিনি বললেন, 'এ ধন্যবাদ আমার প্রাপ্য নয়, এটা তোমার সেই শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রাপ্য। আমি আমার পেশাগত দায়িত্ব পালন করছি, অবশ্য এ জন্য আমি আমার মক্কেল অর্থাৎ তোমার শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছ থেকে টাকাও পাচ্ছি।'

মি. জ্যাগার্স এরপর পিপকে জানালেন, এবার থেকে পিপ বছরে ৫০০ পাউন্ড করে পাবে। তা ছাড়া পিপের এখন ২১ বছর পূর্ণ হয়েছে, সে নিজেই তার টাকা-পয়সার দেখাশোনা করতে পারবে, তার মতো কোনো অভিভাবকের তার আর কোনো প্রয়োজন হবে না।

পিপের পকেটে এখন ৫০০ পাউন্ডের নোট। সে মি. জ্যাগার্সকে ওই দিন সন্ধ্যায় দামি একটি হোটেলে খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল। মি. জ্যাগার্স তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

টাকাটা হাতে পেয়ে প্রথমে বন্ধুর কথা মনে পড়ল পিপের। সে ভাবল তার বন্ধু হার্বার্টকে কীভাবে কোনো ব্যবসাকর্মে টাকা-পয়সা দিয়ে সহায়তা করা যায়। কাজটি খুবই চালাকির সঙ্গে করতে হবে, কারণ হার্বার্ট যদি জানতে পারে যে পিপ তাকে টাকা দিচ্ছে তাহলে সে টাকা সে কিছুতেই গ্রহণ করবে না। এসব বিষয়ে হার্বার্টের আত্মমর্যাদা খুবই উঁচু। শেষ পর্যন্ত পিপ সিদ্ধান্ত নিল মি. ওয়েমিকের পরামর্শ গ্রহণ করবে সে।

মি. ওয়েমিক পিপের বন্ধুকে টাকা দ্বারা সহায়তা করার বিষয়টি শুনে প্রথমেই এ চিন্তাকে তিনি নাকচ করে দিলেন।

মি. ওয়েমিক তার হাতের আঙুলগুলো নাচাতে নাচাতে বললেন, 'মনে করো আমার আঙুলগুলো প্রতিটি একটি করে ব্রিজ, তুমি তোমার ব্রিজটি বেছে নাও।'

পিপ এসব ইঙ্গিতের কিছুই বুঝতে পারল না।

ওয়েমিক বলল, ‘একটি ব্রিজ বেছে নাও, মনে করো এটা টেমস নদীর ব্রিজ, তুমি তোমার টাকাগুলো মনে করো টেমস নদীর ব্রিজের মধ্যখানে পিলার ঘেঁষে ফেলে দিলে, টাকাটার ওখানেই সমাপ্তি।’

পিপ বলল, ‘আপনি আমাকে নিরুৎসাহিত করছেন মি. ওয়েমিক!’

মি. ওয়েমিক বললেন, ‘বিদায় মি. পিপ, তুমি যা ভালো মনে করো করতে পারো।’



সাঁইত্রিশ

রবিবারে পিপ ওয়ালওয়ার্থে গিয়ে মি. ওয়েমিকের দুর্গে হাজির হলো। মি. ওয়েমিকের বৃদ্ধ পিতা জানালেন ওয়েমিক বাইরে গেছেন, শীঘ্রই ফিরে আসবেন। ওয়িমিকের পিতা তার পুত্র আইনের ক্ষেত্রে কীরূপ সাফল্য অর্জন করেছেন এসব বিষয়ে আলোচনা জমিয়ে তুললেন। পিপ শুধু তার কথায় মাঝেমধ্যে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে সায় দিতে থাকল।

বৃদ্ধের সঙ্গে পিপের আলাপ চলতে চলতেই মি. ওয়েমিক তার বান্ধবী স্কিফিনকে নিয়ে হাজির হলেন। মহিলার চোখে-মুখেও ওয়েমিকের মতো কাঠিন্য বিরাজ করছে, মহিলা বেশ বয়সী, যাকে রীতিমতো শ্রদ্ধা করা যায়।

মি. ওয়েমিক এসেই বললেন, 'পিপ এসো, তাকিয়ে দেখো, শীতকালে দ্বীপটির চেহারা কেমন দেখা যায়।' পিপ এই সুযোগ কাজে লাগাল, কারণ এই সুযোগে সে হার্বার্টকে সহায়তা করার বিষয়টি ওয়েমিককে জানাতে পারবে এবং তার পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে। পিপ মি. ওয়েমিকের কাছে হার্বার্টের সঙ্গে তার যে অন্তরঙ্গতা ও সখ্য সে বিষয়ে সব খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা করল। হার্বার্ট সম্পর্কে যতটা ভালো মন্তব্য করা সম্ভব সবই করল পিপ। পিপ ওয়েমিককে বলল, আপনি আপনার অভিজ্ঞতা দ্বারা হার্বার্টকে সহায়তা করুন এবং পরামর্শ প্রদান করুন।

পিপের প্রস্তাবে মি. ওয়েমিক দীর্ঘক্ষণ চিন্তাভাবনা করলেন এবং পরে পিপকে বললেন, 'ঠিক আছে, মিস স্কিফিনের এক ভাই অ্যাকাউনট্যান্ট, তার সঙ্গে পরামর্শ করে দেখা যাক বিষয়টা নিয়ে কী করা যায়।'

মি. ওয়েমিক ও পিপ দুজনই ওয়েমিক সাহেবের দুর্গবাড়ি থেকে বাসায় ফিরে এলো, সেখানে মিস স্কিফিনের তৈরি চা পর্বে যোগ দিল দুজন। ওয়েমিকের পিতা উচ্চ স্বরে খবরের কাগজ পড়ছিলেন চায়ের টেবিলে, আর এই সুযোগে মি. ওয়েমিক মিস স্কিফিনের কোমর জড়িয়ে ধরে টেবিলে বসালেন।

শেষ পর্যন্ত মি. ওয়েমিকের পরামর্শমতো পিপ ক্লারিকার নামে একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করল। মি. ক্লারিকার হার্বার্টকে পার্টনার করে নেওয়ার আগে একটা শর্ত দিলেন। শর্তটি হলো, প্রথমেই অর্থাৎ এক্ষুনি মি. ক্লারিকারকে ৫০০ পাউন্ড দিতে হবে এবং পাঁচ বছর ধরে বছরে ২০০ পাউন্ড করে দিতে হবে তবেই হার্বার্ট তার ব্যবসার পার্টনার হতে পারবে। কারণ ক্লারিকারের জমানো এ ব্যবসায় লাভের ভাগই বেশি।

ক্লারিকার প্রস্তাবে খুশি মনে রাজি হলো পিপ। তবে সেও ক্লারিকারকে একটি শর্ত প্রদান করল যে, তার সঙ্গে ব্যবসা করার জন্য পিপ যে অর্থ প্রদান করছে এটা যেন হার্বার্ট কোনোক্রমেই জানতে না পারে।

ক্লারিকার যখন হার্বার্টকে ব্যবসায় এই প্রস্তাব দিল তখন হার্বার্ট উৎফুল্ল চিত্তে তা গ্রহণ করল। আরো খুশি হলো এই ভেবে যে, ব্যবসা সূত্রে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে পারবে। ব্যবসা সূত্রে সে যাবে প্যারিসে, তাকে যেতে হবে কায়রোতে। হার্বার্টের খুশি দেখে পিপও খুব খুশি হলো।

এ রকম একটি কাজ করতে পেরে পিপ মন থেকে খুব খুশি হলো, ওর মনে হলো ওর জীবনের মহত্তম কাজটি সে করতে পেরেছে। কিন্তু পিপ নিজের জীবন নিয়ে খুশি হতে পারল না। কারণ এস্টেলার জন্য তার জীবনের একটি পৃষ্ঠা সে ইতিমধ্যে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু এটি যেন তার হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে পারছে না কিছুতেই।



আটত্রিশ

রিচমন্ডে এস্টেলাকে যে মহিলা সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবেন সে মহিলার নাম মিসেস ব্রান্ডলি। বিধবা তিনি, তার একটি মেয়ে আছে এস্টেলার চাইতে দু-এক বছরের বড়। মিস হাভিশামের নিঃসঙ্গ জীবনে চলে যাওয়ার পূর্বে মিসেস ব্রান্ডলি তার অন্তরঙ্গ বান্ধবী ছিলেন।

বারবার রিচমন্ডে গিয়ে এস্টেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা পিপের একটি প্রধান কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই সে এস্টেলার কাছে থেকে ভাঙা মন নিয়ে ফিরে এসেছে। পিপের সঙ্গে এস্টেলার যে সম্পর্ক তৈরি হওয়ার কথা ছিল তা যেন হচ্ছে না মোটেই, এস্টেলা যেন ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে তার কাছ থেকে। পিপ লক্ষ করছে এস্টেলা আর আগের মতো নেই, কেমন যেন এড়িয়ে চলে তাকে।

পিপের মনে হয় রিচমন্ডের সবুজ যে বাড়িটাতে এস্টেলা বাস করে সেটি যেন তার আত্মার সঙ্গে মিশে গেছে। সে মরে গেলেও তার প্রেতাত্মা ওই বাড়িটার মায়া ত্যাগ করতে পারবে না, আশপাশে ঘুরে বেড়াবে।

এস্টেলার সঙ্গে পিপের যখনই সাক্ষাৎ হয়েছে তখনই সে দেখেছে, এস্টেলার চারপাশে নানা শ্রেণির ভক্ত যুবকের ভিড় লেগেই আছে। সবার মুখে মুখে এস্টেলার রূপের প্রশংসা। এস্টেলা তখন মেতে আছে নাচের আসর ও নানা পার্টির মৌতাতে। এটি সত্যি যে, এস্টেলা পিপকে কোনো রকম মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করেনি কখনো। এস্টেলা বলেছে, তার মাঝে কোনো কোমলতা নেই, হৃদয়ে নেই কোনো ভালোবাসা। সে পিপকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, তার প্রতি সে যেন কোনো রকম ভালোবাসা পোষণ না করে, মিছেমিছি মায়া বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। কিন্তু পিপ এস্টেলার এ কথাগুলো মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি, সে ভেবেছে এস্টেলা যা বলেছে এটা একেবারেই অসম্ভব একটা ব্যাপার।

এরই মাঝে এস্টেলা মিস হাভিশামের কাছ থেকে একটা সংবাদ পেল, সংবাদে বলা হয়েছে, এস্টেলা যেন মিস হাভিশামের সঙ্গে অবশ্যই সাক্ষাৎ করে। এস্টেলা পিপকে সঙ্গে নিয়ে হাভিশামের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করল। মিস হাভিশামই নির্দেশ দিয়েছিল এস্টেলা যেন পিপকে সঙ্গে নিয়ে আসে।

পিপ হাভিশামের বাড়ি পৌঁছে দেখল, সবই আগের মতোই আছে। স্বল্পালোকিত একটি কক্ষে মিস একাই বসে আছেন ফায়ারপ্লেসের সামনে, টেবিলে ছড়ানো রয়েছে তার বিয়ের পোশাক।

পিপ, এস্টেলা ও মিস সবাই মিলে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসল। মিস হাভিশাম এস্টেলার হাতটা টেনে নিলেন নিজের কাছে, কিন্তু মুহূর্তেই এস্টেলা হাভিশামের বাহুবন্ধন থেকে সরিয়ে নিল নিজের হাত।

মিস হাভিশাম বললেন, 'তুমি কী আমাকে সহ্য করতে পারছ না এস্টেলা?'

ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকিয়ে এস্টেলা বলল, 'আমি আমার নিজেকেই মনে হয় সহ্য করতে পারছি না।'

হাতের লাঠিটা মেঝেতে ঠুকে মিস চিৎকার করে বললেন, 'তুমি যা বলছ তা কি সত্যি ?'

এস্টেলা তখনো তাকিয়ে আছে ফায়ারপ্লেসের দিকে, ওর সুন্দর মুখটাতে মনে হলো নিষ্ঠুরতার একটা ছায়া খেলা করছে।

মিস হাভিশাম চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তুমি নিরেট একটা পাথর এস্টেলা, তুমি একেবারেই শীতল প্রাণ।'

'সে জন্য তো আপনিই দায়ী, 'রাগের সঙ্গে বলল এস্টেলা, 'আপনিই আমার এ পরিণতির জন্য দায়ী।'

হাভিশাম বললেন, 'তুমি কী এ জন্য দায়ী নও?'

'দেখো, তাকিয়ে দেখো, ওর ভেতরের কাঠিন্যকে', কান্নাজড়িত স্বরে বললেন হাভিশাম।

এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে এস্টেলা ও মিস হাভিশামের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলো। পিপ সে রাতে মিস হাভিশামের বাড়িতেই থেকে গেল।

পিপ এই প্রথম মিস হাভিশামের বাড়িতে রাত্রি যাপন করল। সে যে কক্ষটিতে শয়ন করেছিল সে ঘর থেকে মিস হাভিশামের ডাইনিংরুম পুরোটাই দেখা যায়।

গভীর রাতে পিপ দেখল, মিস হাভিশাম একটি মোমবাতি হাতে নিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ভূতের মতো চলাফেরা করছেন আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। সারারাত মিস হাভিশাম শুধু এ ঘর থেকে ও ঘরে ঘুরে বেড়ালেন পাগলের মতো আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন, ঘুমাতে গেলেন না।

পরদিন পিপকে সঙ্গে নিয়ে এস্টেলা রিচমন্ডের উদ্দেশে যাত্রা করল।

পিপ এবার রিচমন্ডে গিয়ে একটি বিষয় প্রত্যক্ষ করে রীতিমতো অবাক হলো। এস্টেলা ড্রামলের মতো একটা বাজে লোককে রীতিমতো প্রশ্রয় দিয়েছে। মোট কথা ড্রামলের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। সে অবাক হলো এস্টেলার মতো একটা মেয়ে কী করে সব যুবকের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। খুব বেশি রকম প্রশ্রয় পেয়ে গেছে ড্রামল এস্টেলার কাছে। পিপ একবার এস্টেলাকে বলল, 'এস্টেলা, তুমি কিন্তু আমাকে তোমার পূর্বের দৃষ্টিতে দেখছ না। কেমন যেন আমাকে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছ। আর অন্য যুবকদের দিকে তাকিয়ে তুমি যেমন হাসো আমার দিকে তাকিয়ে কিন্তু তেমন করে হাসি ছড়িয়ে দাও না।'

এস্টেলা বলল, 'পিপ, আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে চাই না। অন্যদের প্রতারণা করা এবং ফাঁকি দেওয়া আমার একটা অভ্যাস বলতে পারো।'

প্রচণ্ড একটা অগ্নিদাহে পিপের হৃদয়টা যেন ছাই হয়ে গেল সে মুহূর্তে।



উনচল্লিশ

পিপের বয়স ২৩ বছর পূর্ণ হলো। হার্বার্ট এখন ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে খুবই ব্যস্ত, ব্যবসার কাজে সে এখন প্যারিসে। সেদিন পিপ একাকী তার ঘরে বসে পড়াশোনা করছিল। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়-জল। অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে অনবরত। হার্বার্ট লন্ডনের বাইরে থাকায় পিপের ভীষণ একা একা লাগছিল। সে রাতে বাইরে বের হওয়ার কোনো উপায় ছিল না। পিপ একা তার পড়ার টেবিলে বসে বইয়ে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছিল। এমন সময় হঠাৎ সিঁড়িতে কার যেন পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল সে, ঘড়িতে ১১টা বাজে, বাইরে প্রচণ্ড দুর্যোগ। পিপের মনে হলো তার অভাগী বোনের পায়ের আওয়াজ। দূর, তাই কী হয়? মন থেকে উদ্ভট চিন্তা সরিয়ে দিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে বাইরে বেরোল সে। এমন সময় অন্ধকার সিঁড়ি থেকে আওয়াজ এলো, 'পিপ নামে কেউ আছে কি?'

পিপ জানাল, 'এই তো এখানেই ওপরে আছে সে। কোনো খারাপ খবর নাকি?'

লোকটি বলল, 'না না, কোনো দুঃসংবাদ নয়।'

আলোর সামনে এগিয়ে এলো লোকটি, কিন্তু পিপ তাকে চিনতে পারল না। লোকটার যেন কেমন রুক্ষ চেহারা, গায়ে ভারী পোশাক, মনে হয় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছে সে, কিংবা সমুদ্র ভ্রমণে বের হবে এমন বোধ হচ্ছে। লোকটার মাথার চুলগুলো বেশির ভাগই সাদা, বয়স প্রায় ষাটের মতো হবে, কিন্তু শরীরের বাঁধন বেশ শক্তপোক্ত। মুখটা যেন কেমন তামাটে আর রোদে পোড়া।

লোকটি সামনে এগিয়ে এসে পিপের দিকে তার দুটো হাত বাড়িয়ে দিল।

পিপ জানতে চাইল তার কাছে লোকটির কোনো প্রয়োজন আছে কি না। লোকটার হাবভাব দেখে বেশ অবাকই হলো পিপ।

লোকটি বিড়বিড় করে বলল, 'কাজ, হ্যাঁ কাজ, কাজই আছে; কাজের কথাই বলব।'

পিপ জানতে চাইল সে ভেতরে আসতে চায় কি না। লোকটিকে ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া ঠিক হবে কি না এ নিয়ে খুবই দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেল পিপ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর বাধা দিল না লোকটিকে।

লোকটি ঘরে প্রবেশ করে চারপাশ ভালো করে তাকিয়ে দেখে কেমন যেন অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, মনে হয় ঘরটি দেখে সে বেশ সন্তুষ্ট। এরপর লোকটি পিপের দিকে তার দুই হাত এগিয়ে দিল।

পিপ ভাবল, লোকটি আসলে পাগল নাকি। বেশ কড়া সুরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এখানে কী উদ্দেশ্যে এসেছেন স্পষ্ট করে বলুন।'

পিপের কড়া সুরে লোকটি মনে হয় একটু ব্যথা পেল। বিষণ্নতার ছায়া খেলে গেল তার চোখে-মুখে।

বিড়বিড় করে লোকটি বলল, 'আসলে এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি আজকের এই ক্ষণটির জন্য ভেতরে ভেতরে বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। বহু দূরের রাস্তা পার হয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি আমি। আসলে আমারই ভুল হয়েছে, আমাকে একটুখানি সময় দাও, পরে তোমাকে সব কথা বলব আমি।' দুই হাতে মুখ চাপা দিয়ে লোকটি অনেকক্ষণ ঝিম হয়ে বেসে রইল। এরপর মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, 'পিপ, তুমি ছাড়া এখানে আর কোনো মানুষ আছে কি?'

পিপ তার প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করার অর্থ কী?'

লোকটি বলল, 'খুব ভালো, তুমি দেখছি বেশ সাহসী, আমার খুবই ভালো লাগছে, আমি আশা করেছিলাম এভাবেই তুমি বেড়ে উঠবে।'

লোকটির কথা হঠাৎ করেই পিপের সামনে যেন বিদ্যুৎ চমকের মতো তার চেহারাটা ঝলসে উঠল। পিপ অবাক হলো, তার ছেলেবেলার সেই কয়েদিকে নিজের সামনে দেখে, একেই সে বহুকাল আগে গ্রামের গির্জা প্রাঙ্গণের কবরস্থানে দেখেছিল।

লোকটি এক দৃষ্টিতে পিপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে বুঝতে পেরেছে যে, পিপ তাকে এবার চিনতে পেরেছে।

লোকটি আবার পিপের দিকে তার দুই হাত বাড়িয়ে দিল। পিপ এবার অনিচ্ছা ভরে হলেও নিজেও দুই হাত তার দিকে এগিয়ে দিয়ে তার হাত দুটো ধরল।

লোকটি পিপের হাতে চুমু দিয়ে বলল, 'পিপ, সেদিন তুমি আমার সঙ্গে খুবই সুন্দর আচরণ করেছিলে। পিপ, তুমি সেদিন গির্জা প্রাঙ্গণে আমার যে উপকার করেছিলে সে উপকারের ঋণ আমি কোনো দিনই শোধ করতে পারব না। তোমার সেই ঋণের বোঝা আমি এখনো বয়ে বেড়াচ্ছি, তোমার সেই ঋণের কথা আমি কোনো দিন ভুলব না, যত দিন বেঁচে থাকব তত দিন মনে রাখব। আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতে এসেছি পিপ।'

লোকটার হাবভাব দেখে মনে হলো এবার বুঝি আবেগের বশে লোকটা তাকে আদর করে জড়িয়ে ধরবে, এ জন্য পিপ কিছুটা সরে দাঁড়াল। এরপর বলল, 'আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন এ জন্য আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু একটা অপ্রিয় কথা আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি আর আপনার সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎ করতে পারব না। বহুদিন আগে একটি ঘটনার সূত্রে আমি আপনার কাছাকাছি হয়েছিলাম, সেই পুরনো বিষয়টা এখনো জিইয়ে রেখে কোনো লাভ হবে না। আপনার জীবন আর আমার জীবনের মাঝে এখন ব্যাপক ব্যবধান বিরাজ করছে এটা তো আপনি মানেন, না কি?'

লোকটি পিপের কথা শুনে সায় দিয়ে মাথা নাড়ল।

লোকটার বিষণ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে পিপ লক্ষ করল চোখে-মুখে তার স্নেহ-মমতা আর ভালোবাসার অদ্ভুত একটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে যেন।

পিপ বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে কোনো রকম খারাপ আচরণ করতে চাইনি, আমি সত্যি করেই বলছি, অর্থাৎ এসব কথা আমি আপনার ভালোর জন্যই বলছি। আপনার ভালো হোক এটাই আমি চাই।'

লোকটি পিপকে বললে, সে বহুদিন ধরে অস্ট্রেলিয়ায় বাস করছে। সেখানে চাষাবাদের কাজ আর পশু পালন করে অনেক টাকা-পয়সা করেছে। বর্তমানে সে একজন যথেষ্ট বিত্তবান মানুষ।

এরপর লোকটা পিপের ঘরের ভেতরটা ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। ঘরের নানা রকম জিনিসপত্র, দামি দামি সব আসবাবপত্র সব ধরনের আরামপ্রদ বিলাসবহুল ব্যবস্থা দেখে মুখে হাসি টেনে সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী করে তোমার অবস্থানকে এত উঁচুতে নিয়ে এলে পিপ?'

পিপ তখন লোকটাকে তার অজানা-অচেনা বিত্তবান একজন উপকারী বন্ধুর কথা বলল, যাকে সে কোনো দিন দেখেনি।

পিপের কথা শুনে মানুষটার মুখে একটা রহস্যের হাসি খেলে গেল। পিপের মুখের দিকে তাকিয়ে সে সকৌতুকে বলল, 'তুমি বছরে কত টাকা পাও সে টাকার অঙ্কটা মনে হয় আমি বলতে পারব, তার প্রথম শব্দ পাঁচ, তাই না?'

লোকটার কথা শুনে পিপ যারপরনাই চমকে উঠল।

লোকটা বলল, "পিপ, আমি তোমার অভিভাবকের নামটাও হয়তো বলতে পারি, তোমার অভিভাবকের নামের প্রথম অক্ষর 'জ' তাই না?"

এবার পিপের সামনে সকল রহস্যের দরজা যেন এক মুহূর্তে খুলে গেল। পিপ বুঝতে পারল এই কায়েদিই হলো তার বিত্তবান শুভাকাঙ্ক্ষী। আসলে তার সৌভাগ্যের পেছনে মিস হাভিশামের কোনো ভূমিকা নেই। পিপের সঙ্গে এস্টেলার বিয়ে দেবেন মনে করে পিপ তার মনের মাঝে যে সুখ নিলয় নির্মাণ করেছে তারও কোনো ভিত্তি নেই। পিপ বুঝতে পারল এই কয়েদির আর্থিক সহায়তা পেয়েই তার প্রিয় জোকে ফেলে সে চলে এসেছে। পিপের সামনে সব কিছু যেন কেমন ওলটপালট হয়ে গেল, মনে হলো পায়ের নিচের মাটি যেন টলছে। পিপ ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

'চোস্ত ভদ্রলোক বানাতে পেরেছি। আমি নিজে অনেক কষ্ট করেছি, কিন্তু তোমাকে কোনো সমস্যায় ফেলিনি, তোমার সুখের জন্য আমি সব করেছি। পিপ, বিশ্বাস করো, আমি তোমার অনুগ্রহ লাভের জন্য এসব কথা বলছি না, তুমি এখন যেভাবে আছো এটা দেখে আমার গর্ব হচ্ছে।'

লোকটির এই আবেগ ভরা কথা শুনে পিপ একেবারে হতবাক হয়ে গেল, তার মুখ থেকে একটি কথাও বের হলো না।

লোকটা এবার নীবরতা ভেঙে বলল, 'পিপ, তুমি এত চুপচাপ কেন? অবশ্য তুমি আমাকে এভাবে এখানে আশা করোনি, তাই না? তোমার মনে কি একবারও সন্দেহ জাগেনি যে তোমার সেই উপকারী মানুষটি আমি হতে পারি?'

পিপ বলল, 'না, আমার একবারও এটা মনে হয়নি।' লোকটি বলল, 'আমিই তোমার সেই উপকারী বন্ধু পিপ, তবে মি. জ্যাগার্স ও আমি ছাড়া এ বিষয়টি আর কেউ জানে না। আমার দিকে তাকাও পিপ, দেখো, আমি তোমার দ্বিতীয় পিতা, তুমি আমার পুত্র। আমার সঞ্চিত সব টাকা-পয়সা তোমারই। যখন আমি মেষপালক হিসেবে দিন যাপন করেছি, একাকী একটি নির্জন কুটিরে বাস করেছি, অথবা যখন খাবার খেতে বসেছি তখনই তোমার কথা মনে পড়েছে; মনে হয়েছে আমি কী খাচ্ছি একটি ছোট বালক যেন তা তাকিয়ে তাকিয়ে

দেখছে।'

পিপ কিন্তু ভাবছিল অন্য কথা, সে ভাবছিল তাহলে মিস হাভিশামও এসব ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

লোকটি বলল, 'পিপ অস্ট্রেলিয়া হতে আমার এখানে এসে পৌছানো খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল। পুলিশ যদি জানতে পারে আমি ইংল্যান্ডে এসেছি তাহলে তারা আমাকে ধরে সোজা ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেবে! কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে আর থাকতে পারলাম না।' লোকটির দু' চোখ বেয়ে তখন অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছে, দু' হাতে মুখ ঢাকল সে।

অনেকক্ষণ যাবৎ দুজন চুপ করে রইল কোনো কথাবার্তা না বলে। শেষে লোকটি তার মুখ থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে বলল, 'পিপ, আমি কি আজকের রাতটি তোমার এখানে কাটাতে পারি? এখন যদি আমি রাস্তায় বের হই তাহলে অবশ্যই ধরা পড়ে যাব।'

পিপ বলল, ওর বন্ধু হার্বার্ট এখন প্যারিসে, তার ঘর এখন খালি, সেখানে সে থাকতে পারবে।

পিপ হার্বার্টের ঘরে তার উপকারী বন্ধুকে শুইয়ে, দরজা-জানালাগুলো ভালো করে আটকাল, দরজায় ভালো করে তালা দিল, পিপ ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় লোকটি পিপের হাত দুটো টেনে নিয়ে সোহাগ ভরে চুমো খেল।

পিপ বিছানায় শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। এস্টেলাকে আর হয়তো কোনো দিন ঘরে তোলা হবে না ওর পক্ষে, কিন্তু এ সময় এস্টেলাকে নিয়ে বেশি ভাবনাচিন্তা করলে ওর উপকারী কয়েদি বন্ধুকে রক্ষা করা যাবে না। পিপ ওকে কোথায় লুকিয়ে রাখবে তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। এ সময় হার্বার্ট পিপের কাছে থাকলে ভালো হতো, কিছুটা পরামর্শ গ্রহণ করতে পারত সে।

এই সব সাতপাঁচ বিষয় ভাবতে ভাবতে পিপ একসময় নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল।



চল্লিশ

খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগল পিপ। জেগেই সে ভাবল কী করে তার এই উপকারী বন্ধুটিকে রক্ষা করা যায়। লোকটির নিরাপত্তা ব্যাপারটিই তার কাছে প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াল। লোকটির জন্য পিপের মন বেদনায় ভরে উঠল। হঠাৎ করে পিপের কী যেন মনে হলো, সে দ্রুত নিচে নেমে গেটের প্রহরীকে জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে আমার চাচা এসেছেন, তুমি কী তাকে দেখেছ?'

প্রহরী বলল, 'তাকে আমি আপনার কাছে আসতে দেখেছি। তবে আপনার চাচা যখন আসছিল তখন আরো একটি লোক তার পিছু পিছু আসছিল।'

প্রহরীর কথা শুনে পিপ খুবই চিন্তায় পড়ে গেল, সে বুঝতে পারল, তার উপকারী বন্ধুটির পেছনে লোক লেগেছে।

পিপ প্রহরীর কাছে জানতে চাইল সে লোকটাকে চিনেছে কি না। প্রহরী জবাবে বলল, 'চিনতে পারেনি সে তবে মনে হয় কোনো সাধারণ শ্রেণির একজন মানুষ হয়তো হবে।'

পিপ ওপরে এসে দেখল তার বন্ধুটি তখন ঘুম থেকে জেগেছে। সে তাকে বলল, 'আমি আপনাকে আমার চাচা বলে পরিচয় দিয়েছি।' পিপ তার আসল নাম জানতে চাইল।

লোকটি বলল, 'তার আসল নাম এবেল ম্যাগউইচ, তবে জাহাজে আসার সময় আমি যাত্রী হিসেবে আমার নাম লিখিয়েছি প্রভিস হিসেবে।'

পিপ ম্যাগউইচ বা প্রভিসকে বলল, তার জন্য একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। পিপ জানতে চাইল, সে কত দিন লন্ডনে থাকবে।

প্রোভিস অবাক চোখে পিপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কত দিন বলছ কেন, আমি তো আর অস্ট্রেলিয়া ফিরে যাচ্ছি না পিপ। আমার জীবনের বাকি কটি দিন আমি এখানেই কাটাতে চাই।'

পিপ শেষ পর্যন্ত অনেক খোঁজাখুঁজি করে তার বাসার কাছে প্রোভিসের জন্য একটা বাসা খুঁজে বের করল। এরপর সে প্রোভিসের পরিধানের জন্য খামার চাষিরা যে ধরনের জামাকাপড় পরে সে ধরনের কিছু জামাকাপড় ক্রয় করল। কিন্তু পিপের মন থেকে অস্বস্তি দূর হলো না। এসব জামাকাপড় পরানোর পরও প্রোভিসকে কেমন যেন পালানো আসামির মতো মনে হচ্ছিল তার কাছে।

প্যারিস থেকে হার্বার্ট ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পিপ কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সমস্ত ঘটনা সে হার্বার্টের কাছে খুলে বলল।



একচল্লিশ

ম্যাগউইচ সম্পর্কে যতটুকু পিপ জানে সেটুকুই খোলাখুলি আলাপ করল হার্বার্টের কাছে। পিপের কাছে সব কিছু শোনার পর হার্বার্টও সমস্যায় পড়ে গেল। তারা দুজন মিলে বিষয়টা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে লাগল। হার্বার্ট পিপকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ‘পিপ, তুমি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত থাকো যে, তোমার এই উপকারী বন্ধুটির খবর আমার কাছ থেকে কেউ জানতে পারবে না।’

পিপের বর্তমান অবস্থা খুবই নাজুক পর্যায়ে পৌঁছেছে। সে মোটা রকমের ঋণ করে ফেলেছে এরই মাঝে।

পিপ অস্থির হয়ে বলল, ‘আমি এখন কী করব হার্বার্ট? লোকটার কাছ থেকে তো কোনো টাকা-পয়সা নেওয়া আর সম্ভব নয়। আমাকে অবশ্যই জীবিকার প্রয়োজনে একটি চাকরি নিতে হবে। কিন্তু আমার তো কোনো কর্মের যোগ্যতা নেই। নানা বিষয়ে পড়াশোনা করে এবং বিশেষ ধরনের জীবন যাপন করে আমি ঠিকমতোই ভদ্রলোক বনে গেছি, কিন্তু জীবিকা অর্জনের মতো কোনো কাজকর্ম তো শিখিনি। এখন এই মুহূর্তে আমি কী করব হার্বার্ট?’

হার্বার্ট তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ‘এতটা অস্থির হয়ো না পিপ। তোমার জন্য ভালো একটা চাকরি জোগাড় করা কোনো কঠিন ব্যাপার হবে না আমার পক্ষে। আমাদের কায়রো অফিসের একজন কেরানি নিয়োগ করা হবে। কিন্তু এ মুহূর্তে এ আলাপের চেয়ে আমাদের বন্ধুটির নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করাটাই বিশেষ জরুরি।’

‘তোমার উপকারী বন্ধুটি যদি ইংল্যান্ডে ধরা পড়ে তাহলে নিশ্চিত যে, তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হবে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে ইংল্যান্ডের বাইরে পাঠিয়ে দিতে হবে। প্রোভিস যদি একা না যেতে চায় তাহলে তোমাকেও তার সঙ্গে অবশ্যই যেতে হবে।’

পিপ বলল, ‘সে আমার জন্য যা করেছে তা অনেক’, হার্বার্টকে সে বলল, ‘প্রোভিসের জন্য আমি এখন সব রকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত!’



বিয়াল্লিশ

ম্যাগউইচ এবার পিপের কাছে তার জীবনকাহিনি বর্ণনা করল।

ম্যাগউইচ ছোটবেলা থেকেই পিতৃমাতৃহীন, এতিম। তার বাবা-মা যে কারা তা সে আদৌ জানে না। একজন যাযাবর মিস্ত্রির কাছে সে লালিত-পালিত হয়েছে। মাঝেমধ্যে সে কাজেকর্মে মনোযোগ প্রদান করলেও তার অধিকাংশ সময় কেটেছে চুরি, জালজোচ্চুরি, ফাঁকিবাজি, পরের দ্রব্য অপহরণ ইত্যাদি অপকর্ম করে। সে ছিল নিষ্ঠুর প্রকৃতির আর পুরো মদ্যপ। এ জন্য সে মানুষের কাছে রীতিমতো লাঞ্ছিত হয়েছে বহুবার। মারধর আর নিপীড়ন ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী। কোনো কোনো সময় খাবার জোগাড় করতে সে অসমর্থ হলে ভিক্ষাবৃত্তি করতেও বাধ্য হয়েছে। এই সব অপকর্ম করার কারণে কেউ তাকে সহজে কোনো কাজ দিতে চাইত না।

এরপর ম্যাগউইচ যখন কোনো কাজই আর পেল না তখন সে বাধ্য হয়ে চুরিচামারি করতে লাগল। এই চুরিচামারি করতে করতে একসময় সে পেশাদার চোরে পরিণত হলো।

মাঝেমধ্যে চৌর্যবৃত্তিতে সে ধরা পড়তে লাগল এবং ধরা পড়ে জেলখানায় ঢুকতে থাকল এবং বেরও হতে থাকল। এভাবে ধরা পড়ে একবার জেলখানায় ঢোকে আবার বের হয়ে আসে, আবার ধরা পড়ে জেলে ঢোকে।

ম্যাগউইচের যখন এই অবস্থা চলছে তখন একবার জেলখানা হতে বাইরে আসার পর কম্পিসন নামের এক লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। লোকটিকে দেখেই ম্যাগউইচের মনে হয় সে বেশ ভদ্রঘরের মানুষ, অত্যন্ত রুচিশীল এবং সৎপ্রকৃতির এবং যথেষ্ট সংবেদনশীল। লোকটার আচার-আচরণ ছিল ভদ্রজনের মতো খুবই মার্জিত। কিন্তু এসবই ছিল লোকটার বাইরের আবরণ। আসলে কম্পিসন ছিল অত্যন্ত চালাক, ধূর্ত এবং নীচু মনের মানুষ।

অল্প সময়ের মধ্যেই কম্পিসন ম্যাগউচকে প্রভাবিত করে ফেলল। কম্পিসন

ম্যাগউচকে চুরিচামারির কাজে আরো পাকাপোক্ত করে তুলল। এ ধরনের একটি অপকর্ম করার সময় ম্যাগউইচ ও কম্পিসন দুজনই একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে পুলিশের হাতে।

ম্যাগউইট বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে বারবার হলফ করে বলল যে, এসব অপকর্ম তাকে দিয়ে করিয়েছে ধূর্ত কম্পিসন, ম্যাগউইচ কম্পিসনের ক্রীড়নক, সে তাকে দিয়ে যেভাবে কাজ করায় সেভাবেই সে কাজ করে। কিন্তু বিচারক তার কথা গ্রহণ করলেন না। বিচারে ম্যাগউইচের ১৪ বছরের জেল হলো। তবে কম্পিসন নিজেও রেহাই পেল না, তার সাত বছরের জেল হলো। এই কম্পিসনের সঙ্গেই ম্যাগউইচকে পিপ ছোটবেলায় গির্জাসংলগ্ন কবরস্থানে মারামারি করতে দেখেছিল। সে সময় আর্থার নামে আরেকটি লোকেরও বিচার হয়েছিল। সে লোকটাও কম্পিসনের কুকর্মের সঙ্গী ছিল। তবে আর্থারকে কোনো সাজা পেতে হয়নি, কারণ বিচার চলাকালে অসুস্থ হয়ে সে মারা যায়।

পিপ জানতে চাইল, কম্পিসন এখন কোথায়? সে জীবিত আছে, নাকি প্রাণত্যাগ করেছে?

ম্যাগউইচ বলল, 'বেঁচে আছে না মারা গেছে তা আমি এখনো জানি না। তবে যদিও বেঁচে থাকে তাহলে আমার হাত থেকে ওর আর রেহাই নেই। আমি নিজ হাতে ওই শয়তানটাকে হত্যা করব।'

এমন সময় হার্বার্ট একটা কাগজে কী সব লিখে পিপের হাতে দিল। পিপ কাগজটা হাতে নিয়ে দেখল তাকে লেখা আছে, 'ওই শয়তান কম্পিসনের সঙ্গেই মিস হাভিশামের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। আর আর্থার যে নাকি বিচার চলাকালে মারা গিয়েছিল, সে ছিল মিস হাভিশামেরই ভাই।'



তেতাল্লিশ

ম্যাগউইচের বর্ণনা শুনে পিপের মনে একটা নতুন আশঙ্কা দেখা দিল। যদি কম্পিসন বেঁচে থাকে তাহলে অবশ্যই সে ম্যাগউইচের ইংল্যান্ডে ফিরে আসার বিষয়টি জানতে পারেব। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে অবশ্যই এটি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কানে পৌঁছে দেবে, যার ফলে ম্যাগউইচ গ্রেপ্তার হবে আবার।

এই ভয়ের কারণে সে সিদ্ধান্ত নিল, অবশ্যই ম্যাগউইচকে এখান থেকে সরাতে হবে। ম্যাগউটচ যদি একা এ স্থান ত্যাগ করতে না চায় তাহলে সে নিজেও তার সঙ্গী হবে।

ম্যাগউইটকে নিয়ে ইংল্যান্ড ত্যাগ করার পূর্বে পিপ একটিবার এস্টেলার সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল। সে কারণেই সে রিচমন্ডে গেল। কিন্তু রিচমন্ডে গিয়ে পিপ জানতে পারল, এস্টেলা হাভিশামের ওখানে চলে গেছে। বাধ্য হয়ে পিপ পরদিন লন্ডন থেকে মিস হাভিশামের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলো। হার্বার্ট বলল, পিপের অনুপস্থিতিতে সে নিজেই ম্যাগউইচের দেখাশোনা করবে। হার্বার্টের কথায় নিশ্চিন্ত হয়ে পিপ মিস হাভিশামের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করল।

নির্দিষ্ট সময়েই কোচ এসে নিয়মমাফিক ব্লুবোর সরাইখানায় সামনে থামল। পিপ সরাইখানায় প্রবেশ করে হাত-মুখ ধুয়ে খাবার ঘরে প্রবেশ করল।

খাবার ঘরে প্রবেশ করে পিপ ড্রামলকে দেখতে পেল। ড্রামলকে এখানে দেখে পিপ রীতিমতো অবাক হলো এবং বিরক্তিতে ওর মনটা খারাপ হয়ে গেল। পিপ যখন ম্যাথুপকেটের বাড়িতে পড়াশোনা করত তখন থেকেই ড্রামলকে সে দু' চোখে দেখতে পারত না। পরে এস্টেলার বিষয়কে অবলম্বন করে দুজনের মধ্যে রীতিমতো ব্যবধান তৈরি হয়ে যায়।

ড্রামল পিপকে দেখেই সরাইখানার একজন চাকরকে ডেকে উচ্চ স্বরে বলল, 'এই শোনো, আজ আমার আর দুটো ঘোড়ার প্রয়োজন হবে না, আমি একাই

বেরোব, একটি ঘোড়া হলেই হলেই চলবে। দিনের অবস্থা মোটেই ভালো নয়, এমন দিনে ভদ্রমহিলা হয়তো ঘোড়ায় চড়ে বাইরে বের হবেন না। আর আমি আজ দুপুরে তোমাদের সরাইখানায় খাব না। খাবারের পর্বটি আমি ওই ভদ্রমহিলার ওখানেই সেরে নেব।'

ড্রামলের কথা শুনে পিপ রীতিমতো অবাক হলো। কোন ভদ্রমহিলার কথা বলল ড্রামল? সে কি এস্টেলা! দ্রুত সে তার খাওয়া সেরে মিস হাভিশামের বাড়ির উদ্দেশে হাঁটা দিল।



চুয়াল্লিশ

পিপ মিস হাভিশামের বাড়িতে পৌঁছে দেখল হাভিশাম ও এস্টেলা দুজন ড্রেসিংরুমে বসে আছে। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে একটা মোমবাতি আলো ছড়াচ্ছে। মিস হাভিশাম একটা কুশনে বসে আছেন আর এস্টেলা তার পায়ের কাছে বসে মনোযোগ দিয়ে সেলাই করছে।

পিপ ঘরে প্রবেশ করে ওদের দুজনের দিকে তাকাল, ওরা হয়তো পিপের বিষণ্ন চেহারাটা লক্ষ করে থাকবে।

মিস হাভিশাম জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার কী হয়েছে পিপ? তোমাকে অমন মন মরা দেখাচ্ছে কেন?’

পিপ মিস হাভিশামেন সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে বলল, ‘আপনি বোধ হয় আপনার গরিব স্বজনদের মনে হিংসা আর ক্রোধ জাগ্রত করার জন্যই এমন কাজটি করেছেন, তাই নয় কি?’

মিস হাভিশাম মাথা নেড়ে বললেন, ‘তুমি ঠিকই অনুধাবন করেছ পিপ।’

পিপ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ‘আপনার সব গরিব আত্মীয়ের মধ্যেই কিন্তু ক্রোধ নেই। এর মধ্যে দুজনকে আমি বেশ ভালো করে চিনি। তারা হলেন মি. ম্যাথুপকেট এবং তার পুত্র হার্বার্ট। তারা দুজনই অত্যন্ত সৎ, আত্মমর্যাদার অধিকারী।’

মিস হাভিশাম এবার শান্ত চোখে পিপের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘পিপ, তুমি কি ওদের সম্পর্কে কথাবার্তা বলার জন্যই আমার কাছে এসেছ?’

পিপ বলল, ‘মানে করুন কতকটা তাই।’ এরপর পিপ হার্বার্ট যে ক্লারিকার সঙ্গে ব্যবসায় নেমেছে এবং সে যে গোপনে এসব ব্যবস্থা করে দিয়েছে তা সবই হাভিশামকে জানাল। পিপ বলল, ‘কিন্তু বিষয়টা আমি এখনো পাকাপোক্ত করতে পারিনি। হার্বার্টের পক্ষ থেকে ক্লারিকারের হাতে এখনো ৫০০ পাউন্ড

তুলে দেওয়া বাঁকি আছে। অথচ এই মুহূর্তে আমার কাছে কোনো রকম টাকা-পয়সা নেই। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এ ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।'

একটু ভেবে মিস হাভিশাম বললেন, 'ঠিক আছে পিপ আমি এ ব্যাপারে যতটা সম্ভব সব করব, তুমি এটা নিয়ে চিন্তা কোরো না।' পিপের মাথা থেকে যেন মহা এক গুরুভার নেমে গেল।

পিপ এবার এস্টেলার দিকে ফিরে বলল, 'এস্টেলা, আমি জানি তুমি আমাকে কোনো দিন মন থেকে গ্রহণ করবে না এবং বিয়েও করবে না, তবে একটা বিষয় আমি তোমাকে জানিয়ে যেতে চাই, আমি সেই প্রথম দিন থেকেই তোমাকে মনে-প্রাণে ভালোবেসে এসেছি।'

এস্টেলার চোখে-মুখে একটা ধূর্ত হাসি খেলে গেল, এরপর বলল, 'শোনো পিপ, ভালোবাসা কাকে বলে আমি তার কিছুই জানি না। তোমাকে তো আমি অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, আমার হৃদয় বলতে কিছুই নেই, এ কথা তোমাকে আমি বলেছি কি না বলো?

পিপ এবার বলতে বাধ্য হলো, 'কিন্তু ড্রামল তো মনে করে তুমি তাকে মনে-প্রাণে ভালোবাসো। তবে তুমি এই মানুষটাকে কেন নাচাচ্ছ এবং তার মনে কেন ভালোবাসায় ঝড় তুলেছ?'

পিপের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে এস্টেলা বলল, 'আমি ড্রামলকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, শীঘ্রই আমাদের বিয়ে হবে এবং আমাদের বিয়ের দিন-তারিখও ঠিক হয়ে গেছে।'

এস্টেলার কথা শুনে পিপ বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। এও কী সম্ভব? ড্রামলকে এস্টেলা তাহলে বিয়ে করছে, বিশেষ করে ওর মতো একটা অসভ্য বাজে লোককে।

কিছুক্ষণ পর পিপ ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। পিপ ভাবল, এস্টেলা তাহলে আমার জীবন থেকে সত্যি করেই হারিয়ে গেল। ভাঙা মন নিয়ে পিপ শেষ পর্যন্ত লন্ডনে ফিরে এলো।

পিপ যখন বাসার গেটের কাছে এসে পৌঁছল তখন গভীর রাত। বাড়িতে ঢোকার আগে বাসার প্রহরী তার হাতে একটা চিরকুট প্রদান করল। পিপ বুঝল এটা ওয়েমিকের লেখা। চিরকুটে লেখা আছে, 'বাসায় যেও না।'



পঁয়তাল্লিশ

সে রাত্রিটা পিপ নিকটবর্তী একটি হোটেলে কাটিয়ে পরদিন ভোরেই ওয়েমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল।

ওয়েমিকের কাছে পিপ যে সংবাদ পেল, তা শুনে ও রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। ওয়েমিক জানালেন, 'কম্পিসন যেন কেমন করে টের পেয়ে গেছে যে ম্যাগউইচ এই শহরেই আছে এবং এরই মধ্যে সে ম্যাগউইচের পেছনে লোক লাগিয়ে দিয়েছে।' ওয়েমিকের এ কথা শুনে পিপের দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেল।

ওয়েমিক বললেন, 'কম্পিসন লোক লাগিয়ে তোমার বাসা পর্যন্ত খুঁজে গেছে।' ম্যাগউইচ যে হার্বার্টের বাড়িতে আছে ইতিমধ্যে এ খবরটি যেন কেমন করে প্রচার হয়ে গেছে। ওয়েমিক নিজে হার্বার্টের কাছে গিয়ে ম্যাগউইচকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এবং এরপর দুজন মিলে ম্যাগউইচকে ক্লারাদের বাসায় স্থানান্তর করেছেন খুবই গোপনে। ম্যাগউইচ এখন ক্লারার ওখানেই আছে। ওয়েমিক বললেন, 'চিন্তার কোনো কারণ নেই আপাতত, কারণ ক্লারার বাসাটা মোটামুটি নিরাপদ। সেখানে ম্যাগউইচ নিরাপদেই থাকবে বলে আশা করা যায়। হার্বার্ট এখন নিয়মিত ক্লারার বাসা হতে তোমার কাছে ম্যাগউইচের খবর আনা-নেওয়া করতে পারবে।'

ওয়েমিক পিপকে সহায়তা প্রদান করার জন্য রীতিমতো প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।



ছেচল্লিশ

ম্যাগউইচ যে স্থানে লুকিয়ে আছে, সে স্থানটি দেখার প্রয়োজন মনে করল পিপ। পিপ নিজে হাজির হলো ক্লারার বাড়িতে। যে মেয়েটি দারজা খুলে দিল সেই ক্লারা। মেয়েটি বেশ সুন্দরী, ভাসা ভাসা উজ্জ্বল দুটো কালো চোখ। হার্বার্টও সেখানে উপস্থিত ছিল।

হার্বার্ট বলল, 'চিন্তার কোনো কারণ নেই পিপ, ম্যাগউইচ এই নতুন বাসস্থানে বেশ আরামেই আছে। তবে তোমাকে দেখার জন্য ও খুবই অস্থির হয়ে পড়েছে।'

হার্বার্টের নির্দেশমতো ওপরে ম্যাগউইচের লুকিয়ে থাকার ঘরটি দেখতে গেল পিপ। ঘরটি বেশ সুন্দর, আলো-হাওয়ার কোনো সমস্যা নেই। জানালা পথে নদী দেখা যায়। পিপকে দেখে ম্যাগউইচের মুখটা মিষ্টি হাসিতে ভরে গেল।

পিপ ম্যাগউইচকে বুঝিয়ে বলল, 'তার এখন ইংল্যান্ডে থাকাটা খুবই বিপজ্জনক। এই বাড়ি থেকেই সময় ও সুযোগ বুঝে আমি এবং আপনি দুজনে জার্মানির হামবুর্গ অভিমুখী জাহাজে উঠে বসব। হার্বার্ট এ ব্যাপারে আমাদের সব রকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে।'

হার্বার্ট এতক্ষণ ওদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার সে বলল, 'পিপ, তুমি একটা নৌকা ভাড়া করে প্রতিদিন নদীবক্ষে একটু ঘুরে বেড়াও। এর ফলে তোমাদের যেদিন নৌকা করে আমরা জাহাজে তুলে দেব সেদিন লোকেরা কোনো সন্দেহ করতে পারবে না। কারণ তোমার প্রতিদিনের নৌকা চালনার বিষয়টি সবার চোখে একটা পরিচিত দৃশ্য হয়ে দাঁড়াবে।' হার্বার্টের কথাটা পিপের খুবই পছন্দ হলো। সে ভাবল, কাল থেকেই সে নৌবিহার শুরু করবে।

বিদায় নেওয়ার কালে পিপ ম্যাগউইচকে বলল, 'আপনাকে ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছে না, কিন্তু এ স্থানটিই আপনার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ, আমার কাছে গেলে আপনার যেকোনো সময় বড় ধরনের সমস্যা হতে পারে।' পিপ এবার

তাকে গুডবাই জানাল।

ম্যাগউইচ বলল, "'গুড বাই' শব্দটি আমার মোটেই ভালো লাগে না, বলো 'গুড নাইট'। এবার তাহলে তুমি এসো, মহান ঈশ্বর সর্বদা তোমাকে নিরাপদে রাখুন।"

পিপ বলল, 'আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না। ক্লারা সর্বদা আপনার দেখাশোনা করবে। এরপর হার্বার্ট যখন সময়-সুযোগ বুঝে আমাদের সংবাদ দেবে, তখন আমি এসে আপনাকে এখান থেকে নিয়ে জাহাজে চড়ে বসব এবং যত দ্রুত সম্ভব এ দেশ ত্যাগ করব আমরা।'

আসামি এটা ঠিক, কিন্তু সে সাহসী এবং হৃদয়বান মানুষ। ছেলেবেলা থেকেই সে সবার কাছ থেকে শুধু অবহেলাই পেয়ে এসেছে, সঠিক পথের নির্দেশ পায়নি। অপরাধের পথে সে পা বাড়িয়েছে শুধু অভাবের পীড়ন সহ্য করতে না পেরে।

পিপের হৃদয়ে ওর জন্য গভীর সমবেদনা জেগে উঠল। প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল, যেভাবেই হোক ম্যাগউইচকে সে অবশ্যই রক্ষা করবে।

ম্যাগউইচকে যে বাড়িটাতে যে রাখা হয়েছে সেটি নদীর একেবারে কিনারা ঘেঁষে। পিপ হার্বার্টকে জানাল যে, ম্যাগউইচ যে একজন জেল পলাতক আসামি মি. ওয়েমিক তা জানতে পেরেছেন। ওয়েমিক খুবই তাড়াহুড়ো করছেন ম্যাগউইচকে দ্রুত কোথাও সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে।

এদিকে হার্বার্টের পরামর্শমতো পিপ প্রতিদিনই নদীতে নৌবিহার করছে। নদীতে সে এমনভাবে ঘোরাফেরা করে যাতে বাইরে লোকেরা ভাবে সাধারণ একজন মানুষ শখের বসে প্রতিদিন নৌবিহার করে। হার্বার্টও মাঝেমধ্যে পিপের সঙ্গে এই নৌবিহারে যোগ দেয়। পিপ কিন্তু সর্বদাই তার মনে একটা অজানা আশঙ্কা বহন করতে থাকে।

হার্বার্ট পিপকে বলে, মাঝেমধ্যে অজানা-অচেনা একজন মানুষ প্রায়ই অন্ধকারে তার ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে।

পিপের মধ্যেও এ ধরনের ভয় জেগে থাকে, সে ভাবে, হয়তো কেউ কোথাও লুকিয়ে থেকে তাকে অনুসরণ করছে।



সাতচল্লিশ

মি. ওয়েমিক বলেছিলেন, ম্যাগউইচকে সঙ্গে নিয়ে লন্ডন ছেড়ে যাওয়ার সঠিক সময় উপস্থিত হলে পিপকে গোপনে সংবাদ পাঠাবেন। সপ্তাহ পার হয়ে যাওয়ার পরেও কোনো সংবাদ এলো না তার কাছ থেকে। পিপ প্রতিদিনই ভাবে আজ হয়তো ওয়েমিকের কাছ থেকে কোনো খবর আসবে। কিন্তু না, কোনো রকম সংকেত কিংবা খবর তিনি পাঠালেন না।

পিপ রীতিমতো অস্থির হয়ে উঠল। ওর ভয় হলো, না জানি কখন আবার কম্পিসন ম্যাগউইচের লুকোনো জায়গায় খবরটা পেয়ে যায়। যদি হঠাৎ কম্পিসন ম্যাগউইচের লুকিয়ে থাকার জায়গাটির সন্ধান পায় তা হয়ে যে কী ঘটবে ভাবাই যায় না।

এদিকে পিপ প্রতিদিনই একটা নৌকা ভাড়া নিয়ে নদীতে ঘুরে বেড়ায়। নিজেকে সব রকম অস্থিরতা থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে থাকে।

একদিন সন্ধ্যায় পিপ নাটক দেখতে গেল। ওই নাটকে মি উপসলে অভিনয় করবেন। নাটক শুরু হওয়ার পর পিপ অনুধাবন করল মি. উপসলে অভিনয়ের ফাঁকে বারবার তার দিকে তাকাচ্ছেন। নাটকের বিরতির সময় পানি পান করবে এমন ভাব করে পিপ সরাসরি উপসলের কাছে গেল। উপসলে তাকে একটা অদ্ভুত ব্যাপারের ইঙ্গিত দিলেন।

উপসলে বললেন, 'শোনো পিপ, নাটক শুরু হওয়ার পর আমি মঞ্চে এসে তোমার দিকে তাকালাম এবং তাকিয়েই চমকে উঠলাম। দেখলাম তোমার পেছনে ঠিক ভূতের মতো কে যেন চুপচাপ বসে আছে।'

উপসলের কথায় পিপ হতবাক হয়ে গেল।

উপসলে বললেন, 'পিপ, তোমার কি মনে আছে, তুমি তখন খুব ছোট। গির্জাসংলগ্ন কবরস্থানে যে দুজন কয়েদি ধরা পড়েছিল তাদের কথা? আজ আমি তোমার পেছনে তাকে ভূতের মতো বসে থাকতে দেখেছি। আমার মনে হয় সে

সেই কয়েদিদের একজন।'

মি. উপসলের কথায় আস্তে আস্তে পিপের ভেতরের আবরণটা একেবারে দূর হয়ে গেল। সে এবার ভালো করেই বুঝতে পারল যে, এই ভূতের মতো লোকটা যে তাকে সর্বদা অনুসরণ করছে সে আর কেউ নয়, সে অবশ্যই শয়তান কম্পিসন।

আজকের এই ঘটনার পর পিপ রীতিমতো সতর্ক হয়ে গেল এবং আগাম দুর্ঘটনা থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার একটা সংকেত পেল।

বিষয়টি নিয়ে সে সরাসরি হার্বার্টের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা করল। হার্বার্ট বলল, 'এবার থেকে আমাদের আরো বেশি রকম সতর্ক থাকতে হবে।'



আটচল্লিশ

নাট্যমঞ্চে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে পিপ মি. জ্যাগার্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। মি. জ্যাগার্স সেদিন পিপকে তার বাসায় খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সে অনুষ্ঠানে মি. ওয়েমিকও উপস্থিত ছিলেন।

মি. জ্যাগার্স পিপকে বললেন, 'পিপ, মিস হাভিশাম তোমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তার ইচ্ছা তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার সঙ্গে দেখা করো। তিনি আরো বলেছেন, খবরটা পাওয়ার পর পিপ যেন মোটেই দেরি না করে, সে যেন অবশ্যই দেখা করে।'

পিপ জানাল সহসাই সে মিস হাভিশামের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারবে না। তবে কয়েক দিন পর সে দেখা করতে পারবে।

মি. জ্যাগার্স এবার ড্রামলের প্রসঙ্গে তুললেন। মি. জ্যাগার্স ড্রামলের নাম দিয়েছেন 'মাকড়সা'। তিনি বললেন, 'আসলেই লোকটা এস্টেলাকে মাকড়সা যে রকম জাল পেতে পোকামাকড় ধরে সেভাবেই জালে ফেলে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করেছে।' ড্রামল প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেও এস্টেলার সঙ্গে তার খুব একটা ভালো বনিবনা হবে না বলে মি. জ্যাগার্স মত প্রকাশ করলেন।

মি. জ্যাগার্স এবার তার গৃহের পরিচারিকা মলিকে ডাকলেন।

মলি কাছাকাছি এলে পিপ তার হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকাল, অবাক হয়ে লক্ষ করল মলির হাতের আঙুলগুলো অবিকল এস্টেলার হাতের আঙুলের মতো। হাতের আঙুল ও অন্যান্য সকল বিষয় লক্ষ করে পিপ দেখল, এস্টেলার সঙ্গে মহিলার বহু মিল। পিপ ভাবল, এই মহিলা কি এস্টেলার মা?

পিপ আরো ভালো করে মহিলার দিকে তাকাল। অবাক হয়ে খেয়াল করল, এই মহিলার হাতগুলো অবিকল এস্টেলার হাতের মতোই, এর চোখ দুটোও অবিকল এস্টেলার চোখের মতো।

মি. জ্যাগার্সের বাড়ি থেকে বের হয়ে মি. ওয়েমিক আর পিপ পাশাপাশি হাঁটছিল। এমন সময় হঠাৎ করেই পিপের কী মনে হলো, সে ভাবল মি. ওয়েমিককে মলির বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবে। পিপ ওয়েমিককে বলল, 'মি. ওয়েমিক, আপনি মলি সম্পর্কে যতটা জানেন আমাকে তা অনুগ্রহ করে বলুন।' শেষ পর্যন্ত ওয়েমিক মলি সম্পর্কে পিপের কাছে বর্ণনা করলেন।

'আজ থেকে ২০ বছর আগেকার কথা। এই মলি একটি হত্যা অপরাধে অভিযুক্ত হয়। মি. জ্যাগার্স ছিলেন মলির পক্ষের উকিল। যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে আইনি লড়াই করে তিনি মলিকে অভিযোগ থেকে মুক্ত করেন। নিহত মানুষটি ছিল একজন মহিলা। মহিলা সে সময় মলির চাইতে কম করে হলেও ১০ বছরের বড় ছিল। হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছিল মূলত ঈর্ষা থেকে। নিহত মহিলার সারা শরীরে ছিল পিটুনিজনিত কালশিটে দাগ এবং শেষে তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছিল। মহিলা যখন মারা যায় সে স্থানে মলি ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। মি. জ্যাগার্স তার পক্ষে দাঁড়িয়ে তাকে হত্যার অভিযোগ থেকে খালাস করেন।'

পিপ ভালো করেই বুঝতে পারল মি. জ্যাগার্স প্রায়ই কেন মলিকে তার হাত দেখাতে বলেন এবং উপস্থিত অতিথিদেরকেও তা লক্ষ করতে বলেন। মি. জ্যাগার্স প্রায়ই তার বন্ধুদের মলির হাত দুটো দেখিয়ে বলেন, আসলেই মলির হাত দুটো সকল কাজে সমান দক্ষ এবং যথেষ্ট শক্তিশালী।



উনপঞ্চাশ

পূর্বের সিদ্ধান্ত মতো পরদিন পিপ মিস হাভিশামের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। পিপ বাড়িতে প্রবেশ করে দেখল মিস একাকী ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে আছেন। এ মুহূর্তে, মিস হাভিশামের দিকে তাকিয়ে পিপের ভেতরটা করুণায় পূর্ণ হয়ে গেল।

মিস হাভিশাম পিপকে দেখে বললেন, 'শোনো পিপ, আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি তোমার বন্ধু হার্বার্ট ও পরিজনদের জন্য আমি একটা কিছু করব।'

হাভিশামের কথা শুনে পিপ রীতিমতো অবাক হলো। এরপর মিস হাভিশাম মি. জ্যাগার্সের নাম-ঠিকানা লেখা একটি খাম পিপের হাতে তুলে দিলেন। মি. জ্যাগার্সকে অভিভাবক নিযুক্ত করে মিস এই খামটা দিলেন, যাতে আছে হার্বার্টের জন্য ৯০০ পাউন্ড।

হঠাৎ করেই মিস প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাঁটু মুড়ে পিপের সামনে বসে পড়লেন। এরপর পিপকে অবাক করে দিয়ে পিপের দুই হাত জড়িয়ে ধরে কান্নাজড়িত স্বরে বললেন, 'কী করেছি আমি! পিপ, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমি অনেক অন্যায়-অত্যাচার করেছি তোমাদের প্রতি। আমার হিংসাত্মক মনোবৃত্তির জন্য আজ আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমাকে তুমি ক্ষমা করো পিপ।' মিসের এমন আকস্মিক পরিবর্তনে পিপ বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেল।

মিস আরো বললেন, 'আমারই দোষে এস্টেলা আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে। আমি তাকে, পুরুষজাতিকে অবহেলা আর ঘৃণা করতে শিখিয়েছিলাম।'

পিপ হাভিশামকে দুই হাত ধরে তুলে ধরার চেষ্টা করল। পিপ এ যাবৎ কখনোই মিস হাভিশামের চোখে এমন অশ্রু প্রত্যক্ষ করেনি।

মিস হাভিশাম বারবার কান্নাজড়িত স্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'হায়! কী কাজই না করেছি আমি! একি করেছি আমি!'

পিপ এবার মিসকে জিজ্ঞেস করল, এস্টেলা আসলেই বিয়ে করেছে কি না।

মিস এস্টেলার বিয়ের কথা স্বীকার করলেন। ড্রামল যে গোপনে এস্টেলার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে তাকে চালাকি করে বিয়ে করেছে সে কথাও বললেন।

পিপ বারবার মিস হাভিশামকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। পরিস্থিতিটাকে সে সহজ করতে সচেষ্টা হলো।

পিপ এবার মিস হাভিশামের কাছে জানতে চাইল এস্টেলা আসলে কার মেয়ে। মিস জানালেন, আসলে সত্যিকারভাবে এ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। এস্টেলা যখন খুব ছোট তখন মি. জ্যাগার্স তাকে এনে দিয়েছিলেন লালন-পালন করার জন্য।

লন্ডন যাত্রা করার আগে পিপ ভাবল একবার মিসের বাড়ির চারপাশে ঘুরেফিরে আসবে। পিপ হাভিশামের বাড়িতে পৌঁছে বাগানে কিছু সময় ঘুরে বেড়াল। ঘুরতে ঘুরতে তার অতীতের কত কথাই মনে হলো। মনে পড়ল সেদিনের কথা যেদিন প্রথম সে এই বাড়িতে এসেছিল। এরপর ভাবল মিস হাভিশাম এখন কী করছেন একবার খবর নিলে কেমন হয়। এই ভেবে সে মিস হাভিশামের ঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি দিল। দেখল মিস ফায়ারপ্লেসের সামনে চুপ করে বসে আছেন দরজায় দিকে পিঠ দিয়ে।

হঠাৎ করেই পিপকে অবাক করে দিয়ে মিস লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং দরজার দিকে দৌড় দিলেন। আকস্মিকভাবেই তার কাপড়ে আগুন লেগে গেল ফায়ারপ্লেস থেকে, কাপড়ে আগুন ধরামাত্র দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, হাভিশাম তখনো দৌড়াচ্ছেন পাগলের মতো।

পিপ কোনো কিছু বুঝতে না পেরে শেষে তার গায়ের ভারী কোটটা দিয়ে মিস হাভিশামকে চেপে ধরল। আগুন নিভল বটে; কিন্তু মিস হাভিশাম তখন অজ্ঞান। মাটিতে পড়ে আছেন। পিপ তখন জোরেশোরে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে লাগল। হাতের কাছে একজন ডাক্তার পাওয়া গেল, তিনি এসে যতটা সম্ভব মিসকে স্বাভাবিক করলেন। মাঝরাতে মিস প্রথম কথা বললেন, আবার সেই একই কথা–'হায় কী করেছি আমি! আমি একি করলাম!'

মিস হাভিশামকে বাঁচাতে গিয়ে পিপও রীতিমতো দগ্ধ হলো, তার দুটো হাতই বিশ্রীভাবে পুড়ে গেল। দুই হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে পিপ পরদিন সকালবেলায় লন্ডনের পথে যাত্রা করল।



পঞ্চাশ

পিপের দগ্ধ হাত সারিয়ে তোলার জন্য হার্বার্ট রীতিমতো শুশ্রূষা করল। একজন নার্স যেভাবে প্রচেষ্টা চালায় সেভাবে হার্বার্ট সেবা করতে লাগল। হার্বার্ট জানাল, ম্যাগউইচ পিপের সঙ্গে দেখা করার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে, সে তার সঙ্গে কী কারণে যেন অতিসত্বর দেখা করতে চায়। অতএব পিপের অতিসত্বর ম্যাগউইচের সাতে সাক্ষাৎ করা উচিত। ম্যাগউইচকে নিরাপদ রাখার ব্যাপারে হার্বার্টও রীতিমতো জড়িত হয়ে গেছে এখন।

পিপ তখন পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারল যে, এস্টেলা আসলে মি. জ্যাগার্সের গৃহের পরিচারিকা মলির মেয়ে। এটাও বুঝতে পারল যে, ম্যাগউইচের জীবনের এটা একটা গোপন অধ্যায়, যা তারা কেউ জানে না। পিপ ও হার্বার্ট দুজনই এবার নিশ্চিত হলো যে, এস্টেলা আসলে ম্যাগউইচের মেয়ে।

ম্যাগউইচের ঔরসে মলি একটি কন্যাসন্তান জন্ম দেয়। ম্যাগউইচের সঙ্গে একজন বয়সী মহিলার সম্পর্ক ছিল। এ দুজন মহিলা ম্যাগউইচের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। ম্যাগউইচ তার কন্যাকে গভীরভাবে ভালোবাসতো। একদিন ওই মহিলা ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে ম্যাগউইচের কন্যাকে পুড়িয়ে মারার উদ্যোগ নেয়। তখন মলি বাধ্য হয়ে সেই মহিলাকে আঘাত করে, মহিলা তৎক্ষণাৎ মারা যায়। মলি তখন তার শিশুকন্যাকে নিয়ে মি. জ্যাগার্সের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। মি. জ্যাগার্স মলিকে খুনের মামলা থেকে বাঁচান। এরপর মলি ম্যাগউইচকে এই বলে শাসায় যে, ম্যাগউইচকে সে হত্যা করবে এবং তার শিশুসন্তানকেও হত্যা করবে। এরপর দুজনের মধ্যকার সম্পর্ক আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না, তখন মলি ও ম্যাগউইচের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। মলি তার শিশুসহ মি. জ্যাগার্সের বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ নেয়।



একান্ন

এরপর পিপ খুব শীঘ্র মি. জ্যাগার্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মিস হাভিশাম যে তার মাধ্যমে হার্বার্টকে ৯০০ পাউন্ড প্রদান করেছেন এবং আইনজীবীর মাধ্যমে তা প্রদান করতে বলেছেন সেই খামটা মি. জ্যাগার্সের হাতে প্রদান করল।

চেকটা স্বাক্ষর করে দিতে দিতে জ্যাগার্স বললেন, 'দুঃখিত পিপ, আমরা তোমার জন্য কিছুই করতে পারলাম না।'

পিপ ভাবল মিস হাভিশামও খুব ভালো ছিলেন, সে ফেরার সময় তাকে মিস বলেছিলেন, 'তোমার জন্য কী আমি কিছু করব পিপ।' পিপ জবাবে বলেছিল, 'না, কিছুই করতে হবে না তার জন্য।'

পিপ এবার এস্টেলা প্রসঙ্গে এলো। পিপ বলল, 'মি. জ্যাগার্স আমি একজন মায়ের সন্ধান পেয়েছি এই তিন দিনে।'

জ্যাগার্স অবাক কয়ে বলেন, 'মা! কীসের মা?' পিপ বলল, 'আমি এস্টেলার মায়ের সন্ধান পেয়েছি।' এরপর পিপ জ্যাগার্সের নিকট এস্টেলার জন্ম থেকে শুরু করে সব কিছু বিবৃত করল।

মি. জ্যাগার্সও এসব শুনে অবাক হয়ে গেলেন। কারণ মি. জ্যাগার্সও এসব বিষয় কিছুই জানতেন না। পিপ এটাও বলল যে, আসামি ম্যাগউইচ হলো মলির স্বামী। এস্টেলার পিতা ম্যাগউইচ।'

মি. জ্যাগার্স বললেন, 'আসলেই কী এস্টেলা তাহলে ম্যাগউইচের মেয়ে?'

পিপ বলল, 'আসলেই তাই, ওর আসল নাম হচ্ছে প্রোভিস, প্রোভিস এখনো জানে না তার মেয়ে এস্টেলা এখানে বহাল তবিয়তেই আছে।'



বায়ান্ন

মি. জ্যাগার্সের অফিস থেকে পিপ টাকার চেকটি পকেটে নিয়ে ক্লারিকারের ফার্মে গেল। সেখানে ক্লারিকারের ব্যবসায় হার্বার্টের পার্টনারশিপের ব্যাপারটি নিশ্চিত করল। ক্লারিকার জানাল হার্বার্টকে দ্রুত সে তার নতুন প্রতিষ্ঠিত একটি ফার্মের পুরো দায়িত্ব প্রদান করবে। ক্লারিকার আরো জানাল, হার্বার্টের ইচ্ছা পিপও তার সঙ্গে যোগ দিক, পিপকে ছাড়া হার্বার্ট নিজেকে স্বার্থপরের মতো প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না।

এক সোমবার সকালবেলা পিপ ওয়েমিকের কাছ থেকে একটি পত্র পেল। তাতে লেখা, 'আগামী বুধবারে অবশ্যই প্রস্তুত থাকবে, পত্রটি পড়া শেষ হলে পুড়িয়ে ফেলবে।'

পত্রটি পিপ হার্বার্টকে দেখিয়ে পুড়িয়ে ফেলল। হার্বার্ট পিপকে বলল, 'এবার আমাদের আসল কাজে নামতে হবে। নৌকা চালনার জন্য আমাদের আর একজন মানুষের প্রয়োজন হবে। আমি ভাবছি স্টারটপকে আমাদের–সঙ্গী হিসেবে নেব। তুমি কী মনে করো পিপ?'

স্টারটপের সঙ্গে পিপের অনেক দিন যাবৎ কোনো যোগাযোগই নেই। তবে ম্যাথুপকেটের বাড়িতে থাকাকালীন সময়ে স্টারটপকে পিপ একজন ভালো মানুষ হিসেবেই দেখেছে বরাবরই, স্টারপটকে মোটামুটি সৎ এবং বিশ্বাসী বলেই মনে হয়েছে ওর কাছে। পিপ ভাবল আমাদের এই কাজে স্টারটপকে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করলে মন্দ হয় না। এরপর ওরা সিদ্ধান্ত নিল যে, স্টারটপ ওদের সঙ্গে নৌকায় থাকবে এরপর ওরা ম্যাগউইচের ওখানে যাবে এবং তাকে নৌকায় তুলে নিয়ে নদীর মাঝ বরাবর চলে যাবে। এরপর নদীর কিনারায় অবস্থিত কোনো সরাইখানায় রাতটা কাটিয়ে পরদিন খুব ভোরে ওরা হামবুর্গগামী জাহাজের জন্য অপেক্ষা করবে। জাহাজ কাছাকাছি এলে নৌকা নিয়ে জাহাজের কাছে গিয়ে পিপ আর ম্যাগউইচ নৌকা থেকে দ্রুত জাহাজে উঠে পড়বে। হার্বার্ট আর স্টারটপ দুজন লন্ডনে ফিরে যাবে সেই নৌকায়ই।

পিপের সময় যেন আর কাটতে চায় না। কবে আসবে প্রার্থিত সময় তার জন্য অধিরভাবে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

সোমবার বিকেলবেলায় আকেটি পত্র পেল পিপ। ওর ঘরের দরজার নিচ দিয়ে পত্রটা কে যেন রেখে গেছে। একটি নোংরা কাগজে লেখা, হাতের লেখা একেবারেই খারাপ। পত্রে লেখা আছে–

'তোমার চাচা প্রোভিস (ম্যাগউইচ) খুবই বিপদের মধ্যে আছে। আমি এই বিপদ থেকে উদ্ধারের একটা উপায় বলতে পারি। তুমি আজ রাত ৯টার সময় তোমার গ্রামের জলাভূমির কাছে অবস্থিত ইটখোলার কাছে যে বাড়িটা আছে, সেখানে হাজির থেকো। সঙ্গে কাউকে আনবে না, একাই এসো।'

অদ্ভুত এই চিঠিটার কোনো কিছুই ভালো করে অনুধাবন করতে পারল না পিপ। পিপ ভাবল সেখানে যাবে কি না? কিন্তু বেশি কিছু ভাবার ওর সময় ছিল না মোটেই। লন্ডন থেকে কোচ ছাড়ার আর মাত্র আধাঘণ্টা বাকি। পিপ শেষে সেখানে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল। পিপ যখন কোচ থেকে নামল। তখন সন্ধ্যা হওয়ার কিছুটা বাকি। সে সরাসরি ব্লুবোর সরাইখানায় না গিয়ে অন্য একটি সাধারণ সবাইখানায় উঠে হালকা খাওয়াদাওয়া করল।

পিপ সিদ্ধান্ত নিল একবার মিস হাভিশামের বাড়িটা ঘুরে যাবে। মিস হাভিশামের ওখানে গিয়ে পিপ দেখল মিস খুবই গুরুতর অনুস্থ।

পিপ ওর কোটের পকেটে হাত দিয়ে চিঠিটা খুঁজল নির্দেশনামাটা আবার দেখার জন্য, কিন্তু খুঁজে পেল না। ভাবল কোচে আসার সময় হয়তো অসাবধানে কোথাও পড়ে গেছে। ৯টা বাজার অল্প সময় বাকি, পিপ আর সময় নষ্ট না করে সরাসরি ইটখোলার দিকে যাত্রা করল।



তিপ্পান্ন

রাতটা ছিল খুবই অন্ধকার। এদিকে বিশ্রী রকম ঝোড়ো হাওয়া বইছিল। বাড়িটার কাছে পৌঁছে পিপ কিছুটা স্বস্তি পেল এই ভেবে যে, আর যাই হোক, মোটামুটি ঝড়ের কবল থেকে বাঁচা যাবে।

পিপ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল জানালার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। ও ভাবল বাড়িটাতে অবশ্যই কেউ আছে। এটা ভেবে সে ধীরে ধীরে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল। ঘরে প্রবেশ করে দেখল টেবিলের ওপর একটি মোমবাতি জ্বলছে, পাশেই একটি বিছানা পাতা, কোনো লোকজনের সাড়াশব্দ নেই।

পিপ এবার ওপর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, কেউ আছে নাকি বাড়িতে? কিন্তু কারো কোনো সাড়া মিলল না।

পিপ অবাক হলো, কারণ ঘরে আলো জ্বলছে অথচ দেখতে পাচ্ছে না কাউকে। পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন অদ্ভুত মনে হলো ওর কাছে। ঘর থেকে বের হয়ে বাড়ির চারপাশে ভালো করে ঘুরে দেখল, কাউকেই দেখতে পেল না সে।

পিপ আবার ঘরে এসে প্রবেশ করল। ওপরতলাটা একবার ঘুরে দেখার প্রয়োজন মনে করল সে। মোমবাতিটা হাতে নিয়ে কেবলই ওপরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে পিপ, এমন সময় কে যেন ধাক্কা মেরে মোমবাতিটা ওর হাত থেকে ফেলে দিল। পুরো ঘরটা অন্ধকারে ঢেকে গেল। এরপরই অকস্মাৎ ওপর থেকে একটা দঁড়ির ফাঁদ নেমে এসে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল ওকে। এরপর একটা ক্রুদ্ধ গলার স্বর শুনতে পেল পিপ, 'এবার কোথায় পালাবে, এবার তোমাকে কেউ ধরতে পারবে না?'

পিপ আর্তচিৎকার করে উঠল, 'কে কোথায় আছো, আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!'

সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্কশ হাত এসে ওর মুখটা চেপে ধরে সাপের মতো হিসহিসে কণ্ঠে বলল, 'একটু শব্দ করবি তো এক্ষুনি তোকে খুন করব।'

লোকটা এবার একটা মোমবাতি জ্বালল, মোমবাতির আলোকে লোকটাকে দেখেই চমকে উঠল পিপ, লোকটা আর কেউ নয়, অরলিক।

পিপ বলল, 'অরলিক, তুমি আমার সঙ্গে এমন খারাপ আচরণ করছ কেন? আমার শরীরের ফাঁস খুলে দাও, আমাকে যেতে দাও, আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি।'

অরলিক এবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পিপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চেঁচাবি না, এবার তোর রক্ষা নেই কোনোমতেই।'

অরলিকের লাল চোখ মনে হয় ভাটার মতো জ্বলছে, চোখে খেলা করছে হিংস্র জানোয়ায়ের হিংস্রতা। বোঝা যাচ্ছে প্রচুর মদ গিলেছে শয়তানটা। পিপের সামনেই একটা বোতল থেকে ঢক ঢক করে আধা বোতল মদ গিলল সে এবং জড়িত গলায় বলল, সেই প্রথম দিন থেকে, অর্থাৎ জোর কামারশালা থেকে তুমি আমার সঙ্গে টেক্কা দিচ্ছ। আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসতাম। গিয়ে বাগড়া দিয়েছ। তোমার জন্যই মিস হাভিশামের বাড়ির চাকরিটা হারিয়েছি। এসব ক্ষতির শোধ তুলব আজ আমি।

এবার পিপ সত্যি সত্যি ভয় পেল, কারণ অরলিক তো এখন পুরো পাঁড় মাতাল। যেকোনো অন্যায় করতে সে দ্বিধা করবে না। পিপ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী করবে অরলিক?'

অরলিক ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'তোমাকে এখন আমি খুন করব, বুঝতে পেরেছ, যেভাবে তোমার বোনকে খুন করেছি আজ সেভাবে তোমাকেও খুন করব।'

অরলিকের কথা শুনে পিপের আর বুঝতে বাকি রইল না যে ওর বোনের খুনি অরলিকই, ওর মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হলো আজ। আশ্চর্য হয়ে পিপ বলল, 'অরলিক, তাহলে তুমিই শেষ পর্যন্ত...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই খুন করেছি, আজ তোমারও তোমার বোনের দশা হবে।' অরলিক এ কথা বলেই বড় একটা হাতুড়ি মাথার ওপরে তুলল পিপের, পিপ বাঁধা অবস্থায় প্রাণপণে সরে যেতে চেষ্টা করল আর সাহায্যের জন্য জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগল। আর সে সময়ই বাইরে লোকজনের চিৎকার আর হৈচৈ শুনতে পেল সে। অরলিকের কানে হৈচৈয়ের শব্দ প্রবেশ করতেই সে বিদ্যুৎ বেগে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল হাতের হাতুড়িটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে। এরপর পিপের আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফেরার পর পিপ দেখল, স্টারটপ আর হার্বার্ট ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে চিন্তিত মুখে। পিপের মনে হলো হার্বার্ট যেন বহুদূর থেকে বলছে, 'এখনো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, কিন্তু বিপদ কেটে গেছে আর কোনো ভয় নেই। একটু পরে আশা করি সব স্বাভাবিক হবে।'

পিপ পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার পর জানতে পারল, সে যখন লন্ডন থেকে বের হয় তখন হার্বার্ট অরলিকের চিঠিটা বাসার মেঝেতে কুড়িয়ে পায়। চিঠিটা পেয়েই হার্বার্টের মনে সন্দেহ উঁকি দেয়, পিপ হয়তো কোনো ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে, আর তক্ষুনি স্টারটপ আর সে দুজন ওর পিছু নেয় এবং কোচে চেপে এখানে চলে আসে। মি. ট্র্যাবের দরজিখানার সহকারী ছেলেটি ইটখোলার দিকে যেতে দেখেছিল, সেই হার্বার্টদের পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে আসে, ছেলেটির জন্যই দ্রুত ওরা এখানে এসে পৌঁছতে সমর্থ হয়েছিল।

পিপ সবার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার সুরে বলল, 'তোমরা আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছ।'

সে রাতেই পিপকে সঙ্গে নিয়ে ওরা লন্ডন এসে পৌঁছল। কারণ সময় নষ্ট করার ফুরসৎ নেই, সামনে মাত্র একটা দিন। ম্যাগউইচকে নিরাপদ করার জন্য সকল কর্ম এরই মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। পিপ দুই দিন বিছানায় শুয়ে কাটাল।



চুয়ান্ন

বুধবার। সময়টা মার্চ মাস, আলো ঝলমলে দিন, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। মনে হয় আলোটা গ্রীষ্মকালের আর ছায়া শীতকালের।

পিপ, স্টারটপ আর হার্বার্ট সকাল ৯টার দিকে তিনজনই নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ভাটিপথে এগিয়ে চলল ওরা।

ক্লারাদের বাড়ি পার হয়ে আরো একটু দূরে গিয়ে ওরা নৌকা থামাল। এখানে প্রোভিস এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল। প্রোভিসের পরনে জাহাজের সারেংয়ের পোশাক।

পিপ জানে বৃহস্পতিবার সকল ৯টার সময় দুটো স্টিমার যাত্রা করবে লন্ডন থেকে, একটি যাবে হামবুর্গ আর অন্যটি যাবে রোটেরডোম।

বেলা ৩টা পর্যন্ত ওরা নৌকা চালনা করল মোটামুটি সহজভাবেই, কিন্তু এরপর ওদের উজান স্রোত ঠেলে যেতে হলো। উজান ঠেলে যেতে বেশ কষ্ট হলো ওদের কিন্তু থামল না একটুক্ষণের জন্যও। সন্ধ্যা নেমে আসার পর ওরা নদীর মাঝামাঝি একটি নির্জন স্থানে পৌঁছল, এখানেই নোঙর করবে বলে স্থির হলো। ওরা ঠিক করল, রাতটা কাছাকাছি একটা সরাইখানায় কাটাবে। আগামীকাল সকালবেলায় যখন এ পথেই হামবুর্গগামী স্টিমারটা যাত্রা করবে তখন ওরা নৌকা নিয়ে স্টিমারের কাছে যাবে। প্রোভিস আর পিপ স্টিমারে উঠে পড়বে। হার্বার্ট আর স্টারটপ ওদের দুজনকে স্টিমারে তুলে দিয়ে লন্ডনে ফিরে যাবে।

খুঁজে খুঁজে একটা নিরিবিলি সরাইখানা বের করল ওরা। খুব একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়, আলো-বাতাস প্রবেশ করে না মোটেই, কিন্তু খাবারদাবারের মান বেশ ভালো।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ল সবাই। শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রোভিস গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। কিন্তু পিপ, হার্বার্ট আর স্টারটপ তিনজনের কারো চোখে ঘুম নেই। অনেক রাত পর্যন্ত ওরা প্রোভিসের বিষয়টি নিয়ে নানা রকম

জল্পনা-কল্পনা করল।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ওরা গভীর আগ্রহ নিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে এসে পড়ল সেই প্রতীক্ষিত স্টিমার। সবাই দ্রুত উঠে বসল নৌকায় এবং দ্রুত মাঝ নদীর দিকে এগোতে লাগল। একটু পরেই স্টিমারের নাগাল পাবে ওরা।

এমন সময় দেখা গেল নদীর অন্য কিনার থেকে আরেকটি নৌকা দ্রুতবেগে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। নৌকায় চারজন লোক। তিনজন দ্রুত দাঁড় টানছে আর অন্যজন চাদর দ্বারা আপাদমস্তক ঢেকে লম্বা একটা আলখাল্লা পরে বসে আছে। ওরা ভাবল ওই লোকটাই হয়তো নৌকার যাত্রী, অন্য তিনজন মাল্লা।

এরই মধ্যে স্টিমারও খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে অন্য নৌকাটাও পিপদের নৌকার কাছে এসে ভিড়ল। অপর পাশের নৌকা থেকে একজন মাল্লা চিৎকার করে বলল এই যে, শুনতে পাচ্ছ তোমরা? তোমাদের নৌকায় আইন ভঙ্গকারী একজন জেল পালানো কয়েদি আছে। তার নাম ম্যাগউইচ ওরফে প্রোভিস। এক্ষুনি দেরি না করে তাকে আমাদের হাতে তুলে দাও।

স্টিমারটা এখন পিপদের নৌকার খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। ঢেউয়ের ধাক্কায় দুটো নৌকাই রীতিমতো দোল খাচ্ছে।

হঠাৎ করেই প্রোভিস এক লাফে অপর নৌকায় বসা আলখাল্লাধারী লোকটার কাছে পৌঁছে হ্যাঁচকা টানে ওর মুখের আবরণ খুলে ফেলল। আবরণ সরে যেতেই মুখ দেখে চমকে উঠল পিপ। আ রে! এ তো সেই দ্বিতীয় কয়েদি, যাকে অনেক বছর আগে গির্জার কবরস্থানে সে দেখেছিল। এই লোকটাই তো প্রোভিসের সারা জীবনের শত্রু।

ওকে চিনতে পারা মাত্র প্রোভিস গায়ের রক্ত হিম করা এক চিৎকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। হুড়াহুড়ি আর ঝাপটাঝাপটি করে দুজনই পানিতে পড়ে গেল। একজন আরেকজনের গলা টিপে ধরে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করতে লাগল। মনে হলো এক্ষুনি ওরা দুজন স্টিমারের তলায় চলে যাবে। এ রকম হুড়াহুড়িতে পিপদের নৌকাটা উল্টে গেল। পিপ, স্টারটপ আর হার্বার্ট তিনজনে প্রাণপণে সাঁতার কেটে কোনো রকমে স্টিমারের কাছ থেকে দূরে সরে আসতে সমর্থ হলো। অপর নৌকার মাল্লারা ওদের তিনজনকে কোনো রকমে টেনেহিঁচড়ে নৌকার ওপর তুলল। ওরা প্রাণে বেঁচে গেল কিন্তু ওরা যখন শুনল ওদের উদ্ধারকারী মাল্লারা আসলে পুলিশের লোক তখন প্রোভিসের কথা ভেবে ওরা

রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়ল।

ওরা তিনজন তখন রীতিমতো উদ্‌গ্রীব হয়ে নদীবক্ষে প্রোভিসকে খুঁজছে। কিছুক্ষণ পরেই পানির ওপরে প্রোভিসকে ভেসে থাকতে দেখা গেল। দ্রুত অপর পক্ষের নৌকাটা এগিয়ে গিয়ে প্রোভিসকে কোনো রকমে টেনেহিঁচড়ে নৌকার ওপরে তুলল। প্রোভিসের অবস্থা তখন খুবই নাজুক। মাথা কেটে গেছে ওর, বুকে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, সারা দেহে আঘাতের চিহ্ন। সে রকম অবস্থাতেই পুলিশের লোকজন ওর হাত-পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে দিল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কম্পিসনের দেহটাও খুঁজে পেল পুলিশের লোকজন। কিন্তু তখন কম্পিসন আর ইহজগতে নেই। আহত অবস্থায় পানিতে ডুবে ভবলীলা সাঙ্গ করেছে।



পঞ্চান্ন

পরদিনই ম্যাগউইচকে পুলিশ কোর্টে নিয়ে যাওয়া হলো। পিপ সরাসরি মি. জ্যাগার্সের কাছে গিয়ে ম্যাগউইচের সকল বিষয় বর্ণনা করে তাকে কীভাবে মুক্ত করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ চাইল।

মি. জ্যাগার্স জানালেন, আর কোনো পথ নেই, পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি বা আইন নেই যা দ্বারা এখন ম্যাগউইচকে রক্ষা করা যাবে।

কম্পিসনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হলে তার পকেটে একটি চিরকুট পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়ার একটি নামকরা ব্যাংকে ম্যাগউইচের বেশ মোটা অঙ্কের টাকা জমা আছে। কম্পিসনের আশা ছিল সেই টাকাটা বাগানোর।

প্রোভিসের বিচারকার্য আরো এক মাস পিছিয়ে গেল। পিপের জন্য এই সময়টা হলো সবচেয়ে অসহ্য, অন্ধকার এক ক্লান্তিকর সময়।

এরই মাঝে একদিন হার্বার্ট এসে বলল, 'পিপ, বন্ধু আমার, বলতে খুব দ্বিধা হচ্ছে যে, অচিরেই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে তোমাকে ছেড়ে।'

পিপ বলল, 'হার্বার্ট, আমি তোমাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি, আমি চাই তুমি আরো বড় হও, আরো উন্নতি করো।'

'কিন্তু পিপ, বন্ধু আমার, তুমি যে বড় একা হয়ে যাবে', বলল হার্বার্ট।

পিপ বলল, 'আমার এসব বিষয় ভাবার আর সময় নেই মোটেই।'

হার্বার্ট বলল, 'পিপ, তুমি কি তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটুও ভাবো না?'

পিপ বলল, 'না, এসব বিষয় ভাবতে আমি এখন ভয় পাই।'

বিদায়কালে ক্লারা বলল, 'পিপ, তুমি তো আমার স্বামীর বন্ধু, আমারও বন্ধু, তুমি যদি আমাদের কাছে আসো এবং কখনো আমাদের সঙ্গে বাস করো তাহলে আমরা খুবই আনন্দিত হব।'

পিপ তাকে আন্তরিকতার সঙ্গে বারবার ধন্যবাদ জানাল, তবে সে নিশ্চিত কোনো আশ্বাস দিতে পারল না ওদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার। তবে সে হার্বার্টকে জানাল স্বীকারোক্তির জন্য সে যেন তিন মাস অপেক্ষা করে।

হার্বার্ট ওর কথা শুনে খুব খুশি হলো।

এর মাঝে মি. ওয়েমিক পিপের বোকামিতে উষ্মা প্রকাশ করলেন। তিনি পিপকে বললেন, 'সে একটা বোকা, এত বড় টাকার অঙ্ক সে হেলায় দূরে ঠেলে দিল, যা নাকি ম্যাগউইচ তাকে দিতে আগ্রহী ছিল।' ম্যাগউইচের সকল সম্পদ শেষ পর্যন্ত সরকার বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করল।

এর কিছুদিন পরেই মি. ওয়েমিক স্কিফিনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন।



ছাপ্পান্ন

বন্দি অবস্থায় ম্যাগউইচ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ল। বিচারকার্য শুরু না হওয়া পর্যন্ত তাকে এখানেই কাটাতে হবে।

পিপ প্রতিদিনই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়, তবে তা খুবই অল্প সময়ের জন্য। দিনে দিনে ম্যাগউইচের অবস্থা খারাপ হতে আরো খারাপের দিকে যেতে লাগল।

অবশেষে একসময় বিচারকাজ শুরু হলো। মি. জ্যাগার্স চেষ্টা চালালেন ম্যাগউইচের জন্য, তার পক্ষে যতটা সম্ভব। ম্যাগউইচ এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, সে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। বিচারক শেষে তাকে বসার অনুমতি প্রদান করলেন।

ম্যাগউইচের বিচার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে গেল। বিচারকার্যে কোনো রকম সমস্যা দেখা দিল না। দূর দেশে ম্যাগউইচ যেভাবে জীবন যাপন করেছে অর্থাৎ সে সেখানে ছিল সৎ এবং পরিশ্রমী, কোনো রকম অপরাধ সে করেনি সেখানে। সেখানে ম্যাগউইচ যে শ্রম প্রদান করে সততার সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাতে সে সবার প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু সে ইংল্যান্ডে ফিরে এসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আইন ভঙ্গ করেছে। তার এভাবে এখানে আসা বেআইনি, সে কারণে তার প্রাপ্য শাস্তি প্রাণদণ্ড। আদালত তাকে সেই শাস্তিই শেষে প্রদান করলেন।

ম্যাগউইচের প্রাণদণ্ড ঘোষিত হওয়ার কয়েক দিন পরে পিপ তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। পিপ লক্ষ করল এরই মাঝে ম্যাগউইচের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। আগের চেয়ে তার শরীর আরো বেশি রকম দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে জানাল, সে আর বেঁচে থাকতে আগ্রহী নয়। কিন্তু ম্যাগউইচের চেহারায় অবসাদের বা ক্লান্তির কোনো চিহ্ন দেখতে পেল না। কী যেন একটা প্রশান্তির দীপ্তি সর্বদা খেলা করছে ম্যাগউইচের চোখে-মুখে।

ম্যাগউইচ তার প্রশান্ত স্নেহভরা চোখ তুলে পিপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পিপ, আমার জীবনের শেষ সময়ে তুমি আমাকে কী শান্তি ও মমতা প্রদান করেছ তা আমি আমার ভাষা দিয়ে বলতে পারব না।' বেশিক্ষণ কথা বলতে পারল না, দু-একটি কথা বলেই তার হাঁফ ধরে গেল। মনে হলো ম্যাগউইচ নিঃশ্বাস নিতে খুবই কষ্ট পাচ্ছে। বুকটা তার কামারশালার হাপরের মতো ওঠানামা করছে। পিপ ম্যাগউইচের কানের মুখ নিয়ে বলল, 'তোমার কী খুবই কষ্ট হচ্ছে?'

ম্যাগউইচ খুব কষ্ট করে পিপের হাত দুটো তার ঠোঁটের ওপর স্থাপন করে বলল, 'না, আমার কোনো কষ্ট নেই এখন আর।' এর পরই তার হাত দুটো নিস্তেজ হয়ে দুপাশে ঝুলে পড়ল। শরীরটা একবার মাত্র থরথর করে কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল। ম্যাগউইচ এভাবে অনন্ত শান্তির কোলে আশ্রয় লাভ করল।



সাতান্ন

ম্যাগউইচের মৃত্যুতে পিপ মনের দিক থেকে একেবারে ভেঙে পড়ল। হতাশা এসে ঘিরে ধরল তাকে। বর্তমানে হার্বার্টও এ দেশে নেই। সে ব্যবসা সূত্রে কায়রোতে আছে। পিপ খুবই অসহায় হয়ে পড়ল, কারণ ও এখন পুরো কর্মহীন একজন বেকার, কোনো কাজ নেই, চাকরি নেই। ওর হাতে যে টাকা-পয়সা ছিল তা এরই মধ্যে সবই শেষ এবং কিছু ঋণও করেছে সে। কী করে সে এখন জীবন ধারণ করবে এটা ভেবে সে একেবারে পাগলের মতো হয়ে গেল।

এই সব নানা জটিল আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে পিপ শেষে মারাত্মক রকম অসুস্থ হয়ে পড়ল। দিনকে দিন ওর অসুখটা ক্রমে বেড়েই চলল। শেষে ওর অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে আর থাকল না কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে তার সময় বয়ে যেতে লাগল। কোনটি স্বপ্ন আর কোনটি বাস্তব এর মাঝে কোনো রকম ব্যবধানই রইল না আর। শেষে পুরো চেতনাই লোপ পেল ওর। সচেতন অবস্থায় পিপের মনে হলো দুজন লোক যেন ওর বিছানার পাশে বসে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে বসে আছে। ওদের মধ্যে একজন পিপকে লক্ষ করে বলছে, '১০০ পাউন্ড ধার নিয়েছিলে তুমি ফেরত দাওনি, এই দেনার দায়ে তোমাকে আমরা গ্রেপ্তার করলাম। এবার আমাদের সঙ্গে চলো।' পিপ বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই ধপাস করে পড়ে গেল। পিপ বুঝতে পারছে না এসব ব্যাপার কী সত্যি ঘটছে, নাকি সে স্বপ্ন দেখছে?

এর মাঝে আবার সে দেখল বেশ কজন লোক ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দেনা শোধ করার জন্য রীতিমতো হম্বিতম্বি করছে। কিন্তু পিপ তখন একেবারেই অসহায়, সহায়-সম্বলহীন, ওর হাতে তখন এক কানাকড়িও নেই।

পিপ এবার ঘোরের মাঝে দেখল, জো এসে ওর সামনে দাঁড়িয়েছে। এটি কি স্বপ্ন না বাস্তব বুঝতে পারল না সে। কীভাবে সারাদিন কেটে রাত নেমেছে কিছুই জানে না ও। রাতের বেলা দেখল, জো তার পাশে এসে বসল। আবার দিনের বেলায় দেখে জো জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, আবার

কখনো পিপের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। পানি তেষ্টা পেলে একটু পানি বলে শব্দ করতেই জো পরম যত্নে পানির গ্লাস মুখে তুলে দিচ্ছে, পিপ তখনো বুঝতে পারছে না এসব কি স্বপ্নের ঘোরে দেখছে নাকি বাস্তবেই এসব ঘটনা ঘটছে।

এভাবে বেশ কিছুদিন ঘোরের মধ্যে কাটানোর পর একদিন পিপের মনে হলো সে যেন কিছুটা সুস্থ বোধ করছে। মাথা থেকে মনে হয় বিশাল একটা ভার নেমে গেছে, মাথাটা এখন মোটামুটি পরিষ্কার আর হালকা মনে হচ্ছে।

সামনে জোকে বসে থাকতে দেখে পিপ বলল, 'ভাই জো, আমি কি সত্যি তোমাকে আমার সামনে দেখছি, নাকি এসব স্বপ্ন?'

জো বলল, 'না পিপ, তুমি সত্যিই আমাকে দেখছ, আমিই জো, এই তো তোমার পাশে বসে আছি।'

পিপ তার মনের আবেগ আর চেপে রাখতে পারল না, ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

একটু সুস্থ হয়ে পিপ জানতে চাইল, 'আমি কদিন ধরে এভাবে বিছানায় পড়ে আছি ভাই?'

জো বলল, 'দুই মাস যাবৎ।'

'এ দুই মাস তুমি আমার কাছেই ছিলে?' জানতে চাইল পিপ।

জো বলল, 'হ্যাঁ, প্রায় দুই মাস ধরেই আমি তোমার পাশে আছি। তোমার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে বিডি খুবই জরুরিভিত্তিতে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিল।'

এরপর জো পিপকে অনুরোধ করল, 'পিপ, তুমি এখন আর কোনো কথা বোলো না, কারণ এখনো পুরোপুরি সুস্থ হওনি।'

পিপের শরীর তখনো রীতিমতো দুর্বল। জো পিপের সকল বিষয়ে জানিয়ে বিডির কাছে চিঠি লিখতে আরম্ভ করল। বিডি জোকে অক্ষরজ্ঞান প্রদান করেছে এরই মধ্যে এবং চিঠি লেখাও শিখিয়েছে।

চিঠি লিখতে লিখতে জো বলল, 'এসব ব্যাপারে আমি একবারে অনভিজ্ঞ।'

জো পিপকে কথা বলতে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে জোর কাছে জানতে চাইল মিস হাভিশাম এখন সুস্থ আছেন কি না।

পিপের প্রশ্নের জবাবে জো জানাল, 'মিস হাভিশাম আর ইহজগতে নেই পিপ, তিনি মারা গেছেন।'

পিপ এবার জোর কাছে জানতে চাইল, 'মিস হাভিশামের এত সহায়-সম্পদ টাকা-পয়সা এসব তিনি কী করে গেছেন শেষ পর্যন্ত?'

জো বলল, মিস হাভিশাম তার সকল সম্পদ এস্টেলার নামে দিয়ে গেছেন। মিস হাভিশাম ম্যাথুপকেটকে চার হাজার পাউন্ড প্রদান করে গেছেন। মিস হাভিশাম তার দানপত্রে লিখেছেন :

'আমি পিপের কাছ থেকে ম্যাথুপকেটের সততা ও সহৃদতার কথা জানতে পেরে তাকে আমি এই টাকাটা দান করলাম।'

মিস হাভিশামের উইলের এই কথাটা শুনে পিপের মনটা খুশিতে ভরে উঠল, পিপ মনে মনে এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করল যে, শেষ পর্যন্ত তাকে দিয়ে একটা মহৎ কর্ম সাধিত হলো।

পিপ কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর জো তাকে বেশ কিছু চমকপ্রদ খবর দিল। অরলিক পাম্বলচুক কাকার আশ্রয়ে থেকে তার খেয়ে-পরে তারই সর্বনাশ করেছে, অত্যন্ত খারাপ আচরণ করেছে পাম্বলচুক কাকার সঙ্গে। তার সমস্ত টাকা-পয়সা চুরি করেছে। সব শেষে পাম্বলচুক কাকার দোকান ভেঙে মালপত্র সরিয়ে নেওয়ার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে এবং বিচারে তার জেল হয়েছে।

ক্রমে পিপ সুস্থ হয়ে উঠল। অসুস্থতার পুরো সময়টাই জো পিপের পাশে পাশে থেকে আন্তরিক সেবা প্রদান করেছে। জো ছিল পিপের সব সময়ের সঙ্গী।

পিপ যখন পুরোপুরি সুস্থ হলো, তখন জোর মধ্যে কেমন যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ করল সে। জো আবার আগের মতোই পিপের সঙ্গে কেমন যেন একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলছে। জো হয়তো ভাবছে এখন বোধ হয় ওকে আর তেমন প্রয়োজন হবে না পিপের। আর এখানে হয়তো ওর আর কোনো কাজ নেই, থাকারও দরকার নেই।

জোর এমন নির্লিপ্ত আচরণে পিপ মনে মনে খুবই আহত হলো। এ জন্য কাউকে দোষ দিতে পারল না পিপ। পিপ জানে এসব ঘটনার জন্য সে নিজেই দায়ী। পিপ একসময় জোকে মনে করেছে নিম্ন পর্যায়ের গেঁয়ো মানুষ, লোকসমাজে তার পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেছে, নিজেকে সর্বদা আধুনিক শিক্ষিত সভ্য সমাজের মানুষ ভেবেছে এবং কামারশালার কামার জোকে মনে মনে অস্বীকার

করেছে।

পিপ এবার অতীতের আচরণের কথা চিন্তা করে মরমে মরে গেল। ভীষণ লজ্জা করতে লাগল তার।

পরদিন সকালবেলা পিপ নিজেই কারো সহায়তা ছাড়াই বিছানা ত্যাগ করল। নিজেই নিজের জামাকাপড়গুলো পরল। এরপর ভাবল যাই, পাশের ঘরে গিয়ে জোকে অবাক করে দিই। কিন্তু আর্শ্চয ব্যাপার, পাশের ঘরে গিয়ে জোকে অবাক করে দেওয়ার বদলে নিজেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

সে যা দেখল তা দেখে ওর মনের আনন্দ পুরোটা হাওয়ায় উড়ে গেল। জো চলে গেছে। ওর বিছানার ওপর পড়ে আছে পিপকে লেখা একটি চিঠি। তাতে লেখা–

'তুমি এখন পুরোপুরি সুস্থ, আমি চলে যাচ্ছি। তোমার কাছে আমার না থাকাটাই এখন তোমার জন্য ভালো হবে।

ইতি

তোমার চির শুভাকাঙ্ক্ষী

জো'

এই পত্রের সঙ্গে পিন দিয়ে একটি রশিদ আটকে রাখা হয়েছে। রশিদটি দেখে পিপ বুঝল, পিপ যে ধার-দেনা করেছিল এবং যার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সেই সব ঋণের টাকা শোধ করে তাকে মুক্ত করেছে জো। এই রশিদটি হলো সেই ঋণ শোধ করে দেওয়ার রশিদ।

পিপ এবার বুঝতে পারল, অচেতন অবস্থায় ঘরের মধ্যে সে যে দেখেছিল দুটি লোক তাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে সেটা তাহলে স্বপ্ন ছিল না, সত্যি ব্যাপারই ছিল।

পিপের হৃদয়টা জোর জন্য আবেগে আপ্লুত হয়ে গেল। সে শুধু অস্ফুট স্বরে বলল, 'জো, তুমি এত ভালো, এত মহৎ!'



আটান্ন

আরো বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা পুরোপুরি সুস্থ হলে পিপ সোজা গিয়ে কোচে আরোহণ করল এবং গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করল।

কোচ থেকে নেমেই সাক্ষাৎ হলো পাম্বল কাকার সঙ্গে। তিনি পিপের সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং তাকে সকালের নাশতা খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

পিপের ইচ্ছে হলো বিডির বিদ্যালয়টা একবার সে ঘুরে দেখবে। বিদ্যালয়ের কাছ গিয়ে জানল কিছুদিনের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ, আবার খুলবে।

জোর কামারশালার কাছে এসে সে অবাক হয়ে গেল, কামারশালা এমন অসময়ে বন্ধ দেখে। জোর বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, বাড়িটাকে খুব সুন্দর করে সাজানো-গোছানো হয়েছে। মনে হয় কোনো অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে।

পিপ এসে জোর বাড়িতে পা দিল। পিপকে দেখে বিডি যেন ভূত দেখার মতোই চমকে উঠল। এর পরই আনন্দের অশ্রু ঝরতে লাগল ওর দু' চোখ থেকে। বিডি আর জো পিপকে কাছে পেয়ে যারপরনাই আশ্বস্ত হলো। বিডি পিপকে জানাল, 'আজ তার বিয়ের দিন। জোর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে সে।'

বিডি শুধু বারবার একই কথা বলতে লাগল, 'পিপ কেমন যেন রোগা হয়ে গেছো, এবার ভালোমতো খেয়েদেয়ে শরীরটাকে তাগড়া করো। ভালো করে খাওয়াদাওয়া এবং পুরোপুরি বিশ্রাম গ্রহণ করে তোমার শরীরটা আগে ভালো করতে হবে।'

জো এবং বিডির বিয়ের কথা শুনে পিপ প্রথমে খুবই অবাক হলো। কিন্তু এই অবাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে সে গভীর আনন্দও অনুভব করল।

পিপ এবার জোকে বলল, 'ভাই জো, তুমি বিডির মতো এমন আদর্শ স্ত্রী আর কোথাও খুঁজে পাবে না', বিডিকে বলল, 'বিডি, তুমিও জোর মতো এমন সহজ-সরল আদর্শ স্বামী আর কোথাও পাবে না।'

ওদের দুজনের হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে পিপের হৃদয়টা অনাবিল আনন্দে ভরে গেল। আসলেই ওরা সবাই কত ভালো কত আন্তরিক। ওরা খুবই সহজ-সরল, কোনো রকম জটিলতা নেই ওদের মাঝে। এদের জীবনে কোনো খাদ নেই, খুবই সহজ-সরল আর আন্তরিকতায় পূর্ণ এদের জীবন।

এরপর পিপ জো আর বিডিকে তার পরবর্তী পরিকল্পনার কথা জানাল। পিপ এরপর এখান থেকে ইংল্যান্ডে যাবে এবং সেখান থেকে সোজা কায়রোর উদ্দেশে যাত্রা করবে। পিপ জানাল, সে ক্লারিকারের কায়রো অফিসে কেরানির চাকরি নিয়ে যাচ্ছে। পিপ বলল, 'সেখানে আমি নিজের সততা বজায় রাখব, সর্বদা শ্রম দেব, যে টাকা আমি আয় করব সে সব টাকা দিয়ে আমার যত ঋণ আছে সব শোধ করব।'

জো এবং বিডির সঙ্গে কিছুদিন কাটানোর পর পিপের বিদায় নেওয়ার সময় উপস্থিত হলো। বিদায় নেওয়ার দিন পিপ বলল, 'আমি ওপরতলায় ছোট ঘরটাতে গিয়ে একটু বসতে চাই, সে ঘরে আমার ছেলেবেলা কেটেছে।'

পিপ ওপরতলায় ছোট্ট ঘরটিতে বসে কিছুক্ষণ কাটাল। এরপর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলো।

লন্ডন পৌঁছে পিপ তার সব আসবাবপত্র বিক্রি করে ধার-দেনা শোধ করল, এরপর কায়রোর উদ্দেশে যাত্রা করল। কায়রোতে পৌঁছে সে হার্বার্ট আর ক্লারার বাসয় উঠল। ওরা দুজন পিপকে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। এরই মধ্যে হার্বার্ট আর ক্লারা দুজনরই শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে।

কায়রোতে ক্লারিকারের অফিসে কাজে যোগ দিল পিপ। বেশ কয়েক বছর খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করল পিপ। ক্লারিকার পিপের সততা ও কাজ দেখে খুবই খুশি হলো। এর দু-এক বছর পর ক্লারিকার খুশি হয়ে পিপকে তার নিজ ব্যবসায় অংশীদার করে নিল।



ঊনষাট

এরই মাঝে কেটে গেছে ১১টি বছর। দীর্ঘ ১১ বছর পর পিপ ফিরে এলো ইংল্যান্ডে। এখানে এসেই আর দেরি না করে সোজা তার গাঁয়ে যাওয়ার কোচে চেপে বসল। এই ১১টি বছর পিপ জো আর বিডিকে একটুক্ষণের জন্যও চর্মচক্ষে দেখার সুযোগ পায়নি।

গাঁয়ে এসে পৌঁছল পিপ, ডিসেম্বর মাস তখন, ঘণ্টা দুয়েক আগেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। পিপ এসে জোর পুরনো রান্নাঘরের দরজায় আলতো করে হাত রাখল। পিপ এমনভাবে দরজায় হাত রাখল যাতে কেউ কোনো শব্দ না পায় এবং তাকে কেউ দেখতে না পায়।

পিপ তাকিয়ে দেখল, জো আগুনের সামনে বসে এক মনে পাইপ টানছে। মাথার চুলগুলো সাদাটে হয়েছে ওর, কিন্তু আগের মতোই শক্তসমর্থ মনে হচ্ছে।

পিপ বলল, 'এই তো আবার ফিরে এসেছি আমি।' চমকে চোখ তুলে তাকাল জো, তাকিয়ে পিপকে দেখে অনাবিল আনন্দের স্পর্শে ওর চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পিপ দেখল জোর পাশেই একটি ছোট বাচ্চা বসে আছে। জো তাকে দেখিয়ে পিপকে বলল, 'এই হচ্ছে আমার ছেলে, বিডি আর আমি ওর নাম রেখেছি পিপ। আমরা মনে করি বড় হলে ও ঠিক তোমার মতোই হবে।'

পরদিন জো পিপকে সঙ্গে নিয়ে পুরনো স্মৃতিবিজড়িত গির্জাসংলগ্ন কবরস্থানে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল।

বিডি এবং পিপ খাওয়াদাওয়া শেষে দুজনে মিলে গল্প করছিল। এমন সময় পিপ বলল, 'বিডি তোমার ছোট্ট পিপকে আমাকে কিছুদিনের জন্য ধার দাও। ওকে আমি আমার কাছে নিয়ে রাখব।'

বিডি বলল, 'না না, তা কখনো হবে না, পিপ এবার তুমি একটা বিয়ে করো।'
'হার্বার্ট আর ক্লারাও সর্বদা আমাকে এ কথাটিই বলেছে, কিন্তু এ কাজটি আমাকে দিয়ে আর কোনো দিন হবে না। আমি তো এখন বুড়িয়ে গেছি, প্রায় বয়স্ক

চিরকুমার বলতে পারো।'

বিডি এবার একদৃষ্টে পিপের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'প্রিয় পিপ, তুমি হয়তো তোমার পুরনো সঙ্গী এস্টেলাকে ভুলতে পারছ না, তাই না?'

পিপ বলল, 'না না, বিডি, এসব এখন আর আমি মোটেই ভাবি না, সব কিছু ফুরিয়ে গেছে বলা যায়।'

বিডি বলল,'সত্যি করে বলো পিপ, তুমি কী তোমার পুরনো সেই বন্ধুকে ভুলতে পেরেছ?'

পিপ বলল, 'এ জীবনে হয়তো ভুলতে পারব না ঠিক, কিন্তু ওসব এখন আর কিছুই বাকি নেই, সব গেছে বিডি, সবই শেষ হয়েছে।'

বিডি জানাল, সে এস্টেলা সম্পর্কে সব কিছুই শুনেছে। এস্টেলার স্বামী নাকি দুর্ঘটনায় মারা গেছে। ওদের বিবাহিত জীবন নাকি মোটেই সুখকর ছিল না। ওর স্বামী নাকি ওর সঙ্গে সর্বদা র্দুব্যবহার করত।

দুপুরের খাওয়া শেষ করার পর পিপের ইচ্ছে হলো পুরনো দিনের স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলো ঘুরেফিরে দেখার। ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যার বেশ আগে পিপ মিস হাভিশামের বাড়ির সামনে এসে হাজির হলো।

বাড়ি ঘরের চিহ্নমাত্র আর অবশিষ্ট নেই, বাগানের দেয়ালের বদলে ভাঙাচোরা বেড়া দেওয়া আছে। পুরো জায়গাটাই একেবারে ফাঁকা, শুধু বাগানের গাছগুলো টিকে আছে শ্রীহীন অবস্থায়। পুরো জায়গাটিই একেবারে সুনসান নীরব।

বিকেল নামছে, হিমেল হাওয়ার পরশ লাগছে শরীরে, চাঁদ ওঠেনি এখনো, সবেমাত্র আকাশে দু-একটি তারা ফুটে উঠেছে। বেড়া দিয়ে আটকানো বাগানের গেটটি খুলে ভেতরে উঁকি দিল পিপ। তাকিয়ে দেখল ভেতরে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে, আবছামতো কেউ।

আবছা অবয়ব সামনে এগিয়ে আসতেই পিপ বুঝতে পারল একজন মহিলা। আরো সামনে এগিয়ে আসতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল পিপ। একি! ওকি এস্টেলা? এস্টেলাও দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো ওকে দেখে।

এস্টেলাকে দেখেই পিপ ওর নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল।

এস্টেলা এগিয়ে এসে বলল, 'আমি সত্যি আর্শ্চয হচ্ছি, তুমি তাহলে আমাকে চিনতে পেরেছ!'

পিপ দেখল এস্টেলার মুখ থেকে সৌন্দর্যের কমনীয়তা সরে গেছে, মুখটা কেমন মলিন। আগের মতো সৌন্দর্যের জেল্লা আর নেই। সেই অহংকার আর গর্ব কোথায় যেন চলে গেছে চিরতরে।

পিপ আর এস্টেলা দুজন পাশাপাশি একটা বেঞ্চে বসল।

পিপ বলল, 'এস্টেলা, কেমন অবাক ব্যাপার দেখো, ঠিক এই জায়গাটিতে আমাদের দুজনের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, আবার কত দিন পর দুজন ঠিক একই জায়গায় একত্র হলাম।'

আকাশে তখন চাঁদ দেখা দিয়েছে।

এস্টেলা বলল, 'আমি কত যে তোমার কথা ভেবেছি পিপ।' পিপ বলল, 'আমিও তোমার কথা সব সময় ভেবেছি।' এস্টেলা এবার মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে অনেক দুর্ব্যবহার করেছি পিপ, তুমি কি এখনো আমাকে ক্ষমা করোনি?' পিপ এস্টেলার হাত দুটো নিজের হাতে মধ্যে গ্রহণ করে বলল, 'আমি আজও তোমারই আছি এস্টেলা।'

'তোমার কথা শুনে খুবই খুশি হলাম পিপ', বলল এস্টেলা। 'এই আনন্দ বুকে ধরেই আমরা হয়তো এখন শেষবারের মতো একে-অপরের কাছ থেকে বিদায় নেব।'

পিপ এস্টলার হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোর চেপে ধরে বলল, 'এখন থেকে কেউ তোমাকে আর আমাকে আলাদা করতে পারবে না এস্টেলা।'



ওয়াশিকা জাহান

জন্ম ১০ মে। নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলায়
পিতা মো. অব্দুল ওয়াহেদ খান, মাতা আঞ্জুরা বেগম

ISBN 978-984-93194-1-2
BDT 300
9 780000 000002 >